~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

মাসুদ রানা

প্রতিদ্বন্দ্বী

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

একের পর এক আঘাত করছে দাতাকু। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে রানা।
কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। বহুকষ্টে মৃত্যুর দুয়ার থেকে রেবেকাকে ফিরিয়ে এনে প্রতিজ্ঞা করল সে: আর নয়, শেষ দেখব এবার।
ভূমিকম্পের দ্বীপ কায়দানায় টেনে নিয়ে এল সে দাতাকুকে, পাতল মৃত্যু-ফাঁদ। শেষ বারের মত মুখোমুখি হলো দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জীবন মরণ যুদ্ধে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা। প্রতিদ্বন্দ্বী। [দুইখণ্ড একত্রে] কাজী আনোয়ার হোসেন। সেবা

মাসুদ রানা

প্রতিদ্বন্দ্বী

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুইখণ্ড একত্রে

PROTECTED

~*SumoN anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ISBN 984-16-7059-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৭
পঞ্চম মুদ্রণ: ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

PROTIDWANDI
Part I&II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনা

উনত্রিশ টাকা

প্রতিদ্বন্দ্বী-১ : ৫-৭৩
প্রতিদ্বন্দ্বী-২ : ৭৪-১৪৪

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ★ ভারতনাট্যম ★ স্বর্ণমৃগ ★ দুঃসাহসিক ★ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ★ দুর্গম দুর্গ ★ শত্রু ভয়ঙ্কর ★ সাগরসঙ্গম ★ রানা! সাবধান!! ★ বিস্মরণ ★ রত্নদ্বীপ ★ নীল আতঙ্ক ★ কায়রো ★ মৃত্যুপ্রহর ★ গুপ্তচক্র ★ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ★ রাত্রি অন্ধকার ★ জাল ★ অটল সিংহাসন ★ মৃত্যুর ঠিকানা ★ ক্ষ্যাপা নর্তক ★ শয়তানের দূত ★ এখনও ষড়যন্ত্র ★ প্রমাণ কই? ★ বিপদজনক ★ রক্তের রঙ ★ অদৃশ্য শত্রু ★ পিশাচ দ্বীপ ★ বিদেশী গুপ্তচর ★ ব্ল্যাক স্পাইডার ★ গুপ্তহত্যা ★ তিনশত্রু ★ অকস্মাৎ সীমান্ত ★ সতর্ক শয়তান ★ নীলছবি ★ প্রবেশ নিষেধ ★ পাগল বৈজ্ঞানিক ★ এসপিওনাজ ★ লাল পাহাড় ★ হৃৎকম্পন ★ প্রতিহিংসা ★ হংকং সম্রাট ★ কুউউ ★ বিদায় রানা ★ প্রতিদ্বন্দ্বী ★ আক্রমণ ★ গ্রাস ★ স্বর্ণতরী ★ পপি ★ জিপসী ★ আমিই রানা ★ সেই উ সেন ★ হ্যালো, সোহানা ★ হাইজ্যাক ★ আই লাভ ইউ, ম্যান ★ সাগর কন্যা ★ পালাবে কোথায় ★ টার্গেট নাইন ★ বিষ নিঃশ্বাস ★ প্রেতাত্মা ★ বন্দী গগল ★ জিম্মি ★ তুষার যাত্রা ★ স্বর্ণ সংকট ★ সন্ন্যাসিনী ★ পাশের কামরা ★ নিরাপদ কারাগার ★ স্বর্গরাজ্য ★ উদ্ধার ★ হামলা ★ প্রতিশোধ ★ মেজর রাহাত ★ লেনিনগ্রাদ ★ অ্যামবুশ ★ আরেক বারমুডা ★ বেনামী বন্দর ★ নকল রানা ★ রিপোর্টার ★ মরুযাত্রা ★ বন্ধু ★ সংকেত ★ স্পর্ধা ★ চ্যালেঞ্জ ★ শত্রুপক্ষ ★ চারিদিকে শত্রু ★ অগ্নিপুরুষ ★ অন্ধকারে চিতা ★ মরণ কামড় ★ মরণ খেলা ★ অপহরণ ★ আবার সেই দুঃস্বপ্ন ★ বিপর্যয় ★ শান্তিদূত ★ শ্বেত সন্ত্রাস ★ ছদ্মবেশী ★ কালপ্রিট ★ মৃত্যু আলিঙ্গন ★ সময়সীমা মধ্যরাত ★ আবার উ সেন ★ বুমেরাং ★ কে কেন কিভাবে ★ মুক্ত বিহঙ্গ ★ কুচক্র ★ চাই সাম্রাজ্য ★ অনুপ্রবেশ ★ যাত্রা অশুভ ★ জুয়াড়ী ★ কালো টাকা ★ কোকেন সম্রাট ★ বিষকন্যা ★ সত্যবাবা ★ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ★ অপারেশন চিতা ★ আক্রমণ '৮৯ ★ অশান্ত সাগর ★ শ্বাপদ সংকুল ★ দংশন ★ প্রলয় সংকেত ★ ব্ল্যাক ম্যাজিক ★ তিক্ত অবকাশ ★ ডাবল এজেন্ট ★ আমি সোহানা ★ অগ্নিশপথ ★ জাপানী ফ্যানাটিক ★ সাক্ষাৎ শয়তান ★ গুপ্তঘাতক ★ নরপিশাচ ★ শত্রুবিভীষণ ★ অন্ধ শিকারী ★ দুই নম্বর ★ কৃষ্ণপক্ষ ★ কালো ছায়া ★ নকল বিজ্ঞানী ★ বড় ক্ষুধা ★ স্বর্ণদ্বীপ ★ রক্তপিপাসা ★ অপচ্ছায়া ★ ব্যর্থ মিশন ★ নীল দংশন ★ সাউদিয়া ১০৩ ★ কালপুরুষ ★ নীল বজ্র ★ মৃত্যুর প্রতিনিধি ★ কালকূট ★ অমানিশা ★ সবাই চলে গেছে ★ অনন্ত যাত্রা ★ রক্তচোষা ★ কালো ফাইল ★ মাফিয়া ★ হীরকসম্রাট ★ সাত রাজার ধন ★ শেষ চাল ★ বিগব্যাঙ ★ অপারেশন বসনিয়া ★ টার্গেট বাংলাদেশ ★ মহাপ্রলয় ★ যুদ্ধবাজ ★ প্রিন্সেস হিয়া ★ মৃত্যুফাঁদ ★ শয়তানের ঘাঁটি ★ ধ্বংসের নকশা ★ মায়ান ট্রেজার ★ ঝড়ের পূর্বাভাস ★ আক্রান্ত দূতাবাস ★ জন্মভূমি ★ দুর্গম গিরি ★ মরণযাত্রা ★ মাদকচক্র ★ শকুনের ছায়া ★ ভূকম্পের ত্রাস ★ কালসাপ ★ গুডবাই, রানা ★ সীমা লঙ্ঘন ★ রুদ্রঝড় ★ কাতার মরু ★ কর্কটের বিষ ★ বোস্টন জ্বলছে।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

প্রতিদ্বন্দ্বী-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৮

এক

নিজস্ব একটা দ্বীপ চাই।

ক্যারিবিয়ান সাগর পাড়ি দিচ্ছে গোল্ডেন সোয়ান। পেছন দিকে হেলে পড়েছে সূর্য। পুয়ের্টোরিকোর রাজধানী সান হোয়ান আর পঁচিশ মাইল। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে নোঙর ফেলবে ওখানে গোল্ডেন সোয়ান।

রেলিঙের ওপর ঝুঁকে হেলে দাঁড়িয়ে আছে রানা। গাঢ় নীল টাইটা পত পত শব্দে উড়ছে কাঁধের ওপর। আহ্, এরই নাম জীবন! জামাইকায় খামার বাড়ি, ক্যারিবিয়ান সাগরের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ, ইন্দোনেশিয়ায় রাবার বাগান, ফ্রান্সের পল্লীতে মনোরম একটা শ্যাতো, রোমের উপকণ্ঠে একটা অ্যাপার্টমেন্ট-হাউস, আর নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন এভিনিউয়ে রানা এজেন্সীর অফিস বিল্ডিং। আপাতত রেবেকা ও রানা মিলে হচ্ছে এই, পরে সারা দুনিয়ায় শিকড় গাড়বে ওরা।

চাই নিজস্ব একটা দ্বীপ, তবে তাতে থাকতে হবে পাহাড়; এই ছিল রেবেকার শর্ত। মার্কিন সরকারের টেন্ডার নোটিশটা চোখে পড়ার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওরা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পুব থেকে পশ্চিমে বিছানো আগ্নেয় পর্বতশ্রেণীর ভিতর কোথাও থাকতে হবে সেই আকাঙ্ক্ষিত দ্বীপটা। সিদ্ধান্তের পরপরই, কি অদ্ভুত যোগাযোগ, জার্মান ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকায় টেন্ডার নোটিশটা দেখল ওরা। স্পেসিফিকেশন, শর্ত আর নিয়মাবলীর পুস্তিকা কিনে দেখা গেল আগ্নেয় পাহাড়ই রয়েছে দ্বীপগুলোয়। সাত আটটা দ্বীপ, তিনটে বাদে সবগুলো নিলাম হবে।

পুয়ের্টোরিকোর একটা কেনাবেচা ব্যবসায় তদারককারী প্রতিষ্ঠানকে ওর এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করেছে রানা, তারাই ওর হয়ে কিনবে দ্বীপটা। দ্বীপগুলো দেখে কোনটা ওর পছন্দ তা জানাতে হবে, তাই যাচ্ছে ও। পুয়ের্টোরিকো হয়ে ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ।

সান হোয়ানে কোন কাজ ছিল না রানার। হঠাৎ পেল একটা ফোন, 'হোটেল ম্যান্ডারিনে ডিনারের নিমন্ত্রণ করছি। যে কোনদিন, সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত। অবশ্যই আসা চাই। জরুরী।'

এটুকু ছাড়া আর কোন রহস্য করেনি চিত্রা। প্রথমেই নিজের নাম জানিয়েছে সে, অবশ্য তার কোন দরকার ছিল না–রানা ঠিকই বুঝতে পারত এ কণ্ঠস্বর কার।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ফোন নাম্বার পেল কোথায়, কি এমন জরুরী দরকার, এসব কিছুই জানায়নি চিত্রা। বলেছে, দেখা হলে সব বলব। আগেই শুনেছে রানা, ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস থেকে বিদায় নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক ব্যবসায়ী যুবককে বিয়ে করেছে চিত্রা, বাড়ি কিনেছে জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টনে।

রানার জেমারী ফার্ম আর খামার বাড়ি থেকে কিংস্টন সত্তর মাইল দূরে। একটা মার্সিডিজ আর দুটো স্পোর্টসকার গ্যারেজে থাকলেও রাজধানীতে বড় একটা আসা হয় না ওর, তাই চিত্রার খবরও নেয়া হয়নি। এমন সময় ওর ফোন, বেশ একটু অবাকই হয়েছে রানা। থাকে কোথায়? কি করছে ও?

পোর্ট থেকে বেরিয়ে সুপার মার্কেটে গেল রানা। চিত্রার জন্যে কিনল একটা দামী সেন্ট। সেন্ট কিনতে গিয়ে মনে পড়ল মিত্রার কথা, টয়োমেন ছিল ওর প্রিয় সেন্ট। কিন্তু কোথায় এখন মিত্রা?

মার্কিনী জাহাজের নাবিক গিজগিজ করছে রাস্তায়। প্রায় প্রত্যেকের একটা করে হাত কোমর জড়িয়ে আছে সঙ্গিনী দ্বীপবাসিনীর। বিনা নোটিশে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে চুমো খাচ্ছে ওরা—তিনবার দিক পরিবর্তন করতে হলো রানাকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে পৌঁছুতে।

ট্যাক্সি থেকে নামতেই হোটেল ম্যান্ডারিনের সাত ফুট লম্বা নিগ্রো গেটম্যান মস্ত এক স্যালুট ঠুকল। সুইংডোর ঠেলে লাউঞ্জে ঢুকল রানা, ওখান থেকে রিসেপশনে। এগারোতলার একশো-একত্রিশ নম্বর স্যুইটটা মাত্র খালি আছে ওর জন্যে। ছত্রিশ ইঞ্চি স্যামসোনায়েড সুটকেসটা পোর্টারকে ধরিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়াল ও।

রেস্তোরাঁয় তেমন ভিড় নেই। জুক-বক্স থেকে ছড়িয়ে পড়া সুরের সাথে চিত্রার লাল কাপড়ে মোড়া পা দুটো অলস ভঙ্গিতে তাল দিচ্ছে। রানাকে দেখা মাত্র উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মুখটা, হাতে ধরা কফির কাপটা টেবিলে রেখে উঠতে যাচ্ছে, রানা এগিয়ে গিয়ে হাত চেপে ধরল চিত্রার। 'জানো খুকী, যাত্রীদের মধ্যে পরিচিত মুখ তোমাকেই দেখলাম;' তারপর চুরুটের প্যাকেট বের করে মুখোমুখি চেয়ারে বসল ও। 'কিন্তু একা কেন, কালো মানিক কই?'

কপালে উঠে গেল চিত্রার ভুরু। 'কালো মানিক?' তারপরই শব্দ করে খিলখিল হেসে উঠল সে। 'বুঝেছি! কালা আদমী বিয়ে করেছি জানো তাহলে? রায়ান গেছে অফিসের কাজে পোর্ট অভ স্পেনে। পরশু দিন ফিরতে পারে। তারপর তোমার খবর? শুনলাম...'

'ঠিকই শুনেছ,' চুরুট ধরাবার ফাঁকে চিত্রার দিকে একবার তাকাল রানা। 'কিন্তু তোমার মত একজন এজেন্টকে...কারণ কি?'

'জানি না,' গল গল করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল রানা। 'জানতে চাইও না। ডাকলেও যাচ্ছি না আর। ম্যাডিসন এভিনিউয়ে রানা এজেন্সীর অফিস নিয়েছি,

ইচ্ছা করলে জয়েন করতে পারো।'

বিস্ময় খেলো চিত্রা। 'জয়েন করব আমি? একজন ভারতীয় প্রাক্তন এজেন্টকে প্রস্তাব দিচ্ছে বাংলাদেশের একজন প্রাক্তন এজেন্ট?' পরক্ষণে সরল হয়ে গেল মুখের রেখাগুলো। 'তুমি মাসুদ রানা—হ্যাঁ, কেবল তোমার পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু না, ও-জগৎ চিরকালের জন্যই ছেড়ে দিয়েছি। তবু তুমি বললে, এজন্যে অনেক ধন্যবাদ। তা দ্বীপ কিনছ যে?'

'জানলে কিভাবে?' ঠোঁট থেকে চুরুট নামাল রানা। 'ফোন নাম্বার পেলে কোত্থেকে?'

'পুয়ের্তোরিকোর কেনাবেচা ব্যবসায় তনারকী প্রতিষ্ঠানটার মালিক একজন নিগ্রো।'

'রায়ান, তোমার স্বামী?'

'হ্যাঁ,' বলল চিত্রা। 'তোমার ফোন যখন আসে, আমি অফিসেই ছিলাম।' ওয়েটারকে এগিয়ে আসতে দেখে হাত নেড়ে নিষেধ করল চিত্রা। রানাকে বলল, 'বাড়ি গিয়ে বসব আমরা, কি বলো? তুমি আমার অতিথি। পুয়ের্তোরিকোতে? থাকি, কিন্তু কিংস্টনেও একটা বাড়ি রেখেছি—জানতে?'

'জানতাম তুমি কিংস্টনে থাকো,' বলল রানা। 'মিত্রার খবর কি?'

হঠাৎ বিষণ্ণতার ছায়া পড়ল চিত্রার মুখে। দু'চোখে টলমল করছে উদ্বেগ। 'রানা, মিত্রাদির খবর পাব আশা করেই তোমাকে ডেকেছি আমি।'

'কেন, কি হয়েছে মিত্রার?'

'কেউ কোন খবর দিতে পারছে না ওর,' বলল চিত্রা। 'নানা রকম গুজব শুনছি। ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসও নাকি খুঁজছে ওকে। মিত্রাদির শেষ অ্যাসাইনমেন্ট ছিল ম্যাকাসারে, ওখান থেকেই নিখোঁজ। এসব প্রায় আট মাস আগের কথা। মাস তিন আগে আমি জাকার্তা হয়ে ম্যাকাসারে গিয়েছিলাম, ওখান থেকে একটা ক্লু পাই। সেই ক্লু ধরে ফ্লোরেস সী-র একটা দ্বীপ, কায়ুদানায় যাই। ব্রিটিশ চার্টে দ্বীপটাকে বলা হয়েছে আর্থকোয়েক আইল্যান্ড...।'

ভূমিকম্পের দ্বীপ। গেছে ওখানে রানা, কিন্তু চিত্রার তা জানার কথা নয়। ও বলে চলল, 'দুর্গম একটা জায়গাই বটে। দ্বীপটার দুই অংশের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা মাত্র একটাই, চার মাইল চওড়া লাভা ফীল্ডের ওপর দিয়ে চলে গেছে সেটা। এই চার মাইলের মধ্যে ছায়া বলতে কিছু নেই, শুধু এক জায়গায় চার-পাঁচটা পাম গাছ আর হাত পনেরো জায়গা জুড়ে চওড়া কাণ্ডওয়ালা কাঁটা গাছের ঝোপ। কেউ একজন একটা গাছের কাণ্ডে নিজের নাম লিখে রেখে এসেছিল, দেখাদেখি ট্যুরিস্টরা ওখানে গেলেই নিজেদের নাম লিখে রেখে আসে।' থেমে রানার চোখে চোখ রাখল চিত্রা, 'কিন্তু তুমি যদি যাও ওই কষ্টটা আর করতে হবে না তোমাকে। তোমার নাম লেখাই আছে ওখানে।'

নিতে যাওয়া চুরুটটা ধরাতে যাচ্ছিল রানা। ভুরু কুঁচকে তাকাল চিত্রার

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

দিকে, হাত দুটো স্থির হয়ে গেল। 'মিত্রার হাতের লেখা, চিনতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। ওরই হাতের লেখা।'

অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে রানার। ভারত নাট্যমের বিখ্যাত নর্তকী মিত্রা সেন। মনে পড়ছে রাজশাহীর কথা, কোলকাতা-চিটাগাঙের কথা, নক্ষত্রখচিত কক্সবাজারের রাত্রির কথা, ক্যাসাব্লাঙ্কার ভিলা মোনালিসার কথা। ভিলা মোনালিসার সেই কথাগুলো এখনও যেন কানে বাজছে: প্লীজ, রানা! তুমি আমাকে ভালবাসতে।...রানা, আমাকে বাঁচাতে পারবে না? প্লীজ, আমাকে বাঁচাও!

'তারপর?'

'দ্বীপের ওধারে যেতে পারিনি, ওখান থেকে সিঙ্গাপুরে ফিরে আসতে বাধ্য হই। রানা, আমার বিশ্বাস, মিত্রাদি ওখানে বন্দী হয়ে আছে—এবং তোমার সাহায্য চাইছে ও।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু চিত্রা অন্যদিকে তাকাতে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ও দেখল দশাসই এক লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। দেহটা প্রকাণ্ড কিন্তু ছেলেমানুষের মত সরল, অভিমান ভরা, ছোট একটা মুখ। চোখ দুটো ম্লান, যেন এইমাত্র কেঁদেকেটে এল মায়ের কাছ থেকে বকুনি খেয়ে।

'রায়ানের বন্ধু, মি. রুবেন। স্ত্রী বিয়োগের ফলে ভয়ানক মুষড়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। ইউরোপ থেকে এসেছেন এদিকে বেড়াতে, কিন্তু শান্তি পাচ্ছেন না কোথাও।'

কাছে এসে দাঁড়াল রুবেন। পরিচয় করিয়ে দিল চিত্রা, 'ইনি মাসুদ রানা, একই পেশায় ছিলাম আমরা। আপনার কথা বলেছি ওকে।'

রানা বলল, 'বসুন, মি. রুবেন। কেমন লাগছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ?'

'ভালই। কাল ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে যেতে চাই, মিসেস রায়ানের কাছ থেকে তাই অনুমতি নিতে এলাম।' একটু বিরতি নিয়ে ব্যাখ্যা করল ব্যাপারটা। 'মিসেস রায়ান আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এখানে, ওর কথা ছাড়া এক পা নড়ি না। জুলিয়ার সাথে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা, ওকে দেখে জুলিয়ার কথা মনে পড়ে যায়, তাই ইউরোপ থেকে ছুটে এসেছি। জুলিয়ার কথা মিসেস রায়ান নিশ্চয়ই আপনাকে শুনিয়েছেন?'

আর কেউ স্ত্রীর বিয়োগ-ব্যথা এভাবে প্রকাশ করলে বিরক্ত হত রানা, কিন্তু রুবেনের কথায় ও ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে সহানুভূতি অনুভব করল ও।

'ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে যেতে চান? তা বেশ তো, রানার সঙ্গেই বেড়িয়ে আসুন তাহলে। আগামীকাল তো যাচ্ছে ও।'

'খুব খুশি হব,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল রানা। মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করা এক কথা, আর মূর্তিমান একটা শোককে সঙ্গ দেয়া আরেক কথা। 'তুমিও

চলো না, চিত্রা?'

'ইচ্ছা করছে,' চিত্রা বলল। 'কিন্তু রায়ান না ফিরলে যাই কিভাবে? তোমরা কালই যাও, পরশু না-হয় আমি যোগ দেব তোমাদের সঙ্গে।'

'রায়ানকেও নিয়ে যেয়ো।'

'কাজ-পাগলা মানুষ, সময় পাবে কিনা জানি না,' বলল চিত্রা। 'তবে চেষ্টা করব তো বটেই।'

রুবেন ব্যস্তভাব সাথে উঠে দাঁড়াল এই সময়। 'কেবীন টিকেট তাহলে কিনে ফেলতে হয় এখনই, তা নাহলে কেবিন খালি পাওয়া যাবে না একটাও।'

একদল মার্কিন ন্যাভাল অফিসার ঢুকল রেস্তোরাঁয়। সঙ্গে সঙ্গে ক'টা মেয়ে। পাশ ঘেঁষে যাবার সময় রুবেন মেয়েগুলোকে খুঁটিয়ে দেখার জন্য দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। বোধহয় জুলিয়ার সাথে সাদৃশ্য খুঁজছে। করুণা বোধ করল রানা।

'আমার প্রশ্নের কিন্তু উত্তর দাওনি তুমি, রানা।' চিত্রার কথায় চোখ ফেরাল রানা। 'দ্বীপ কিনছ কেন? কিনেই বা কি করছ?'

'ওখানে খামার বাড়ি কিনেছি একটা।'

'তার মানে? ঘর-সংসার করতে যাচ্ছ নাকি? বিয়ে?'

হাসল রানা। 'অবাক হচ্ছ কেন? বিয়ের বয়স হয়নি নাকি?'

'সত্যি বিয়ে করতে যাচ্ছ? সত্যি?' চিত্রা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। 'মেয়েটা কে?'

'চিনবে না। নাম, রেবেকা। এখন সিঙ্গাপুরে আছে। পৈতৃক ব্যবসা গোটাতে গেছে ওখানে। ওরই হুকুম দ্বীপ চাই।'

'খামার বাড়ি কিনেছ, বিয়ে করবে...কেন যেন খুব অবাক লাগছে, রানা!'

'শুধু কি খামার বাড়ি? চাষবাস, সেই সঙ্গে ডেয়ারী ফার্ম। ডগও পেয়েছি একটা। তার নাম রেখেছি রকি। কুকুরটা দু'চোখে দেখতে পারে না রেবেকাকে, ওকে নিয়ে গল্প করতে বসলেই ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে, হিংসুটের ধাড়ী।' চিত্রাকে হাসিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলো, গলাটা ভিজিয়ে নিই আগে।'

বারের সুইংডোর খুলতেই ধাক্কা মারল কানে কথাবার্তার উচ্চকিত গুঞ্জনটা। ভিতরে পা রাখল রানা। জুক-বক্সের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে ঠোঁটে শিস। হাতে জ্বলন্ত চুরুট। পাশে চিত্রা।

কাউন্টারে নিগ্রো বারম্যান। তার পেছনে ছয় ফুট লম্বা আয়না।

আয়নায় চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। মাঝপথে কাটা পড়ল শিস। একটা ঝাঁকুনি, পরমুহূর্তে স্থির পাথর হয়ে গেল শরীরটা। দু'আঙুলের মাঝখান থেকে পড়ে গেছে চুরুটটা, খেয়ালই নেই রানার। ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো। রক্তশূন্য [illegible]

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

কপালে ফুটে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘামগুলো চকচক করছে নিয়নের আলোয়।

আয়নায় শুধু মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে লোকটার। কে ও?

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠছে রানা। কুঁচকে গেছে চোখ দুটো ওর। ভাল করে দেখে নিঃসন্দেহ হতে চাইছে এখন। কে ও? বুক ভরে শ্বাস নিয়ে নিজেকে সামলে নিতে নিতে ভাবছে ও! দাতাকু? কিন্তু!...দাতাকু? নাকি তার প্রেতাত্মা? দুঃস্বপ্ন দেখছে না তো?

ধীরে ধীরে মুখ তুলল লোকটা। আয়নার ভিতর দিয়ে সোজা তাকাল রানার চোখে।

শিউরে উঠল রানা। দাতাকু!

কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে আছে সে। সামনে রাখা সোনালী হুইস্কি ভর্তি গ্লাস। দুই হাতের দশটা আঙুল গ্লাসটাকে ধরে আছে আঁকড়ে। চকচকে পিতলের মত, ভুরুহীন মুখ। সাদা দু'পাটি দাঁতের মাঝখানে আধহাত লম্বা কালো একটা টোব্যাকো পাইপ। একদিকের ঠোঁট ফাঁক হতে বেরিয়ে পড়ল আরও কয়েকটা দাঁত।

বাঁকা হাসছে সে। রানার চোখে চোখ।

মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড, তারপরই ধীরে ধীরে ফিরিয়ে নিল সে মুখটা।

বিহ্বল দেখাচ্ছে রানাকে। ভিজে গেছে মুখ, ঘামের কয়েকটা রেখা কপালের পাশ থেকে নিচে নামছে।

'রানা! কি হয়েছে তোমার, রানা?' চিত্রা অস্ফুটে জানতে চাইল। 'তুমি কি অসুস্থবোধ করছ?' রানার কোমর জড়াল চিত্রার একটা হাত। টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাতে চায় ও রানাকে।

চিত্রার একটা হাত জোরে চেপে ধরল রানা। 'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়,' কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে ও। একরকম টেনেই চিত্রাকে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

ভয় পেয়েছে রানা। ভয় পেয়েছে ধাইপুজম দাতাকু হাইয়াতকে দেখে।

পালাচ্ছে সে।

দুই

পাঁচতলায় চিত্রার স্যুইট। চিত্রার পিছু পিছু ভিতরে ঢুকে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল রানা।

খুট করে শব্দ হলো একটা, আলো জ্বেলে রানার সামনে এসে দাঁড়াল চিত্রা। চোখ মুখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি ওর। পুরোপুরি বদলে

গিয়েছিল রানা, বিবর্ণ দেখাচ্ছিল ওর চোখ মুখ, দৃশ্যটা কখনও ভুলবে না চিত্রা।

'চিত্রা, আমি চলে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'যতক্ষণ আছি এই হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কোরো না তুমি।'

'কেন?'

'এক সেকেণ্ডের মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে...সে অনেক কথা, চিত্রা,' বলল রানা। 'সে-সব তোমার শুনে দরকার নেই।'

'কি এমন ঘটল যে তোমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে পারব না?' চিত্রার চোখেমুখে বিস্ময় ফিরে আসে, 'ব্যাপার কি, রানা?'

'আমি তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবেই বলছি, চিত্রা।'

'কি বলছ তা তুমি নিজেই জানো না!' চিত্রার কণ্ঠে ক্ষুব্ধতা, 'আমার নিরাপত্তার কথা ভাবছ? কি মনে করো তুমি আমাকে?'

'তর্ক কোরো না,' বলল রানা। 'তুমি জানো না লোকটা...'

রানার শার্টের কলার চেপে ধরল চিত্রা। 'ভুলে গেছ, কিছুদিন আগেও আমি ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসে ছিলাম? তুমি ভাবছ নিজেকে রক্ষা করার মত যোগ্যতা আমার নেই? বাজে কথা রাখো, এখন বলো কি হয়েছে?' ঈষৎ শ্লেষও যেন ফুটে উঠল তার কণ্ঠস্বরে, 'তুমি! তুমি মাসুদ রানা কি এমন দেখলে যে এমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছ?'

জোর করে হাসল রানা। 'ভয় আমি নিজের জন্যে পাই না, চিত্রা।'

'আমার নিরাপত্তার কথা দয়া করে তোমাকে ভাবতে হবে না,' বলল চিত্রা। 'তুমি জানো না, হায়ান পুয়ের্টোরিকোর অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন মানুষ। নিজের স্বামী বলে গর্ব করছি না, কথাটা সত্যি বলেই বলছি, হায়ানের কথার ওপর কথা বলে এমন লোক এখানে খুব কম। ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা অনেকেই ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।' রানার শার্টের কলার ছেড়ে ওর একটা হাত চেপে ধরল সে। 'এসো, গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও আগে। তারপর বলো, কি হয়েছে।'

এগিয়ে গিয়ে সোফায় বসল রানা। ওয়াল ক্যাবিনেট থেকে হুইস্কি ভর্তি দুটো গ্লাস নিয়ে এল চিত্রা। রানার হাতে ধরিয়ে দিল একটা গ্লাস। তারপর বসল মুখোমুখি সোফাটায়।

প্রায় ভরা গ্লাসটা দু'তিন চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলল রানা, মাথাটা নিচু, চেয়ে আছে কার্পেটের দিকে। ভাবছে।

'নাও, শুরু করো,' সব কিছু লক্ষ করে পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করল চিত্রা, 'প্রতি একশোটা বাক্যের বিনিময়ে এক গ্লাস করে হুইস্কি পাবে।'

মুখ তুলে মৃদু হাসল রানা। কিন্তু পরক্ষণেই ম্লান হয়ে গেল হাসিটা, 'কঠিন একটা ব্যাপার, চিত্রা। দাতাকু নামে একটা লোক, সিঙ্গাপুরিয়ান...'

'দেখেছি ওকে,' বলল চিত্রা। 'হ্যাঁ, দেখতে ভয়ঙ্কর লোকটা। মানে, ভুরু নেই, হাত দুটো পোড়া। আর পেটা লোহার মত শরীর।'

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'দুটো হাতেরই চামড়া পুড়ে গেছে,' চিত্রার চোখে চোখ রেখে বলল রানা। 'চিত্রা, লোকটা কেন এসেছে এখানে আমি জানি। প্রতিশোধ নিতে চায় ও, খুন করতে চায়।'

চিত্রার চোখে মুখে স্পষ্ট বিস্ময়, রানার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে আছে সে। প্যাকেট থেকে চুরুট বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল রানা। গ্যাস-লাইটার দিয়ে তাতে আগুন ধরাচ্ছে। চিত্রার নজর এড়াল না, হাত দুটো কাঁপছে রানার।

'অদ্ভুত শোনাচ্ছে কথাগুলো, বুঝতে পারছি,' বলল রানা। 'কিন্তু কোন ভুল নেই, প্রতিশোধ নিতেই এসেছে দাতাকু পুরেটোরিকোয়।'

'রানা!'

সোফায় হেলান দিল রানা, হাতলে রাখল বাঁ হাতটা। চুরুটটা পুড়ছে, নীলচে ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে। 'পাঁচ বছর আগের ঘটনা, আমি তখন ছুটি নিয়ে ব্যাঙ্ককে, তবে মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে ছুটির, হপ্তাখানেকের মধ্যে ঢাকায় ফিরব, এমন সময় সাড়া জাগানো একটা ঘটনা ঘটল ওখানে। কোটিপতি ব্যবসায়ী রম্বক লানাথবকে কিডন্যাপ করা হলো। কিডন্যাপাররা মুক্তিপণ দাবি করল দশ লক্ষ ডলার।'

'মনে আছে ঘটনাটা। লানাথবকে খুন করা হয়। কিডন্যাপারদের একজন মাত্র ধরা পড়ে, সেই খুন করেছিল। ঠিক মনে নেই, সম্ভবত যাবজ্জীবন হয় তার।'

'না, সে খুন করেনি,' বলল রানা। 'দোষটা আমার। আমিই ভুল করে...'

'প্রথম থেকেই বলো বরং, রানা।'

'থাইল্যান্ড সরকার ঘটনাটাকে অত্যন্ত সিরিয়াসলি নেয়। গোটা ব্যাঙ্কক শহরটাকে অবরোধ করা হয় ঘটনা ঘটার তিন ঘণ্টার মধ্যে। পুলিস তো ছিলই, ঘরে ঘরে সেনাবাহিনীর লোকেরা ঢুকে তল্লাশী চালাতে শুরু করে। কিডন্যাপাররা ব্যাঙ্কক ছেড়ে পালাতে পারেনি, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের এই অনুমানটা ছিল ভুল। তাই কোন হদিসই করা গেল না তাদের। এসব খবর আমি কাগজে পড়ি।'

'তুমি তখন ব্যাঙ্ককেই?'

'না,' বলল রানা। 'ব্যাঙ্কক থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে, তুবজিতে। হোটেলেই উঠতাম, কিন্তু বন্ধু ছাড়ল না। ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে যাবে সে, বলল বাড়িটা তুমি ব্যবহার করো। তারপর হাসতে হাসতে বলল, বিদেশ বিভুঁইয়ে এসেছ, হোটেলে কতরকম বিপদ ঘটতে পারে–তার দরকার কি! আমার বাড়িটা গোটা থাইল্যান্ডে সবচেয়ে নিরাপদ বাড়ি। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার এ কথার অর্থ? বন্ধু বলল, 'বাড়িটা থাইপুজম দাতাকু হাইয়াতের, আমি তার ভাড়াটে।'

ঘন ঘন টান দিল রানা চুরুটে। তারপর আবার বলল, 'বন্ধু কিছু ব্যাখ্যা করল না কথাটা, তার দরকারও ছিল না। থাইল্যান্ডের আন্ডারগ্রাউন্ড সম্পর্কে যারাই এক-আধটু খবর রাখে, দাতাকুর নাম তাদের কাছে পরিচিত। অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে ওর পার্থক্য হলো, যেকোন ঝুঁকি নিয়ে হাসতে হাসতে অপরাধ ঘটিয়ে বসতে পারে সে। রেপ, মার্ডার, ব্যাঙ্ক-ডাকাতি, কিডন্যাপ–সুযোগ পেলে কোনটাই বাদ দেয়ার লোক নয় দাতাকু। পুলিস সব জানত ওর সম্পর্কে, কিন্তু কোন কেসেই তাকে তারা ফাঁসাতে পারেনি। তার মানে, শুধু যে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক সে তাই নয় মগজটাও দামী।'

'রম্বক লানাথবের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?'

'বলছি,' বলল রানা। 'দাতাকু থাকত একই বাড়িতে, আমার বন্ধুর পাশের ফ্ল্যাটে। আমার সঙ্গে কোনদিন কথাবার্তা হয়নি। প্রায়ই দেখতাম অনূঢ়া বৈভবকে সাথে নিয়ে গল্প করছে।'

'অনূঢ়া বৈভব?'

'ওহো, ওর কথা বলিনি বুঝি?' টান দিতে গিয়ে দেখল রানা ধোঁয়া বেরোচ্ছে না, অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল সে চুরুটটা। 'অনূঢ়া বৈভব সতেরো আঠারো বছরের একটি আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে, থাইল্যান্ডকে মাতিয়ে রেখেছে তখন সে তার নাচ দিয়ে। দাতাকু ছিল এই অনূঢ়ার প্রেমে পাগল।'

'ভয়ঙ্কর প্রকৃতির পুরুষকে এক ধরনের মেয়েরা ভালবাসে।'

চিত্রাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'এক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেরকম ছিল না। রাতে একদিন বসে আছি ব্যালকনিতে, নদীর ওপারে নিয়ন বাতিতে ঝলমলে শহর দেখছি, এমন সময়ে দাতাকুর চড়া গলা কানে এল। ওদের সব কথা শুনতে পাইনি, কিন্তু যতটুকু শুনলাম তাতে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। অনূঢ়া বৈভব দাতাকুকে ভালবাসে না, ভয় করে। দাতাকুর বেডরুমে আসে সে প্রেমের টানে নয়, না এলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি শুরু করবে দাতাকু, তাই। দাতাকু দাবি করছিল, বিয়ে করতে হবে তাকে এবং বিয়ের তারিখও তাকে জানিয়ে দিতে হবে সেই মুহূর্তে। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার সাহস ছিল না অনূঢ়ার, নানান অসুবিধের কথা বলে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল সে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনূঢ়া কথা দেয়, বিয়ে যদি সে করে কোনদিন, দাতাকুকেই করবে, কিন্তু বিয়ের নির্দিষ্ট তারিখ জানানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। এর উত্তরে দাতাকু কি বলেছিল, আমি শুনতে পাইনি।'

পায়ের উপর পা তুলে দিল চিত্রা। বলল, 'তারপর?'

'ধনী লোকেরা বেপরোয়া কিছু লোককে পোষে, জানো তো?' বলল রানা। 'দাতাকু এইরকম কয়েকজন কোটিপতির সিকিউরিটি ইন-চার্জ ছিল। রম্বক লানাথব যখন কিডন্যাপড হয়, দাতাকু তখন তার সিকিউরিটি ইন-চার্জ।'

'বুঝেছি...'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'রক্ষক লানাথব কিডন্যাপড হয় বাড়ি থেকে। পেছনের পাঁচিল টপকে কিডন্যাপাররা ভেতরে ঢোকে। দাতাকু তখন ছিল অনুঢ়া বৈভবের হোটেলে। ব্যাঙ্ককে তখন শো করছে অনুঢ়া। যাই হোক, পুলিস তাদের কাজে কোন খুঁত রাখতে চায়নি, তাই রক্ষক লানাথব কিডন্যাপড হয়েছে এখবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা দাতাকুকে বুঁজতে শুরু করে এবং একটা বার থেকে তাকে অ্যারেস্ট করে। কিন্তু পরদিন তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। কারণ অনুঢ়া বৈভব পুলিসকে জানায়, লানাথব যখন কিডন্যাপড হয়, দাতাকু তখন তার কাছেই ছিল।'

খালি গ্লাস নিয়ে আর একবার উঠল চিত্রা। ফিরে এসে বসতে আবার শুরু করল রানা, 'পুলিসের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে দাতাকু কুরজিতে, নিজের বাড়িতে ফিরে আসে। তার ফিরে আসার পরদিন রাতের ঘটনা...'

'থামলে কেন? বলো!'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। নিঃশব্দ পায়ে শিকারী বিড়ালের মত দীর্ঘ পদক্ষেপে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল ও। আচমকা নব ধরে হ্যাঁচকা টান মারতেই দু'ফাঁক হয়ে গেল কবাট দুটো।

করিডরে উঁকি দিয়ে কাউকে দেখল না রানা।

'সে-রাতে ঘুম আসছিল না কেন জানি,' সোফায় ফিরে এসে গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলতে শুরু করল ও। 'বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছিলাম। এমন সময় দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। দূর থেকে ভেসে এলেও বিকট একটা আর্তনাদের অস্পষ্ট শব্দ ছিল সেটা, এল পেছনের জঙ্গল থেকে।'

'রাত তখন ক'টা?'

'আড়াইটা,' বলল রানা। 'শব্দটা এমন নাড়া দিয়েছিল আমাকে, নিজের অজান্তেই ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসেছিলাম আমি। কি মনে করে তাড়াতাড়ি বেডরুম থেকে বেরিয়ে দাতাকুর ফ্ল্যাটের দিকে তাকাই। জানালা দিয়ে দেখি, হাতে একটা পিস্তল, দাতাকু তার বেডরুমের দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা চিৎকার, তারপর পিস্তল হাতে দাতাকু বেরিয়ে যাচ্ছে, কেমন যেন রহস্যের গন্ধ পেলাম। রক্ষক লানাথবকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, কথাটা ভুলিনি আমি। হঠাৎ অনেকটা ঝোঁকের মাথাতেই ঠিক করলাম, দাতাকু কোথায় যাচ্ছে দেখতে হবে। একটু পরেই আমি বেরিয়ে পড়লাম বাইরে।'

গভীর মনোযোগের সঙ্গে রানার কথা শুনছে চিত্রা। ধরিয়েছে মাত্র, সিগারেটটায় দু'বারের বেশি টান দেয়নি সে। পায়ের ওপর পা তুলে নিয়ে ডান হাতটার কনুই রেখেছে উরুর ওপর, কব্জির কাছে হাতটা ভাঁজ করা, হাতের উল্টো পিঠে চিবুক রেখে চেয়ে আছে রানার দিকে।

'বাড়ির পেছনের জঙ্গলে ঢুকলাম দাতাকুর পিছু পিছু। একটা মজা খালের পাড় ধরে খানিক দূর যেতেই চাঁদের আলোয় একটা প্যাগোডা দেখতে পেলাম। গজ পঁচিশেক সামনে ছিল দাতাকু। প্যাগোডার ভেতর দ্রুত ঢুকে

গেল সে। সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকাচ্ছি, দাতাকু ঢুকেছে মিনিট সেকেন্ড হয়নি তখনও, পর পর দুটো গুলির শব্দ হলো। সেই সঙ্গে একটা আর্তচিৎকার। পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করে ছুটলাম আমি। দরজা টপকে ভেতরে ঢুকেই মুখোমুখি হলাম প্রকাণ্ড এক বুদ্ধমূর্তির। কেউ নেই ওখানে। পাশেই একটা দরজা। খোলা দেখে ছুটে গেলাম সেদিকে। দরজা টপকে ভেতরে ঢুকেই মশালের লালচে আলোয় দেখলাম দাতাকুর হাতের পিস্তল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মেঝের ওপর পড়ে আছে লানাথব। কুল কুল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা ফুটো থেকে। কামরায় আর কেউ ছিল না। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দাতাকু। পিস্তল ধরা হাতটা ঝুলছিল শরীরের পাশে। কিন্তু আমাকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠে হাতটা তুলতে গেল। পা তুলে মারলাম আমি, দাতাকুর পিস্তলধরা হাতে গিয়ে লাগল লাথিটা। পিস্তল হাত ছাড়া হয়ে গেছে দেখে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সে আমার ওপর। অসুরের গায়েও বুঝি ওর মত জোর নেই, চিত্রা। প্রায় কাবু করেই ফেলেছিল আমাকে। কিন্তু জুজুৎসুর এক প্যাঁচে বাঁ হাতটা যখন মুচড়ে পেছন দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে আটকালাম, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা তখন ওর। কিছুই জিজ্ঞেস করিনি আমি। কিন্তু পুলিসের হাতে তুলে দেব বুঝতে পেরে অনর্গল কথা বলে যেতে শুরু করল সে। ওর কথাগুলো এখনও পরিষ্কার কানে বাজে আমার। আমার পায়ে ধরতেই শুধু বাকি রেখেছিল ও। বলেছিল: 'সত্যি আমি যে ভাল লোক নই, বিদেশী হলেও তা হয়তো তুমি জানো। জীবনে অনেক অপরাধ করেছি আমি, কিন্তু বিশ্বাস করো, লানাথবকে আমি খুন করিনি। তুমি এখানে ঢোকার এক মুহূর্ত আগে বেরিয়ে গেছে খুনী। বিশ্বাস করো, লানাথবের কিডন্যাপারদের খুঁজে বের করার জন্যেই ব্যাঙ্কক থেকে এখানে এসেছি আমি। আমার আঙুলের ফাঁক থেকে বের করে নিয়ে এসেছে ওরা লানাথবকে। ওদেরকে শায়েস্তা করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু যা ঘটে গেল এই মুহূর্তে, সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপাবে পুলিস।'

'তুমি কি বললে?'

'দেখলাম,' বলল রানা। 'দাতাকু ঠক ঠক করে কাঁপছে। বলছিল: আমাকে ছেড়ে দাও, রানা! লানাথবের খুনীর বিচার হবে স্পেশাল ট্রাইবুনালে। খুনটা আমি করিনি, তবু মৃত্যুদণ্ড কেউ রোধ করতে পারবে না আমার। কেননা, খুনীর হাতেও ছিল এই একই পিস্তল। খারটি এইট ক্যালিবারের কোল্ট। লানাথব যে পিস্তলের গুলিতে মারা গেছেন তা আমার পিস্তল থেকে বেরোয়নি। কিন্তু পুলিস প্রমাণ করতে চাইবে এবং করবেও যে বুলেটটা আমার পিস্তল থেকেই বেরিয়েছে। তোমার কাছে জীবন ভিক্ষা চাইছি আমি, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। কথা দিচ্ছি, ভাল মানুষ হয়ে যাব। অনুঢ়া বৈভবকে আমি ভালবাসি, ওকে নিয়ে আমি চলে যাব দেশ ছেড়ে। ভদ্র জীবন যাপন করব, বুদ্ধের নামে শপথ

PROTECTED

SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

করছি।'

চুরুটে আগুন ধরাল রানা। বলল আবার, 'কিন্তু ওকে পুলিসের হাতে তুলে দেয়া ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না, চিত্রা! ভেবে দেখলাম, দাতাকুর কথাগুলো সত্য হলেও হতে পারে, আবার সত্য তো নাও হতে পারে। এসব রহস্যের সমাধান বের করা পুলিসের কাজ, আমার নয়। ঠিক করলাম, দাতাকুর বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে আমি কোন অভিযোগ জানাব না, শুধু যা দেখেছি আর শুনেছি তাই ব্যাখ্যা করে একটা লিখিত জবানবন্দী দেব।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল রানা। চিত্রাও কোন প্রশ্ন করছে না। থার্ডফ্লোরের মিউজিক হল থেকে বাজনার শব্দ ভেসে আসছে।

হঠাৎ আবার শুরু করল রানা। 'দ্বিতীয় বুলেটটা পাওয়া যায়নি কোথাও। যদিও দুটো ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায় লানাথবের শরীরে। সবাসরি একটা হার্টে ঢুকে শোল্ডার ব্লেড ফুটো করে বেরিয়ে যায়। এই বুলেটটা পাওয়া যায়। থার্টি এইট কোল্ট থেকে ছোঁড়া হয়েছে সেটা। দ্বিতীয় বুলেটটা লানাথবের একটা কনুইয়ের ওপরের মাংস ছেঁচে দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু বুলেটটা পাওয়া যায়নি কোথাও। জানালাটা ছিল নিচু, সম্ভবত ওই পথে অথবা দ্বিতীয় দরজা পেরে সেটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু দাতাকুর বক্তব্য ছিল অন্যরকম।'

চুরুটের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল রানার মুখ।

'লানাথবকে কিডন্যাপ করার সঙ্গে জড়িত নয় সে, দাবি করে দাতাকু। তবে, স্বীকার করে, একটা গোপন রাজনৈতিক দল কিডন্যাপের পরিকল্পনা করে, তা সে জানত। সেই দলের এক লোক নাকি তাকে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল, কিন্তু সে-প্রস্তাব সে গ্রহণ করেনি। কিডন্যাপাররা তার বাড়িটা ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতেও সে রাজি হয়নি। চিৎকারটা শুনে তার মনে সন্দেহ জাগে, তাই সে প্যাগোডায় গিয়েছিল। প্যাগোডায় ঢুকে সে লানাথবকে একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখে। কিডন্যাপারদের একজন মাত্র লোক ছিল তার সঙ্গে, সে লানাথবকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল। দাতাকুর ধারণা, লোকটা লানাথবকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করে, মুক্তিপণের টাকাটা একা হজম করার লোভে। দাতাকু প্যাগোডায় ঢুকেই গুলি করে লোকটাকে। বুলেটটা লানাথবের হাতের চামড়ায় দাগ কেটে সোজা বেঁধে লোকটার বাহুতে। সে তখন পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। তার বুলেট ঢোকে গিয়ে লানাথবের বুকে। লানাথবের বুকে গুলি লেগেছে দেখে দাতাকু নার্ভাস হয়ে পড়ে, তাই সে লোকটাকে ধরার কোন চেষ্টাই করতে পারেনি, লাফ দিয়ে খুনী বেরিয়ে যায় দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বাইরের জঙ্গলে। মুহূর্তে কামরার ভেতর আমি ঢুকি।'

'পুলিস তার এসব কথায় নিশ্চয়ই কান দেয়নি?'

'না,' বলল রানা। 'কিডন্যাপার লোকটার পরিচয় দিতে পারেনি দাতাকু।

পুলিস তার বিরুদ্ধে কিডন্যাপ ও মার্ডারের অভিযোগ আনে। কোর্টে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেবার ব্যাপারে আপত্তি ছিল আমার, তাই প্রেফ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জবানবন্দী লিখে পাঠাই আমি। কিন্তু ওর সর্বনাশ ঘটায় আসলে অন্যরা বৈভব। সে তার প্রথম জবানবন্দী প্রত্যাহার করে। কোর্টে দাঁড়িয়ে বলে লানাথব যখন কিডন্যাপড হয় দাতাকু তখন তার সঙ্গে ছিল না। দাতাকুর ভয়ে পুলিসকে সে মিথ্যে কথা বলেছিল।'

'তারপর?'

রানা বলল, 'এরপর ঢাকায় ফিরে আসি আমি। খবরের কাগজে দেখি, যাবজ্জীবন হয়েছে দাতাকুর। মাস ছয়েক পর আবার যখন ব্যাঙ্ককে যাই আমি হোটেলে দু'জন নার্স দেখা করে আমার সঙ্গে। এরা ব্যাঙকক সিটি জেলের হাসপাতালে চাকরি করত। তারা আমাকে একটা চিঠি দেয়, দাতাকুর লেখা। চিঠির লাইনগুলো স্পষ্ট মনে আছে আমার। দাতাকু লিখেছিল—'প্রিয় মাসুদ রানা, যে উপকার তুমি আমার করেছ তার জন্যে আমি আন্তরিক ভাবে তোমার কাছে ঋণী। এই জেলখানা থেকে যদি কোনদিন বেঁচে-বেরুতে পারি, সে ঋণ আমি পরিশোধ করবই, এ ব্যাপারে কোনরকম সন্দেহ কোরো না। ইতি, তোমার পরম বন্ধু থাইপুজম দাতাকু হাইয়াত।'

'নার্স দুজনকে ভুল বুঝিয়েছিল দাতাকু।'

'হ্যাঁ। তারা জানতই না চিঠিটার অন্তর্নিহিত অর্থ কি। সে যাক, এ ঘটনাকে তেমন গুরুত্ব দিইনি আমি। সেবার ব্যাঙ্ককে ছিলাম হপ্তাদুয়েক, আজার ওয়ার্ডের একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। কথায় কথায় সে আমাকে জানায় লানাথবের হত্যাকারী লোকটা গতকাল চোরা গুলি খেয়ে তার কাছে চিকিৎসার জন্যে এসেছে, কিন্তু বাঁচবে না সে। ডাক্তারের কথা হেসে উড়িয়ে দিই আমি। বলি, লানাথবের খুনী যাবজ্জীবন খাটছে সিটি জেলে। আমার কথা শুনে ডাক্তার হাসে। বলে দাতাকুর কথা বলছেন? সে তো নিরপরাধ, থোয়ানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে তাকে।'

রানা থামতেই রুদ্ধশ্বাসে জানতে চায় চিত্রা, 'তারপর?'

'ডাক্তার আমাকে থোয়ানের কাছে নিয়ে যায়। জ্ঞান ফেরেনি তখনও তার। জ্ঞান বুকে চারটে বুলেট খেয়েছিল। নিজের কথা প্রমাণ করার জন্যে ডাক্তার পরপর কয়েকটা ইঞ্জেকশন দিল তাকে। দশ মিনিট পর চোখ মেলল থোয়ান। চমকে উঠল আমাকে দেখে। ডাক্তার কোন কথাই বলেনি। প্রশ্ন যা করার আমিই করলাম। থোয়ান সব স্বীকার করল। বলল: 'আপনাকে আমি দেখেছিলাম পালাবার সময়।'

'স্বীকার করল সে-ই খুন করেছে লানাথবকে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা মৃদু কণ্ঠে। 'এরপর সোজা আমি ব্যাঙ্কক সিটির পুলিস-চীফের সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু তাকে আমি বোঝাতে পারিনি ব্যাপারটা।

PROTECTED

Sumon Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

যোয়ান বেঁচে নেই, সুতরাং দাতাকুর বিচার দ্বিতীয়বার করা না করা সমান, এই ছিল তাঁর যুক্তি। তাছাড়া তাঁর ধারণা, দাতাকুর মত লোকের জেলের বাইরে থাকা উচিত নয়, নির্দিষ্ট একটা অপরাধ করে থাকুক বা না থাকুক। বিবেকের দংশনে ছটফট করতে থাকি আমি, সরকারী অফিসে পাগলের মত ছুটোছুটি করি বাকি ক'টা দিন। দাতাকু নিরপরাধ, জেল খাটছে সে আমার ভুলে, কোনমতে এটা মেনে নিতে পারছিলাম না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেনেই নিতে হয় আমাকে ব্যাপারটা। নতুন করে, শুধু দাতাকুকে জেল থেকে বের করার জন্যে কেসটাকে জ্যান্ত করতে চাইল না কেউ। অগত্যা ভাঙা মন নিয়ে ঢাকায় ফিরে যাই আমি।'

'জেল ভেঙে পালায় কবে জানতে না?'

'গত অক্টোবরে খবরটা বেরিয়েছিল পত্রিকায়। কয়েকজন প্রিজনার ব্যাঙ্কক সিটি জেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। গোটা একটা ব্লক ধ্বংস হয়ে যায়। একজন ওয়ার্ডার এবং একজন প্রিজনার পুড়ে মারা যায় সেই আগুনে। পালিয়ে যায় পাঁচজন। খবরটা পড়ে আমি আমার বন্ধুকে টেলিগ্রাম করে ঘটনাটা চেক করতে অনুরোধ করি। তিনবার চেক করে সে ব্যাপারটা। [illegible] হয়ে আমাকে টেলিগ্রাম করে জানায়, দাতাকু হাইয়াত পুড়ে মারা গেছে। জেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও একটা বিবৃতি ছাপা হয় কাগজে, সেটাও আমার চোখে পড়ে। নিহতদের তালিকার শীর্ষে ছিল দাতাকুর নাম।'

মাথা নিচু করে কি যেন ভাবল রানা। খানিক পর বলল, 'খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। লোকটার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী, নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না, জানতাম। ও বেঁচে আছে দেখে আমার খুশি হওয়ারই কথা। কিন্তু বুঝতেই পারছ খুশি হওয়ার কিছু নেই। দাতাকু সম্পর্কে যতটুকু জানি, ঋণ শোধ করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছুই করবে সে। কিন্তু আমি কি করব, চিত্রা? এই লোকটার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করা যায়?'

তিন

পালাচ্ছে রানা।

গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিয়ে বলল রুবেন, 'জোরে গাড়ি চালালে খুব রাগ করত জুলিয়া। ও যা পছন্দ করত না তা আমার করা উচিত নয়, কি বলেন, মি. রানা?'

রুবেনের সব কথার প্রথম এবং শেষ কথা জুলিয়া। সান যোয়ান পোর্টে ঢুকছে গাড়ি। রুবেনের প্রতিটি কথার উত্তরে হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছে রানা, মাথায়

অন্য চিন্তা। থাইপুজম দাতাকু হাইয়াত, থাইপুজম দাতাকু হাইয়াত—গাড়ির ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো যেন একই নাম আওড়াচ্ছে। ঠিক করেছে রানা, দাতাকুর কাছ থেকে সরে যাবে ও, দূরে থাকার চেষ্টা করবে। তাছাড়া করার আছেই বা কি? নিজেকে প্রশ্ন করেছে সে। দাতাকুর সঙ্গে বোঝাপড়া করবে? কি বোঝাপড়া আছে করার? তাতে লাভই বা কি? তাছাড়া, কে জানে এমনও তো হতে পারে যে দাতাকুর সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যাওয়াটা একটা স্রেফ দুর্ঘটনা বৈ আর কিছু নয়। তাছাড়া জেল ভাঙা লঙটার্ম প্রিজনার, ধরা পড়ার ভয় নিশ্চয়ই আছে। ব্যাঙ্কক সিটি জেলে বাইশ জন লোক মারা গেছে। আগুন ধরাবার দোষটা তার ঘাড়েই চাপবে। এ কথা দাতাকু জানে। পিছু নিয়েছে, এমন নাও হতে পারে।

সকাল আটটায় হোটেল ম্যাডারিন ত্যাগ করেছে ওরা। চিত্রা সব রকম সাহায্য করেছে রানাকে। হোটেলের বিল মেটাবার দায়িত্বটা নিজেই নিয়েছে সে। এলিভেটর থেকে নেমে বাইরে এসে রানা রুবেনকে দেখেছে স্টার্ট দেয়া গাড়ির ড্রাইভিং সীটে ওর অপেক্ষায় বসে আছে। লাউঞ্জে ছিল না দাতাকু। হোটেলের বাইরেও তাকে দেখা যায়নি।

একা হলে কথা ছিল, ভাবছে রানা। কিন্তু রেবেকার সাথে জীবনটাকে এক সুতোয় গেঁথে নিয়েছে ও, এখন আর কোন ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। দাতাকুর সঙ্গে যদি শত্রুতা থাকত, আলাদা কথা ছিল। এমন এক খুনী সে, যার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না ও। তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়াই কি শ্রেয় নয়?

ফেরীতে চড়েও বেচারা রুবেন নিজের স্ত্রীর কথা তুলে বকবক করেই চলেছে। বিরক্ত লাগছে, থামানো দরকার লোকটাকে। রানা প্রশ্ন করল, 'ক'দিন হলো উঠেছেন ম্যাডারিনে, মি. রুবেন?'

'সাতদিন।'

'দাতাকু নামে কোন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আপনার? দিন তিনেক হলো সে-ও উঠেছে ম্যাডারিনে।'

'দাতাকু? না। এই প্রথম শুনলাম নামটা। জানেন জুলিয়ার এক কাজিনের নাম ছিল পোক—বিদঘুটে নাম, তাই না?'

'হ্যাঁ, যে লোকটার কথা বলছি, সে হয়তো অন্য নামে উঠেছে ম্যাডারিনে। লোকটা সিঙ্গাপুরিয়ান, থাইল্যান্ডেই বেশির ভাগ সময় থাকে।'

'ওহহো! আপনি ভুরুহীন, হাত পোড়া লোকটার কথা বলছেন? মি. রানা, আপনি শুনলে বিশ্বাসই করবেন না লোকটা কি খায়! রাম, আর তার সাথে ম্যারাসকিনো।'

'কথাবার্তা হয়েছে আপনার সঙ্গে ওর?'

'দু'একটা। কথা বলতে পারে এক্ষনো বোধ…

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

জন্মালে খুশি হত, কথা বলতে গিয়ে অন্তত তাই মনে হয়েছে আমার। একটা কথা পাঁচ সাতবার জিজ্ঞেস করলে একবার হুঁ করে।'

'পুয়ের্টোরিকোয় কেন এসেছে সে সম্পর্কে কিছু বলেছে নাকি?'

'শুধু এই প্রশ্নটারই উত্তর দিয়েছে সে ঠোঁট নেড়ে,' রুবেন বলল। 'পুরানো একটা ঋণ শোধ করতে এসেছে—হ্যাঁ, তাই তো বলল।'

চড়ু চুড়ু পূর্বের দিকে মুখ ওদের। বালুকাবেলার ওপর দু'জোড়া পায়ের দাগ রেখে ক্যারিবিয়ানের স্রোতের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে যাচ্ছে রানা ও রুবেন। দিগন্তরেখার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সূর্য, চোখ তুলে দেখতে পেল রানা। যতক্ষণ না ডুবল চোখ ফেরাতে পারল না ও।

সৈকত ছেড়ে ঘাসবনে ঢুকল ওরা। কাশবন আর নলখাগড়ার পাশ ঘেঁষে বালিয়াড়ি টপকে আরও ওপর দিকে উঠে যাওয়ার সময় ওদের সঙ্গে দেখা হলো ছেলেমেয়ে দুটির। ষোলো বছরের কালো রাখাল ছেলে, সাথে তার পনেরো বছরের কিশোরী বোন। নাম সেগেল ও জুসি।

ক্যাডিজ আর রোটা, সাগরের দু'দিকে দুটো বাতিঘর, কিন্তু বালিয়াড়ির নিচে থেকে ওগুলোর আলো দেখার কোন উপায় নেই। পাহাড়ের ওপর চড়ল ওরা, পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল রাখাল বালক। দ্বীপটার নাম নীল নক্ষত্র, ব্লু স্টার। একটিমাত্র পরিবার বসবাস করে, নিলামে বিজয়ী মালিকপক্ষ চাইলে পরিবারটিকে স্থানান্তর করার সব দায়িত্ব নেবে মার্কিন সরকার। জুসি আর সেগেলের বাবা-মা হরিণের ছাল ছাড়াচ্ছিল, ওদের দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। মিনিট পনেরো পর বিদায় চাইল রানা। বলল, যদি ও কিনতে পারে দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যেতে হবে না ওদের।

চারজনের পরিবারটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বিদায় দিল।

এঁকেবেঁকে নেমে গেছে ঢালু পথটা। ঘাসবনে ঢুকল ওরা। দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু জুসির কচি গলার মিষ্টি গান ভেসে আসছে ওপর থেকে। ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে শব্দটা।

রানাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে রুবেন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চারদিকে মুগ্ধ চোখে দেখছে। চাঁদ ওঠেনি, কিন্তু বাতিঘরের আলোয় স্বপ্নের মত লাগছে পরিবেশটা। রুবেনের পাশে চলে এল রানা। 'জুলিয়ার কি যে ভাল লাগত এই দ্বীপ! জুলিয়া।'

এবং জুলিয়ার নাম মুখে নিয়েই ঢলে পড়ল রুবেন। গুলির আওয়াজটা কোনদিক থেকে এল, টেরই পেল না রানা। একটা হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রুবেনের, কাত হয়ে পড়ে গেল সে।

পরপর দু'বার জ্বলে উঠল ক্যাডিজ বাতিঘরের আলো। আলোকিত হয়ে উঠল

রানার মুখের বাঁ দিকটা। ঝপ করে বসে পড়ল ও ঘাসবনের ভিতর, সেই সঙ্গে ডান দিক থেকে জ্বলে উঠল একবার রোটা বাতিঘরের আলোটা। রুমাল দিয়ে রুবেনের মুখ থেকে বালি ঝাড়ল রানা। অভয় দিয়ে কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে অতিকষ্টে দমন করল। মুহূর্তের জন্যে রুবেনের চোখ দুটো সজীব, বেপরোয়া হয়ে উঠল। কথা বলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে, শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল একবার, তারপর আরেকবার। মৃদু শব্দে বাতাস বেরিয়ে এল দাঁতের ফাঁক দিয়ে। পরমুহূর্তে নিস্তেজ হয়ে গেল লোকটা।

ঘাড় গুঁজে ঘাসবনের ভিতর বসে রইল রানা পাঁচ মিনিট। রুবেনের হাতঘড়ি টিক টিক টিক টিক করছে। রানার আঙুল বেয়ে হাতে, হাত থেকে কনুই পেরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে কয়েকটা পিঁপড়ে। ভীষণ নিঃসঙ্গ বোধ করছে সে।

জুসির গান এখন আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। বাতাসে দুলছে ঘাসবন। কতটা দূরে রয়েছে দাতাকু, জানার কোন উপায় নেই। ঘাসবনের বাইরে থেকে গুলি করেছে বলে মনে হলো রানার। ঘাসবনে যদি এখন সে ঢুকেও থাকে, বোঝার কোন উপায় নেই। গুলি করেই কি সে ছুটে পালিয়েছে? নাকি জানে, ভুল লোককে খুন করেছে সে?

ওয়ালথারটা সঙ্গে নেই ভাবতেই শির শির করে উঠল গা। মাথা তুলল রানা একটু একটু করে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে, ছুটে আসবে বুলেট। হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় ব্যর্থ হয়েছে দাতাকু, দ্বিতীয়বার আরও কাছ থেকে গুলি করবে সে, আলোয় টার্গেট দেখে নিয়ে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে দাতাকু, রানা নিরস্ত্র।

নড়েচড়ে আরও একটু তুলল রানা মাথাটা। সাগরে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালছে আর নেভাচ্ছে বাতিঘর দুটো। সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। কিছুই ঘটল না।

এক পা পিছিয়ে নিচের দিকে তাকাল রানা। 'দুঃখিত, রুবেন,' মৃদু কণ্ঠে বলল, 'বিদায়!'

ঘাসবন থেকে বেরিয়ে পেছন দিকে নিজের অজান্তেই একবার তাকাল রানা। সাদা হ্যাটটা শুধু দেখা গেল, তাও মুহূর্তের জন্যে। চোখের ভুল? বুকটা কেঁপে উঠল একবার। ঝাড়া তিন মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ও। ঘাস দুলছে। আলোর বন্যায় চারদিক উজ্জ্বল। সাদা হ্যাট পরা মাথাটা ঘাসের ওপর জাগল না আর। চোখের ভুল?

ভাবতে ভাবতে ধীর পায়ে সৈকতে ফিরে এল রানা। স্পীডবোটে চড়েও দ্বীপটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না ও। হ্যাটটা ভুল দেখেনি, না, ভুল হয়নি তার।

দ্বীপটা যখন অনেক দূরে হঠাৎ অপর দিক থেকে সাগরে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটা বিন্দু। বাক্সভাবে ব্যাগ থেকে নাইট বিনকিউলারটা বের করল রানা।

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ক্যাডিজের আলোয় আর কিছু চেনা গেল না, ছোট স্পীডবোটটার ওপর সাদা হ্যাটটা ছাড়া।

সেন্ট জন দ্বীপে ফিরল রানা সাড়ে সাতটায়। খবর নিয়ে জানল, ফেরী নেই আজ রাতে। জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে একটা টেলিগ্রাম করল ও। চিয়াকে জানাল, নিলামে অংশ গ্রহণ করবে না সে। আগামীকাল সন্ধ্যেই ফিরছে।

ট্যুরিস্টদের অসম্ভব ভিড় সেন্ট জনে। হোটেল ওকউডের লাউঞ্জে সাদাকালো চামড়ার মেলা বসেছে যেন। এলিভেটর থেকে নেমে সোজা নিজের স্যুইটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ইন্টারকমের সুইচ অন করে রুম সার্ভিসকে জানিয়ে দিল, সাড়ে নটার সময় যেন ডিনার পৌঁছে দিয়ে যায়। সঙ্গে দু'বোতল রাম, ত্রিনিদাদ স্পেশাল। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, জুতো না খুলেই।

গুলির শব্দটা কানে বাজছে আবার। শব্দটা হওয়ার পরও দু'সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ছিল ও, ইচ্ছা করলেই দ্বিতীয়বার গুলি করতে পারত দাতাকু। করেনি। সে রুবেনকে ভুল করেছে রানা বলে? না, তা সম্ভব নয়। রুবেন মেদবহুল, রানার দ্বিগুণ চওড়া, ভুল হতে পারে না। তাহলে?

অপ্রীতিকর চিন্তাটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে সারাক্ষণ। ভুলটা দাতাকু ইচ্ছা করেই করেনি তো?

চুরুট ধরাল রানা। সিলিঙের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। যতই চিন্তা করছে, ততই যেন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে দাতাকুর উদ্দেশ্য: ভুল করেনি সে। রুবেনকেই গুলি করেছিল, রুবেনকেই খুন করতে চেয়েছিল, তাই-ই করেছে। না, ভুল হয়নি তার।

কিন্তু কেন?

রুবেনের সঙ্গে কোনরকম শত্রুতা? মাত্র মৌখিক পরিচয় ছিল, শত্রুতার প্রশ্ন ওঠে না। না, শত্রুতা নয়। তাহলে?

দাতাকু পিস্তল তাক করেছিল রুবেনের দিকে, কিন্তু অ্যাকশনটা রানার উদ্দেশ্যে পরিচালিত। রুবেনকে খুন করে রানাকে জানিয়ে দেয়া, কত সহজে তোমার প্রাণ কেড়ে নিতে পারি আমি, দেখো। সেই সঙ্গে প্রতিশোধ গ্রহণের সূচনা। সমস্যা আর বিপদে ফেলে দিয়ে মজা পেতে চায় দাতাকু। ইচ্ছাটা তার পুরোমাত্রায় সফল হতে যাচ্ছে। রুবেন খুন হওয়ায় রানা এখন ফেরারী হিসেবে চিহ্নিত হবে। লাশটা পাওয়া গেলেই ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের পুলিস ফোর্স খুঁজতে শুরু করবে রানাকে।

নিজেই পুলিস স্টেশনে গিয়ে সব কথা বলবে নাকি? সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা বাতিল করে দিল রানা। সত্য কথাটা বিশ্বাস করানো ফ্যাসাদ হয়ে দাঁড়াবে, তাকে হয়তো জেলে আটকে রাখবে রহস্যটা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত। অথবা,

শেষ পর্যন্ত ওকেই অভিযুক্ত করে কেস্ দাঁড় করাবে পুলিস। দাতাকুকে পাওয়া না গেলে ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে ওর।

রাত যখন দুটো, পায়চারি করছে চিন্তামগ্ন রানা। ছত্রিশ ঘণ্টাও পেরোয়নি, সামনে ছিল মধুর ভবিষ্যৎ, রেবেকাকে নিয়ে সুখের স্বপ্ন। তাসের ঘরের মত ধসে পড়ছে সেই ভবিষ্যৎ, সেই সুখস্বপ্ন। এখন তা যেন এক চোরাবালি, সামনের দিকে তাকিয়ে সে ধু ধু শূন্যতাই দেখতে পাচ্ছে রানা।

চার

পরদিন সকাল।

বেড-টি এর কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা। দুটো বালিশের ওপর মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে আছে ও। পরনে কিছু নেই, শুধু সাদা একটা চাদর পা থেকে নাভি পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল ও।

বেলা দুটোর আগে কোন ফেরী নেই। মনটা একটু দমে গেল রানার। রিস্টওয়াচ দেখল, মাত্র আটটা বাজে। তার মানে আরও ছয় ঘণ্টা থাকতে হবে ওকে সেন্ট জনে।

ছয় ঘণ্টা! ছয় ঘণ্টায় অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে।

আধ ঘণ্টা পর শাওয়ার সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। কোমরে বাটিকপ্রিন্ট ছাপা তোয়ালে। ওয়ারড্রোব থেকে বের করল স্যুটটা। তার পর স্যুটের সাথে রঙ মিলিয়ে র‍্যাক থেকে তুলে নিল খয়েরী রঙের হ্যাট। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় বাঁধল লাল টাই।

ট্রাউজার্সের পকেটে ঢোকাবার আগে ওয়ালথারটা একবার চেক করে নিল রানা। ব্রেকফাস্ট নিচের রেস্তোরাঁতেই করার ইচ্ছা। দাতাকুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, এরকম একটা বিশ্বাসই এখন টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে নিচে।

রেস্তোরাঁয় বেশ ভিড়। ঢুকেই রানার মনে হলো তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখের দৃষ্টি ওকে বিদ্ধ করছে। চোখ বুলিয়ে দ্রুত একবার দেখে নিল চারদিকটা। কোথাও নেই দাতাকু। অন্তত তাকে দেখতে পাচ্ছে না ও। কিন্তু অস্বস্তিটা তাতে দূর হলো না।

ওয়েটার এক কোণে একটা টেবিলের ব্যবস্থা করল ওর জন্যে।

আধঘণ্টা পর ফাঁকা হয়ে গেল রেস্তোরাঁ। বিল মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল রানাও। রাস্তায় বেরুনো দরকার, ভাবছে ও। দেখা যাক, কিছু ঘটে কিনা।

হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল রানা। ট্যাক্সি ড্রাইভারদের হাঁকডাক অগ্রাহ্য করে ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। সুপার

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

গেটের কাছে কয়েকটা দোকান। একটা টোব্যাকো শপে ঢুকে চুরুটের কটা বাক্স কিনল। চোখের দৃষ্টি দোকানের আয়নায়, রাস্তাটা দেখে নিচ্ছে রানা।

সুপার মার্কেটে ঢুকে আরও কিছু কেনাকাটা করল। বেশির ভাগই অ্যান্টিকস, রেবেকার জন্যে।

কড়া রোদে হেঁটে ফিরে এল হোটেলে। বুঝতে পারল বোকামি হয়ে যাচ্ছে, তবু দাতাকুকে অনুসরণ করতে না দেখে একরকম স্বস্তিই অনুভব করল।

আজ সেড্টায় চলে যাবে, রিসেপশনিস্টকে জানাল ও। গ্রিল মিটিয়ে দিয়ে এলিভেটরে চড়ল। চারতলায় পৌঁছে দেখল করিডর ফাঁকা। দরজার সামনে দাঁড়াল। চাবি বের করল পকেট থেকে। আনমনে শিস দিতে শুরু করল। ঠিক করে ফেলেছে, আজই কিংস্টনের উদ্দেশে জাহাজ ধরবে সে পুয়ের্টোরিকো থেকে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা। ক্ষীণ একটা নীলচে ধোঁয়ার রেখা সিলিঙের দিকে উঠে যাচ্ছে দেখে থমকে দাঁড়াল ও। লেদার দিয়ে মোড়া প্রকাণ্ড চেয়ারটার সঙ্গে খাপে খাপে মিলে গেছে দাতাকুর শরীরটা। বসে আছে দরজার দিকে পিছন ফিরে, স্থির। চেয়ারের হাতলের ওপর বাঁ হাতটা পড়ে আছে। পোড়ার শুকনো দাগে ভর্তি হাতটা, তারই মধ্যেই অনামিকায় জ্বলজ্বল করছে মুক্তো বসানো একটা আঙটি।

রানার পায়ের শব্দে ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল দাতাকু। রানাকে দেখে মাথাটা একটু নাড়ল। ভুরুহীন হলুদ একটা মুখ, দাঁত দিয়ে কামড়ে আছে টোব্যাকো পাইপটা। একদিকের ঠোঁট বিস্তার করে একটু হাসল সে। 'গুড মর্নিং, মাইফ্রেন্ড! দাঁড়িয়ে আছ কেন, এগিয়ে এসে বসো!'

দু'সেকেন্ড নড়ল না রানা। তারপর দৃঢ় ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল ও। তালায় চাবি ঢোকাল। চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করল তালাটা। পকেটে চাবিটা ভরে ঘুরে দাঁড়াল আবার। দাতাকুর দিকে তাকাল না। দৃঢ় পায়ে তার পাশ ঘেঁষে হেঁটে গেল ও। দাঁড়াল ওয়াল ক্যাবিনেটের সামনে।

নির্ভেজাল হুইস্কি ভর্তি একটা গ্লাস হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে এসে বসল দাতাকুর সামনের সোফাটায়। কঠিন শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'ইউ বাস্টার্ড, কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারার! কি চাও তুমি আমার কাছে?'

'ধীরে বন্ধু, ধীরে!' পাইপটা মুখ থেকে নামাল দাতাকু। হেসে উঠতে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার। 'আমি কি চাই তা তুমি জানো। আসলে, রানা, তুমি কি চাও সেটাই আমি জানতে এসেছি।'

'আমি কি চাই?'

'হ্যাঁ,' বলল দাতাকু। 'তোমাকে খুঁজে পেয়েছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য, রানা। তুমি জানো, তোমার ঋণ শোধ করতে এসেছি আমি।' ক্রূর হাসি ফুটল

দাতাকুর ঠোঁটে, 'ঋণটা কিভাবে শোধ করব তা জানার জন্যে কৌতূহলে মরে যাচ্ছ তুমি, তাই না? তাহলে শোনো, তোমাকে আমি খোঁচাতে চাই, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে চাই!'

রানা চুমুক দিল গ্লাসে।

'তবে সেসব অনেক পরের কথা,' দাতাকু বলল, 'তাড়াতাড়ি মরেও শান্তি পেতে দেব না আমি তোমাকে, রানা। খোঁচা দেব জায়গা মত, যেখানে তোমার লাগবে।'

'কি ভেবেছ তুমি আমাকে, কাপুরুষ?' মৃদু হাসির সঙ্গে বলল রানা। 'জানো, এখনই মেরে তোমার হাড়গোড় সব গুঁড়ো করে দিতে পারি?' হাসিটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল রানার মুখ থেকে, বদলে গেল কণ্ঠস্বর। শান্তভাবে বলল ও, 'দাতাকু, একটা ভুল আমি করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলের জন্যে আমি অনুতাপে মরে যাচ্ছি, বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি, তা যদি ভেবে থাকো, মারাত্মক ভুল করবে তুমি। ভুলটা হয়ে গিয়েছিল, জেনেশুনে আমি করিনি। সেই পরিস্থিতিতে তোমাকে পুলিসের হাতে তুলে দেয়া ছাড়া আমার আর করার কিছু ছিল না। তুমি হয়তো জানো না, ভুলটা যখন ধরা পড়ে তখন তা শোধরাবার কোন চেষ্টাই আমি বাদ রাখিনি।'

'তাই নাকি?' দাতাকু বলল।

'কিন্তু চেষ্টা করলে হবে কি, তোমার সম্পর্কে পুলিসের ধারণা এতই খারাপ যে তারা তোমার প্রতি সুবিচার করার কথা ভাবতে পর্যন্ত রাজি হয়নি। আমি চাইলেও তোমাকে তাই জেল থেকে বের করতে পারিনি।'

'কিন্তু এসব কথা শুনে আমার লাভ?'

'ভুল হয়েছিল, সেজন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করতে পারি,' বলল রানা, 'তার বেশি কিছু নয়। তুমি যদি ভেবে থাকো আমাকে বিরক্ত করলে আমি চুপচাপ সহ্য করব, আর ভয়ে কুঁকড়ে থাকব, তাহলে খুবই ভুল করবে।' একটু থেমে কঠিন গলায় বলল ও, 'রুবেনকে খুন করার শাস্তি তোমাকে পেতে হবে, দাতাকু।'

'রুবেনকে খুন আমি করিনি, রানা,' হাসতে হাসতে বলল দাতাকু, 'তুমি ওকে সঙ্গে নিয়েছ, দেখেই বুদ্ধিটা আসে মাথায়। বুঝতেই পারছ তুমি ওকে সঙ্গে না নিলে ও খুন হত না। এর জন্যে তুমি ছাড়া কে দায়ী, বলো?'

গম্ভীর শোনাল রানার কণ্ঠস্বর। 'আমার যা বলার তা আমি বলেছি তোমাকে, দাতাকু। এবার তুমি যেতে পারো।'

ডান পা'টা বাড়িয়ে পকেটে হাত ভরল দাতাকু। রানার চোখে চোখ। পকেট থেকে চেস্টারফিল্ডের প্যাকেট আর গ্যাস লাইটার বের করল। নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। লাইটারটা জ্বলছে।

দাতাকুর চোখে চোখ রেখে চুরুটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সামনে ঝুঁকল

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

রানা। আগুন ধরাল চুরুটে।

লাইটার বন্ধ করে হাতটা ফিরিয়ে নিল দাতাকু।

'পুয়োর্টোরিকো হয়ে কিংস্টনে ফিরছ, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'ঘর-সংসার পাতবে?'

উত্তর না দিয়ে পাশের নিচু তেপয় থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে তাতে চুমুক দিল রানা।

'কি জানো, আমার প্রেম ভালবাসা সব ব্যর্থ করে দিয়েছ তুমি। অনুরা হয়তো আমাকে ভালবাসত না কিন্তু ওকে আমি ভালবাসতাম। কি রকম ভালবাসতাম, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। বিয়ে হলে নিশ্চয়ই ও আমার সেই ভালবাসা বুঝতে পারত। আমরা সুখী হতাম, রানা। কিন্তু সেই সুখে আগুন জ্বেলে দিয়ে আমার জীবনটাকেই তুমি বরবাদ করে দিয়েছ। অনুরার ভালবাসা না পেলে আমার এ জীবনের কানাকড়িও দাম নেই, রানা। এ সবকিছুর জন্যে তুমি, একমাত্র তুমিই দায়ী। তোমাকে সুখী হতে দেয়ার কথা আমি তাই ভাবতেও পারি না।'

চেয়ে রইল রানা। 'আর কিছু বলার আছে তোমার?'

'আছে,' বলল দাতাকু, 'তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।'

মৃদু টান দিল রানা চুরুটে। ভাবলেশহীন মুখ। কিছুই বলার নেই যেন ওর।

'কি জানো, একা বেঁচে থাকা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়,' বলল দাতাকু, 'স্ত্রী অথবা বাপ-মা, অথবা ছেলে মেয়ে, অথবা বন্ধুবান্ধব—কিছু একটা অবলম্বন দরকার। এমন কি জেলখানাতেও তার একজন থাকা দরকার, যাকে সে হয় ভালবাসবে নয়, ঘৃণা করবে। সেই রকম একজন তুমি ছাড়া আর কেউ ছিল না আমার। মা আমার বেঁচে নেই এবং কে আমার বাবা তা আমি জানি না। বন্ধু? তেমন বন্ধু কোনকালেই জোটাতে পারিনি। জেলে থাকতে অনুরাকে ভালবাসার খুব চেষ্টা করেছি, রানা। কিন্তু নিরর্থক কাউকে তো ভালবাসা যায় না, তাই না? তোমার দোষে যাবজ্জীবন হয় আমার। জেল খাটা শেষ করে বেরোতে বুড়ো হয়ে যাবার কথা। তা জানার পর কেউ কি তার প্রেমিকাকে ভালবাসতে পারে? কি লাভ! রানা, সেলের ভেতর বসে পাঁচটা বছর ধরে কিছুই করার ছিল না আমার, শুধু তোমাকে ঘৃণা করা ছাড়া।'

'কিংস্টনে কোনদিন যাইনি,' রানার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে আবার বলল দাতাকু, 'যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ, সেই মেয়েটিকেও দেখার শখ রয়েছে আমার। সিঙ্গাপুর থেকে ফিরবে কবে?'

ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল রানা।

'চলে যাচ্ছি,' উঠে দাঁড়াল দাতাকুও। এক পা এগিয়ে রানার মুখোমুখি হলো সে। 'রানা, তোমার জায়গায় আমি হলে কি করতাম জানো?'

কথা বলল না রানা।

'নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতাম,' বলল দাতাকু।

নড়ল না রানা। নিজের অজান্তেই হাত দুটো মুঠো হয়ে গেল ওর।

'নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতাম,' চোখের ওপরের রোমহীন মাংস নেড়ে একই কথা দুবার বলল দাতাকু। 'বুঝতে পারছ অর্থটা? নিজের হাতেই শেষ করতাম কাজটা। আরও পরিষ্কার করে বলব? তোমার জায়গায় আমি হলে, আত্মহত্যা করতাম।'

প্রচণ্ড ঘুসিটা মুখের দিকে ছুটে আসছে দেখেও করার কিছুই ছিল না দাতাকুর। মাথাটা সরিয়ে নেয়ার মত সময়ও পেল না সে, শরীরের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল শুধু। ঘুসিটা খেয়ে কেঁপে গেল লম্বা দেহটা। চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে। লাল ডাঁটার মত চোখ দুটো খোলা রইল, এক সেকেন্ড পর গল গল করে রক্তের দুটো স্রোত নেমে এল নাকের গর্ত দুটোর ভিতর থেকে।

আঙুলের গাঁটগুলো ব্যথা করছে রানার। রিস্টওয়াচ দেখে শ্রাগ করল ও, দেড়টা বাজতে এখনও অনেক বাকি। ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে সুটকেসটা তুলে নিল ও, দাতাকুর দিকে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে পড়ল দরজা খুলে করিডরে।

পোর্টে পৌঁছে একটা রেস্তোরাঁয় বসল রানা। ওয়েটারকে খাবারের অর্ডার দিয়ে ফোন বুথে গিয়ে ঢুকল। ডায়াল করল থানা হেডকোয়ার্টারে। একজন কেরানী জানতে চাইল, কে ফোন করছেন? রানা একজন অফিসারকে ডেকে দিতে বলল। মিনিট দেড়েক পর একজন ইন্সপেক্টর এল অপর প্রান্তে। দাতাকুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানিয়ে রানা বলল, 'লোকটাকে গুডউড হোটেলের চারতলায়, ছাব্বিশ নম্বর রূমে পাবেন। এখুনি লোক পাঠালে—'

'আপনি কে বলছেন, মিস্টার?'

'আমার পরিচয়টা আমি গোপন রাখতে চাই—'

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বিহ্বল হয়ে পড়ল রুবেনের মৃত্যু সংবাদে।

রায়ান অত্যন্ত বাস্তববাদী ও বুদ্ধিমান, রানার সমস্যাটা দ্রুত অনুধাবন করে নিল সে। বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শুনেই কিভাবে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা যায় ভেবে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু যখন সে জানল যে দাতাকুকে পুলিসের হাতে রুবেনের খুনী হিসেবে তুলে দিতে চেষ্টা করলে রানা নিজেই বিপদে জড়িয়ে পড়বে, রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে তখন উদ্বেগ প্রকাশ করল সে।

চিত্রার পরামর্শ একটাই: পথ থেকে সরাও দাতাকুকে। কোন সন্দেহ নেই, তোমার জীবনে ও একটা অভিশাপ। তুমি যদি বাঁচতে চাও, রানা, সমাধান ওই একটাই—

কিংস্টনে দিন পনেরোর মধ্যে যাবে ওরা, নি[illegible]

Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

অগ্রিম আমন্ত্রণ। হোটেল প্রিমিয়ারে ডিনারের লোভও দেখাল চিত্রা।

বিদায় নেয়ার সময় রানা শুধু বলল, 'দাতাকুর ওপর হাত তুলতে বাধছে, চিত্রা। অস্বীকার করে লাভ নেই, ওর জীবনটা সম্ভবত আমার জন্যেই নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কিন্তু সমাধান কি তাহলে?'

সমাধান কি?

গত পনেরো দিন এই প্রশ্নটা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে রানা। চিত্রার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি ও। মামার বাড়িতে পনেরো দিন কাটিয়ে আজ আবার কিংস্টনে যাচ্ছে, চিত্রাদের বাড়িতে। মনে পড়ে গেলেই প্রশ্নটা উঁকিঝুঁকি মারছে মনে, সমাধান কি? দাতাকুকে বুঝিয়ে ফল হবে না, ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না···

চিত্রা ও রায়ান জানিয়েছে, কয়েক হাজার মাইল দূরের ব্যাঙ্কক সিটি জেলখানায় কবে কি ঘটেছে না ঘটেছে তা নিয়ে স্থানীয় পুলিশ মাথা ঘামাবে বলে তারা মনে করে না।

সেন্ট জনের পুলিস ইন্সপেক্টর দাতাকুকে গ্রেফতার করার জন্যে পুলিস পাঠিয়েছিল কিনা, পাঠিয়ে থাকলেও তারা দাতাকুকে গ্রেফতার করতে পেরেছে কিনা জানার সুযোগ হয়নি রানার। সম্ভবত পালিয়েছে দাতাকু। গ্রেফতার হলে পুয়ের্টোরিকোয় খবর পৌঁছুত। খবর পাওয়া মাত্র ফোন করার কথা ছিল চিত্রার। করেনি।

বাড়িটা ছোট্ট। চারদিকে ফুলের বাগান। চিত্রা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল সব।

সন্ধ্যার পর বেরুল ওরা।

হোটেল প্রিমিয়ারের সামনে থামল গাড়ি। নামছে তখন চিত্রা, একটা হাত ধরাতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।

মুচকি হাসল চিত্রা। কৌতুক ঝিলিক মারছে দু'চোখে। বলল, 'হোটেলে তোমার জন্যে একটা চমক আছে। জানতে চেয়ো না, নিজেই দেখতে পাবে।'

'নারী রহস্যময়ী!' মন্তব্যটা রায়ানের।

স্টেজটা রেস্তোরাঁরই এক প্রান্তে। রিজার্ভ করা টেবিলে বসে চিত্রা নিজের জন্যে শ্যাম্পেন, রানা আর রায়ানের জন্যে দিল হুইস্কির অর্ডার।

বোঝা গেল, প্রিমিয়ারে প্রায়ই ডিনার খায় ওরা। অন্যান্য টেবিলের প্রায় সবাইকে চেনে।

পেছনের টেবিলে প্রাক্তন ভারতীয় মহারাজা, আর পাশের মেয়েটি তার ছোট বউ। মেয়েটি আইরিশ। বড় বউটি জাপানী, মাসের শেষের দিকে তাকে নিয়ে আসে সাথে করে। বাঁ দিকে যে মেয়েটি, প্রায় সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা, আর মাঝে মধ্যে হেসে উঠছে জোরে, হলিউডের একজন উঠতি অভিনেত্রী সে। তার পাশের টেবিলে ওরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী, দু'জনেই পেইন্টার, নৃত্য উপভোগ

করতে এসেছে। ডান দিকের টেবিল তিনটে যথাক্রমে ফ্রেঞ্চ, ক্যানাডিয়ান আর ইটালিয়ান অ্যামব্যাসীর লোকদের দখলে। আর ওই প্রান্তে, খানিক আগে যে লোকটা টেবিলের ওপর পড়ে গিয়ে প্লেট ভাঙল, ও হলো সাউথ আমেরিকার এক মিলিওনিয়ার, ওর সঙ্গের মেয়েটি গত বছর কিংস্টনের টেনিস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল।

ডিনার সার্ভ করে গেল ওয়েটার। ওরা খেতে বসেছে, এমন সময় লাউড স্পীকার গমগম করে উঠল: এখন থেকে একঘণ্টা পর আমাদের আজকের বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। আজকের শিল্পী প্রাচ্যের প্রখ্যাত নর্তকী অনূঢ়া বৈভব!

তুমুল করতালিতে ফেটে পড়ল হলঘর।

অনূঢ়া বৈভব! চিত্রার দিকে তাকাল রানা।

'কি, খুব চমকে গেছ, না?'

চমকটা আনন্দের নয়, চিত্রা। মনে মনে বলল রানা। অনূঢ়া বৈভবের প্রেমে অন্ধ ছিল দাতাকু। দাতাকুকে ও পুলিসের হাতে তুলে না দিলে দাতাকুরই জীবন-সঙ্গিনী হত সে। কাকতালীয় বলতে হবে, নইলে ঠিক এই সময় এখানে কেন অনূঢ়া!

গোটা পরিবেশটা পাল্টে গেছে এক মুহূর্তে। কিছু একটা ঘটবে অনুমান করে সচেতন হয়ে উঠল রানা। হলরুমের চারদিকটা দেখে নিল একবার ও। আছে, এখানেই কোথাও আছে দাতাকু। দেখতে পাচ্ছে না রানা, কিন্তু অনুভব করছে স্পষ্ট।

'কি হলো তোমার, রানা? কিছুই যে খাচ্ছ না?'

খাবারে মন দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। খানিকপর বলল, 'খিদে নেই।'

'বাড়ি ফিরতে চাও?'

'না-না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'অনূঢ়ার নাচ না দেখে ফিরছি না।' ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে চুরুট ধরাল ও। ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে দেখে নিল আশপাশটা ভাল করে। কোথায় দাতাকু?

কাটতেই চায় না ঘণ্টাটা। কিছু করার নেই, তাই রামের বোতলটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল ও সারাক্ষণ।

তারপর দপ্ দপ্ করে নিভে গেল হলঘরের প্রায় সব ক'টা আলো। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল শুধু স্টেজটা। নেপথ্যে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল যন্ত্রসঙ্গীত। সেই সঙ্গে আবার করতালি। কালো পোশাক পরা একজন সঙ্গীকে নিয়ে স্টেজে প্রবেশ করছে অনূঢ়া।

আরও সুন্দরী হয়েছে অনূঢ়া বৈভব। যৌবন তার পরিণত হয়েছে এই ক'বছরে।

লাল সিল্কের ওপর সোনালী ফুল তোলা শাড়ি পরেছে অনূঢ়া, পায়ে পা...

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

হলুদ ব্লাউজ।

অর্কেস্ট্রা থেকে পশ্চিমা সঙ্গীতের উদ্দাম ঝড় উঠেছে। অনূঢ়ার সঙ্গীটি কৃষ্ণ, অভিমান করে দাঁড়িয়ে আছে সে পেছন ফিরে। আর রাধার ভূমিকায় অনূঢ়া, মান ভাঙাবার জন্যে কৃষ্ণকে ঘিরে নাচছে।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়। কৃষ্ণের মন টলল। শুরু হলো রাধা-কৃষ্ণের লীলা নৃত্য—সে এক বন্য লীলা!

সঙ্গীত উদ্দাম হয়ে উঠেছে আরও। একে একে দেহের আবরণ সব খুলে ফেলছে অনূঢ়া। হাত দুটো আড়মোড়া ভাঙার অলস ভঙ্গিতে পেছন দিকে নিয়ে গেল সে। হুক খুলছে বক্ষবাসের।

অনূঢ়ার পরনে এখন শুধু স্বচ্ছ নাইলনের জাল। সঙ্গীতের দ্রুত তালের সাথে তাল রেখে বুক কাঁপাচ্ছে সে, আলোড়ন তুলছে নিতম্বে। কৃষ্ণ তাকে ধরতে চায়, আর থর থর করে যৌবন কাঁপতে থাকে অনূঢ়ার।

পরমুহূর্তে কৃষ্ণের লোলুপতার শিকার হয়ে পড়ে রাধা। অনূঢ়ার স্বচ্ছ পাজামাস খুলে আসে কৃষ্ণরূপী সহশিল্পীর হাতের মুঠোয়।

উর্ধাঙ্গে এখন আর কিছু নেই অনূঢ়ার। কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়ে স্টেজ ছেড়ে নেমে পড়ে সে, লুকোচুরি খেলছে সে এখন কৃষ্ণের সাথে। দর্শকদের ভিতর লুকোবার জায়গা খুঁজছে।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে অনূঢ়া চিত্রাদের টেবিলের দিকে। স্টেজে আলো নেই, একটা উজ্জ্বল স্পট লাইট শুধু অনুসরণ করছে নৃত্যপরা নগ্নিকার গতিকে।

রুদ্ধশ্বাসে নাচ দেখছে সবাই, কোন দিকে খেয়াল নেই কারও, কিন্তু একটা দরজা খোলার শব্দ ঢুকল রানার কানে। অস্পষ্ট আলোয় ও দেখল একজন ওয়েটার এগিয়ে যাচ্ছে অনূঢ়ার দিকে, তার হাতে ফুলের একটা প্রকাণ্ড স্তবক। ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। প্রেজেন্টেশন? বাইরে থেকে?

অনূঢ়া তখন ওদের টেবিলের কাছে চলে এসেছে। ওয়েটারকে সামনে দেখে সহাস্যে থামল সে। ফুলের স্তবকটা দু'হাত দিয়ে ধরতে যাবে, হঠাৎ কি দেখে থমকে গেল, তারপর হাত বাড়িয়ে তুলে নিল একটা কার্ড। ছোট, ভিজিটিং কার্ডের মত দেখতে, সেটা পড়তে শুরু করল অনূঢ়া। রানা লক্ষ করছে মুখটা।

মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় দেখাল অনূঢ়াকে, যেন কার্ডের লেখাটার অর্থ বোধগম্য হয়নি তার। আবার পড়তে শুরু করল, অর্থটা বুঝতে পেরেছে এবার। এক পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল মুখের হাসি। চোখের পাতা নড়ে উঠল ঘনঘন। ডান হাতটা ঝুলে পড়ল শরীরের পাশে, মুষ্টিবদ্ধ। আচমকা থরথর করে একবার কেঁপে উঠল শরীরটা, পরমুহূর্তে সবেগে ঘুরে দাঁড়াল অনূঢ়া। দ্রুত এগোল ক'পা, দাঁড়াল, মাথায় হাত তুলে চুলের ওপর হাত বুলাল একবার। টলমল করছে শরীরটা, যেন মাথা ঘুরছে। আবার পা বাড়াল অনূঢ়া।

প্রায় ছুটে উঠে পড়ল সে স্টেজে। স্পটলাইট তাকে আর অনুসরণ করছে না। হঠাৎ জ্বলে উঠল সব আলো। অনূঢ়াকে তখন দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

'ভুল করে কেউ অবাঞ্ছিত প্রস্তাব পাঠিয়েছে সম্ভবত,' বলল রায়ান। চেয়ার ছেড়ে ল্যাভেটরীর উদ্দেশে রওনা দিল সে।

'তারপর, রানা?' জানতে চাইল চিত্রা। 'তোমার খামার বাড়ির খবর বলো। রকি কেমন আছে?'

'খামার দেখতে যাচ্ছ কবে তোমরা?' বলল রানা, 'কি যে শান্তি পাই ওখানে, বলে বোঝাতে পারব না। রকির সাথেই তো সারাটা দিন কাটাই, ও আমার নিত্যসঙ্গী। কিন্তু আসল মানুষটাই নেই।'

'রেবেকা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'সিঙ্গাপুরে কাজ শেষ করতে আরও বেশ ক'দিন লাগবে ওর।'

'ভাল কথা, সাতাতুর কোন খবর পাইনি আমি। তুমি?'

'দেখছি না তো কোথাও!'

'কি মনে হচ্ছে তোমার?' জানতে চাইল চিত্রা। 'অ্যারেস্ট যে হয়নি তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভেগেছে?'

'বিশ্বাস করি না। আছে কোথাও।'

রানার দিকে চেয়ে রইল চিত্রা, 'কি করবে এখন, ভেবেছ কিছু?'

'আমি?' রানা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমার করার কিছু আছে? কি জানি!'

চিত্রা কিছু বলতে যাবে এসময় লাউড স্পীকার সজীব হয়ে উঠল: 'আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি মিস অনূঢ়া বৈভব আকস্মিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে আমাদের আজকের এই বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করতে হচ্ছে। আগামীকাল…'

নিঝুম খামার-বাড়ি।

পাইন গাছের পালিশ করা কাঠের দোতলার ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে রানা। হাতে হুইস্কি ভর্তি একটা গ্লাস। পশ্চিম দিকে চেয়ে আছে ও। বনভূমির ফাঁক-ফোকর দিয়ে মদ তৈরি করার কারখানাটা দেখা যাচ্ছে।

সামনে বাগান। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। পাঁচিলের বাইরে একশো বিঘা জমির ওপর মাথায় সবুজ পালক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নারকেল আর হলুদ আখগাছগুলো। পুবে কলাপাতার সমুদ্র, গাছগুলোয় এখনও কলা ধরেনি। দক্ষিণে কংক্রিটের বিশাল চাতাল, খেত থেকে তুলে নিয়ে এসে ফেলা হয় এখানে কফি বীন। আরও পেছনে গম খেত।

শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নিচু টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল রানা। রেলিঙের ফাঁক দিয়ে চারদিক দেখে নিল একবার। সাতাতুকে নিয়ে অস্বস্তিটা এখনও দূর

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

হয়নি। ওর সন্দেহ, এখানে এই খামার বাড়িতেও সে আসবে।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা, পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। কুলবারান্দা থেকে সিটিংরুমে ঢুকল ও। বুট জোড়া পরে বেরিয়ে এল করিডরে। সিঁড়ি বেয়ে হলরুমে, সেখান থেকে বাগানের পথ ধরে আস্তাবলের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

বাগানটা রেবেকার বড় প্রিয়। ফুলগাছগুলো বাতাসে দুলছে। শিস দিয়ে উঠল রানা, অমনি ঘেউ ঘেউ করে উঠল রকি, লাফ দিয়ে বেড়ার পাঁচিল টপকে রানার সামনে এসে দাঁড়াল।

জিভ বের করে রানার বুট জোড়া এখন চাটছে রকি। রানা পিছিয়ে যেতেই লেজ নাড়তে নাড়তে সামনের দুটো লোংরা পা তুলে দিল গায়ের উপর। পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে মুখটা যথাসম্ভব ওপর দিকে তুলতে চেষ্টা করছে সে। জিভটা বের করে আছে, রানার মুখ চেটে আদর জানাবার ইচ্ছা।

মাথায় একটা চাঁটি মেরে ধমক লাগাল রানা। 'হয়েছে, হয়েছে। নাম এবার।' সামনের পা দুটো ধরে গা থেকে সরিয়ে দিল রানা। বিলি, এগারো বছরের কিশোর, ছুটে আসছে বাগানের গেট পেরিয়ে।

সামনে এসে দু'কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল বিলি। ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুল, মাথায় চেপে বসা কালো রঙের টুপি যেন। গলায় ঝুলছে লোহার একটা চেন।

'রকি, কাম হিয়ার!' আদেশের সুরে বলল বিলি। রানার দিকে তাকাল, 'আমার কোন কথাই শুনছে না, স্যার। ওকে একটু বলে দিন, ওয়োরগুলোর পেছনে ফের যদি লাগে, ওর সঙ্গে আমার একচোট হয়ে যাবে।'

হাঁটু গেড়ে বসল রানা। দু'হাত দিয়ে রকির মুখটা ধরল। চোখ বড় বড় করে তাকাল রকির চোখে। 'শুনলি তো, কি বলল বিলি? ওয়োরগুলোর পেছনে লাগা চলবে না। বিলি তাহলে ঝগড়া করবে তোর সঙ্গে।'

'ঘেউ!' ভরাট গলায় হাঁক ছাড়ল রকি। সম্ভবত ওয়োরগুলোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ জানাল সে। রানা মুখটা ছেড়ে দিতেই রকির গলায় চেন পরিয়ে দিল বিলি।

উঠে দাঁড়াল রানা। 'ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবে, আজ আর ওকে নিয়ে যাচ্ছি না, বিলি! তোমরা খেলা করো।' পা বাড়াতেই আবার কাঁপিয়ে পড়ল রকি। কিন্তু চেনে টান পড়ায় আর এগোতে পারল না।

বিলি দু'হাত দিয়ে টানছে চেনটা।

ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল রানা। হাত নাড়ল রকির উদ্দেশে, তারপর হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে।

পায়ের শব্দ পেয়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল জন।

'লাগাম জুড়েছ অ্যারোর পিঠে, জন?'

'জ্বী,' প্রৌঢ় নিগ্রো সাদা দাঁত বের করে হাসল। 'রকি আজ সঙ্গে যাবে, স্যার?

'না, ফিরতে সন্ধ্যা হতে পারে, তাই ওকে নিয়ে যাচ্ছি না।' বলল রানা, 'বিলির সঙ্গে খেলছে ও।' জনের একমাত্র সন্তান বিলি। কিন্তু সে তা স্বীকার করে না। অ্যারোকেও নিজের আরেকটা ছেলে বলে দাবি করে সে।

আস্তাবল থেকে অ্যারোকে বের করে আনল জন। রানা ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসতেই লাগাম ধরিয়ে দিল সে।

পাদানিতে ডান পা ঢুকিয়ে বাঁ পা দিয়ে অ্যারোর পেটে খোঁচা মারল রানা। একবার গা ঝাড়া দিল অ্যারো, তারপর ছুটতে শুরু করল। চকচক করছে বাদামী গা, খোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে তীরের মত উড়ে যাচ্ছে যেন। সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জন। গর্বে ফুলে উঠল তার বুক। নিজের হাতে এত বড়টি করেছে সে অ্যারোকে।

এই সময়টা রোজ পাহাড়ে ওঠা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে রানার। সূর্যাস্ত না দেখলে ডিনারটা যেন বিস্বাদ লাগে মুখে।

পাহাড় থেকে নেমে ফেরার পথে দু'নম্বর গেটটা দিয়ে গ্রামের দিকে ঘোড়া ছোটাল রানা। ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁ আছে গ্রামের শেষ মাথায়, মাঝেমধ্যে এখানে ঢুকে গল্প-গুজব করে, ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে। ছোট্ট গ্রাম, অল্প লোকজন, ইতোমধ্যে সকলের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে নিয়েছে ও। সহজ গ্রামবাসীরা ওকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আর সমীহ করে।

রেস্তোরাঁয় ওর ট্রাক্টর ড্রাইভার নিকির সঙ্গে দেখা। 'হাউজ-কীপার আপনাকে খুঁজছিল খানিক আগে, স্যার, কে যেন দেখা করতে এসেছে শহর থেকে।'

লোকটা কে তা অবশ্য বলতে পারল না নিকি। তবে, একটা স্পোর্টস কারকে এক নম্বর গেটের দিকে যেতে দেখেছে সে। গল্প করা হলো না আর। ঘোড়ায় চড়ে দু'নম্বর গেট দিয়ে খামার বাড়িতে ঢুকল রানা।

হাউজ-কীপার মিসেস টেরেলকে হলরুমেই পেল ও। 'এক ভদ্রলোক এসে ফিরে গেছেন, স্যার।'

'রকিকে নিয়ে বিলি ফিরেছে কিনা জানো?'

'আপনাকে খুঁজছিল বিলি, না পেয়ে এইমাত্র বাগানের দিকে ছুটে গেল। ডেকে দেব, স্যার? রকিকে দেখিনি, তবে ডাকাডাকি করছিল খানিক আগে।'

'বিলিকে দেখতে পেলে ওপরে পাঠিয়ে দিয়ো,' বলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল রানা।

রুমে ঢুকেই রাইটিং টেবিলের ওপর পেপার-ওয়েট চাপা এনভেলাপটা দেখতে পেল ও। বুট জোড়া খুলে স্লিপার পায়ে গলিয়ে বসল চেয়ারে। পেপার-ওয়েট সরিয়ে হাতে নিল এনভেলাপটা। উল্টেপাল্টে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল। কে? নাম লেখেনি কেন?

PROTECTED

~*SumoN*~ Email:

এনভেলাপটা খুলতেই ভিতরে দেখা গেল ছাপা একটুকরো কাগজ। আঙুলে ধরে সেটা বের করে অবাকই হলো রানা। পেপার কাটিং!

এনভেলাপটা রেখে দিয়ে পেপার কাটিংটায় মনোযোগ দিল ও। বড় বড় টাইপের হেডিংটা পড়তেই অদ্ভুত এক শিহরণ অনুভব করল:

প্রখ্যাত নর্তকী অনুঢ়া বৈভবের রহস্যজনক মৃত্যু!

হেডিংয়ের নিচে ছাপা হয়েছে পুরো খবরটা এইভাবে: 'সিঙ্গাপুর থেকে আগত প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী অনুঢ়া বৈভব গতকাল সকাল দশটার সময় হোটেল স্যাভয়ের পাঁচতলায় অবস্থিত তাঁর রুমের জানালা দিয়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই মৃত্যু যেমন মর্মান্তিক, তেমনি রহস্যময়। এখানে উল্লেখ্য যে, মাত্র গত পরশু অনুঢ়া বৈভব বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। অনুঢ়া বৈভবের স্বামী, স্যামুয়েল হার্পার, যিনি একজন মার্কিন নাগরিক, আমাদের সংবাদদাতাকে জানান, তাঁর স্ত্রী আগের রাতে হোটেল প্রিমিয়ারের প্রদর্শনী শেষ না করেই শারীরিক অসুস্থতাহেতু হোটেল স্যাভয়ে ফিরে আসেন। পরদিন সকালে তিনি যখন বিশেষ একটি কাজে হোটেল ত্যাগ করেন তখন তাঁর স্ত্রী বিছানাতেই শুয়ে ছিলেন। হোটেলের দারোয়ানের কাছে থেকে জানা গেছে, মি. হার্পার হোটেল ত্যাগ করার আধ ঘণ্টা পর প্রচণ্ড শব্দে অনুঢ়া বৈভব গেটের সামনের রাস্তায় ভূপাতিত হন। অ্যাম্বুলেন্স যোগে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আমাদের সংবাদদাতাকে হোটেলের লিফট অপারেটর জানান, অনুঢ়া বৈভব জানালা দিয়ে নিচে পড়ার মিনিট বিশেক আগে সবুজ স্যুট পরিহিত এক ব্যক্তিকে তিনি পাঁচতলায় পৌঁছে দিয়েছেন। অনুঢ়া বৈভবকে ঘিরে যখন ভিড় জমে উঠেছে রাস্তায় তখন সেই লোককে লিফটের উক্ত অপারেটর দ্বিতীয়বার দেখতে পান, অনুঢ়া বৈভব বা ভিড়ের দিকে একবারও না তাকিয়ে হন হন করে হেঁটে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায় লোকটি। অপারেটরের বক্তব্য, লোকটি হোটেলের বোর্ডার নয়।

পুলিশ ইন্সপেক্টরের বক্তব্য...'

রানার বাঁ-চোখের পাশ থেকে একটা শিরা কাঁপতে শুরু করেই থেমে গেল। জড় পদার্থের মত বসে রইল ও। সবুজ স্যুট পরা অবস্থাতেই দাতাকুকে পুয়েটোরিকোয় প্রথম দেখেছে ও।

হঠাৎ কেন যেন মনে হলো, রুমে ও একা নয়।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাতের পেপার কাটিংটার ওপর দৃষ্টি

ফিরিয়ে আনল রানা। মনে পড়ে যেতেই এনভেলাপটা তুলে নিল আবার। উপুড় করে ঝাঁকুনি দিতেই সাদা একটুকরো কাগজ পড়ল টেবিলে। তার উল্টো পিঠে কয়েকটা লাইন লেখা রয়েছে:

রানা, তোমার সঙ্গে দেখা হলো না। আবার হয়তো আসতাম কিন্তু আজকের ফ্লাইটেই রওনা হয়ে যেতে হচ্ছে পূর্ব এশিয়ার উদ্দেশে। সিঙ্গাপুরে তোমার রেবেকার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, বিচিত্র কি! আশা করছি ওখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।— খাইপুজম দাতাকু হাইয়াত।

দাঁতে দাঁত ঘষল রানা। তারপর ডেস্কের দিকে এগোল। ডেস্কে উঠে বসেই ক্রাডল থেকে তুলে নিল ফোনের রিসিভারটা।

কিংস্টন এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ দুঃখের সাথে জানাল, পূর্ব এশিয়ার আজকের ফ্লাইটের কোন টিকেট পাওয়া যাবে না, রানাকে অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী ফ্লাইটের জন্যে, আগামীকাল পর্যন্ত। প্লেন চার্টার করতে চাইল রানা। কর্তৃপক্ষ জানাল, হ্যাঙ্গারে একটা পুরানো ফকার আছে, সেটা দিয়ে যদি কাজ চালানো যায়—রাজি হয়ে গেল রানা। বারবার ফুয়েল নেয়ার জন্যে নামতে হবে জেনেও রাজি না হয়ে কিছু করার নেই ওর।

দাতাকুর নজর পড়েছে রেবেকার ওপর। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত সিটিংরুমের মেঝেতে কিছুক্ষণ পায়চারি করল রানা। এর একটা বিহিত না করলেই নয়। লোকটা ওকে ভীতু আর কাপুরুষ ধরে নিয়েছে। চুলে আঙুল চালাতে চালাতে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মাথার ভিতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সিঙ্গাপুরে নেমেই রেবেকার কাছে যাবে দাতাকু! কথাটা মনে হতেই তীব্র ক্রোধে কেঁপে গেল ও। রেবেকাকে ফোন করে সাবধান করে দেয়া দরকার। সিঙ্গাপুরে ওর বন্ধু ব্যারিস্টার জোহর-কায়ান রয়েছেন, তাঁকেও জানানো দরকার খবরটা।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার শব্দে ঘাড় ফেরাল রানা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিলি। দু'হাত দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে, বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে কান্নার দমকে। 'কি হয়েছে, বিলি?' সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। হাত দিয়ে চিবুক ধরে মুখটা তুলতে চেষ্টা করল ওপর দিকে। 'কাঁদছ কেন? মিসেস টেরেল বকেছে বুঝি?'

চোখ থেকে হাত নামাল বিলি। কিন্তু চোখের পানি অনর্গল ধারায় তখনও নেমে আসছে। কথা যে বলবে, সে শক্তি নেই, ছোট্ট কালো হাতটা দিয়ে আঁকড়ে ধরল সে রানার একটা কব্জি, টেনে নিয়ে চলল বাইরে।

করিডর, সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে হলরুম, তারপর হলরুম থেকে সোজা বাগানে।

বুক ভরে তাজা বাতাস ফুসফুসে ভরে নিল রানা। রেবেকার কথা মনে

Email: ...@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

পড়ে গেল। মাস খানেকও হয়নি, এইরকম তারা-জ্বলা আকাশের নিচে এই বাগানে ছুটোছুটি করতে করতে চারদিক উদ্ভাসিত করে রেখেছিল রেবেকা তার সুরেলা হাসি দিয়ে। আর ক'টা দিনের প্রতীক্ষা মাত্র, রেবেকাকে ফিরিয়ে আনবে ও। হঠাৎ বিয়েটা সেরে ফেলার একটা তাড়া অনুভব করল রানা।

মুখ বুজে মাথা নিচু করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিলি রানাকে। গোলাপ-ঝাড়ের কাছে আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। রানার দিকে মুখ তুলে তাকাল, তারপর অদম্য শোক সামলাতে না পেরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

রকির মৃত চোখ জোড়ার দৃষ্টি রানাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে পেছন দিকে। আবছা আলোয় ফুলগাছগুলোকে দুমড়েমুচড়ে হেলে থাকতে দেখতে পাচ্ছে রানা। ঘাসের ওপর টানাহেঁচড়ার দাগ গভীর হয়ে ফুটে রয়েছে। রকির সাদা-কালো লোমগুলো জটা পাকিয়ে গেছে শুকনো রক্তের সঙ্গে। ক্ষতস্থানটা দেখা যাচ্ছে না। দেখার চেষ্টাও করল না রানা। 'রকি!' মৃদু শব্দ বেরিয়ে এল ওর গলার ভেতর থেকে, পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল ও। বিলির হাত ধরে বাগানের গেটের দিকে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল।

কথা রেখেছে দাতাকু। জায়গা মত খোঁচা দিতে শুরু করেছে সে।

পাঁচ

সিঙ্গাপুর। চারশো উনত্রিশ, বুকিট তিমাহ রোড, হোটেল ইকুয়্যাটোরিয়াল। ঠক, ঠক! নক করল কেউ।

দরজা খুলে দিয়ে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল রেবেকা। হাসিতে উজ্জ্বল তাজা ফুলের মত মুখ।

'মিস রেবেকা?'

'জ্বী।'

'ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেবেন কি? আমি একটা মেসেজ নিয়ে এসেছি।'

দপ করে নিভে গেল হাসিটা। 'মেসেজ? কার মেসেজ?'

'আমার,' দাতাকু বলল। 'আমার নাম থাইপুজম দাতাকু...'

এক পা পিছিয়ে গেল রেবেকা। হাত উঠে গেল ঠোঁটের ওপর, ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল দ্রুত। তারপর দাতাকুর দিকে ফিরে বলল, 'কি দরকার আমার কাছে?'

'আপনি জানেন না,' বলল দাতাকু, 'কিন্তু আপনার জীবনে আমি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আপনাকে কিছু বলব বলে কয়েক হাজার মাইল দূর

থেকে ছুটে এসেছি, শুনতে না চাইলে পরে পস্তাবেন।'

পিছিয়ে গিয়ে পথ করে দিল রেবেকা। পেছন দিকে ফিরে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, 'কাশমা!'

রেবেকার পাশ ঘেঁষে সিটিংরুমের ভেতর ঢুকল দাতাকু।

ক'পা এগিয়ে হাত দশেক দূরত্ব বজায় রেখে একটা চেয়ারে বসল রেবেকা। ঘাড় ফিরিয়ে দাতাকু দেখল সতেরো-আঠারো বছরের একটা স্থানীয় মেয়ে পাশের কামরার দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। 'অতিথিসেবা বলে একটা কথা আছে; যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি।'

'কাশমা, কোল্ড ড্রিঙ্ক...'

'থাক, থাক,' দাতাকু সহাস্যে বলল। 'কোল্ডের ভক্ত নই আমি। অবশ্য আপনার তা জানার কথা নয়। রানা জানে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমি হট পছন্দ করি। সে যাক,' কাশমার দিকে ইঙ্গিত করল সে চোখের ওপরের রোমহীন মাংস নাচিয়ে, 'আপনার পরিচারিকা কি ইংরেজি জানে?'

বিরক্তি চেপে রেবেকা বলল, 'আমার সময় খুব কম। সংক্ষেপে বলবেন দয়া করে—কি চান আপনি?'

'সবচেয়ে আগে বলতে চাই, আমার বন্ধু মাসুদ রানার সৌন্দর্যবোধের কোন তুলনা হয় না। আপনি এমন সুন্দরী, বিশ্বাস করুন, কল্পনাও করিনি।'

নিজেকে দমন করতে পারল না রেবেকা। 'বাজে কথা শোনার সময় নেই আমার। কি চান, তাই বলুন।' তীক্ষ্ণ গলায় বলল সে।

'সরি, নো অফেন্স!' দাতাকু সিগারেট বের করে ধরাল। 'রানাকে কখন আশা করছেন আপনি?'

'আগামীকালই...না...তা আপনাকে আমি বলতে যাব কেন?'

সাদা দাঁত বের করে হাসল দাতাকু। 'বিয়েটা কবে হচ্ছে আপনাদের?...না, মানে, বিয়ে তো হবেই না—আমি জানতে চাইছি, আপনারা কবে নাগাদ বিয়ে করবেন বলে ভেবেছেন?'

'কি বললেন? বিয়ে হবে না? তার মানে?'

'মানে অতি সহজ,' বলল দাতাকু, 'আমি চাই রানার সাথে আপনার বিয়েটা যেন না হয়। চেঁচামেচি করার আগে একটা কথা মনে রাখুন, আপনার ভালর জন্যেই বলছি, রানাকে বিয়ে করলে আপনি রানারই চরম ক্ষতি করবেন। রানার ক্ষতি হোক তা কি আপনি চান?'

লোকটার ধৃষ্টতা দেখে থ হয়ে গেল রেবেকা।

'রানা সিঙ্গাপুরে পা দিয়েই বিয়ের কথা পাড়বে। আপনি তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। মুখের ওপর বলে দেবেন—না।'

দুঃস্বপ্নের মত লাগছে ব্যাপারটা। এরকম বিদঘুটে ঘটনা ঘটতে দেখেও যেন চোখ আর কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না রেবেকা। [illegible]

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

দাতাকুর হাবভাব দেখে বিপদ আঁচ করতে পেরেছে কাশমা। নিঃশব্দ পায়ে রেবেকার পেছনে এসে দাঁড়াল সে।

রেবেকার দিকে চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে দাতাকুর। হাসি নেই মুখে। চোয়াল দুটো উঁচু হয়ে উঠল একবার। নিচের পাটির দাঁত ওপরের পাটিকে ছাড়িয়ে চলে এসেছে সামনের দিকে। 'যা বলছি বুঝতে পারছেন?' চাপা কণ্ঠে হিসহিস করে উঠল দাতাকু, 'রানাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেবেন আপনি তাকে বিয়ে করবেন না। কারণ জানতে চাইলে মিছে অজুহাত দেখাবেন, আসল কারণটা তাকে বলবেন না।'

'আসল কারণ?' অস্ফুটে জানতে চাইল রেবেকা।

'আমি নিষেধ করেছি তা যেন না জানে সে। তাকে বলবেন না, আমার ভয়ে আপনি তাকে বিয়ে করতে রাজি নন।'

'আপনার ভয়ে?'

'হ্যাঁ,' দাতাকুর কঠিন জবাবটা গমগম করে উঠল রুমের ভিতর, 'ভয়ঙ্কর লোক আমি, আমাকে ভয় পেলেই আপনি রানার ভাল করবেন।'

'আপনি উন্মাদ! হাস্যকর কথা বলছেন, মি. দাতাকু, প্রলাপ শোনার ধৈর্য নেই আমার। দয়া করে আপনি এবার আসুন।'

অলস ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দাতাকু। 'আমাকে পাগল ভাবলে কোন লাভই হবে না, মিস রেবেকা। আমি আপনার ভালর জন্যেই কথাগুলো বলছি। গ্রহণ করা না করা আপনার অভিরুচি। আমার বক্তব্য আরো পরিষ্কার করা দরকার। শুনুন, রানাকে যদি বিয়ে করতে রাজি হন, সে খুন হবে আমার হাতে। দুনিয়ার কোন শক্তি তাকে রক্ষা করতে পারবে না। নিশ্চিত জেনে রাখুন। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি, রানা নিজেই তার সাক্ষ্য দেবে। আমি চাই, আপনার সাথে আমার আজকের এই দেখা হওয়ার ঘটনাটা যেন রানা জানতে না পারে। তাকে আপনি অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করবেন অন্য কোন অজুহাত দেখিয়ে।'

'কিন্তু কেন। কেন? কেন আপনি...?'

'কেন রানাকে বিয়ে করতে দিতে চাই না?' ভারী গলায় বলল দাতাকু, 'আমার যুক্তিটা অখণ্ডনীয়, মিস রেবেকা। শুনুন তাহলে। রানার জন্যে আমার প্রেমিকাকে আমি বিয়ে করতে পারিনি। আমার এই দুঃখ বর্ণনা করতে পারি তেমন ভাষাও আমার জানা নেই। এ দুঃখ কোনদিন ভোলারও নয়। খানিকটা লাঘব হবে, যদি এর জন্যে যে লোকটা দায়ী তাকে বিয়ে করতে না দিই। বুঝতে পেরেছেন?' ঘুরে দাঁড়াল দাতাকু। ধীর ভঙ্গিতে এগোল দরজার দিকে। দরজার সামনে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল সে আবার। 'এখন থেকে রানার জীবন আপনার হাতের মুঠোয়। তাকে যদি বাঁচাতে চান, বিয়ে করতে অস্বীকার করুন। আবার হয়তো দেখা হবে। কিন্তু তা আমি চাই না। বিদায়।'

দরজা খুলল দাতাকু, ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

মুখ তুলে তাকাল রেবেকা কাশমার দিকে।

কাশমা দেখল, ওর দু'চোখে আতঙ্ক আর উদ্বেগের ছায়া।

সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট।

চোখে সানগ্লাস পরতে পরতে ক্যারাভেল পেট থেকে এইমাত্র নেমে এল রানা টারমাকে। চারদিকে প্রচণ্ড রোদের দাপট। দূর থেকেই চোখ দুটো খুঁজছে রেবেকাকে।

অফিশিয়াল ঝামেলা চুকিয়ে এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙে ঢুকল রানা। সদ্য দৌড় শেষ করা ঘোড়ার মত দরদর করে ঘামছে ও। বুকের ভিতর ধুকধুক করছে হৃৎপিণ্ড। কোথায় রেবেকা?

রেবেকা রিসেপশনে নেই, লাউঞ্জেও নেই। বাইরে এসে পার্কিং লটেও ক্রিমসন কালারের মার্সিডিজটাকে দেখতে পেল না রানা। অথচ কলম্বো থেকে ফোন করে পৌঁছুবার সময় জানিয়েছে সে রেবেকাকে, এয়ারপোর্টে থাকার কথা তার। অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠল বুকটা...কিছু না, হতে পারে না। ফোন বুথে ঢুকল ও।

ডায়াল করতে হোটেল ইকুয়্যাটোরিয়ালের অপারেটর রেবেকার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিল। 'রেবেকা, আমি রানা, এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। কোন বিপদ ঘটেছে?'

কোন উত্তর নেই তিন সেকেন্ড। শিরশির করে উঠল সর্বশরীর। কিছু বলতে গেল আবার রানা, এমন সময় রেবেকার কণ্ঠস্বর ভেসে এল ফোনের অপর প্রান্ত থেকে। শান্ত, নিরাসক্ত কণ্ঠস্বর। 'না, বিপদ-টিপদ কিছু নয়। হঠাৎ একটা কাজে আটকে পড়ে গিয়েছিলাম। দেরি হয়ে গেছে দেখে এয়ারপোর্টে যাইনি আমি। সোজা এখানেই আসছ তুমি, রানা?'

'তার মানে?'

বুঝল না রানা। কার সঙ্গে কথা বলছে ও? রেবেকা এমন ঠাণ্ডা কেন? যেন খুশি হয়নি। সিঙ্গাপুরে নেমে কোথায় উঠবে তাও কি জিজ্ঞেস করার মত একটা প্রশ্ন? এক সাথে হোটেলেই তো ছিল ওরা এর আগে।

কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে, বুঝে নিল রানা। কিন্তু কি এমন ঘটতে পারে যার জন্যে ওর প্রতি এমন শীতল ব্যবহার করছে রেবেকা? সিলোন থেকে যখন ও ফোন করে সাবধান করে দেয় দাতাকু সম্পর্কে তখন তো রেবেকাকে এরকম মনে হয়নি!

'না, মানে,' রেবেকা কথা বলতে শুরু করল আবার। 'তোমার বন্ধু মি. জোহন কাহানের বাড়িতে ইচ্ছে করলে উঠতে পারো, তিনি বলছিলেন কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি। তুমি কি কজুরে ঠিক জানি না হলে তোমার জন্যে এখানে...

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ভাড়া নিইনি।

ফোনে কথা বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলল রানা। রেবেকার সামনে গিয়ে না গলে কিছুই বোঝা যাবে না। 'আমি আসছি---'

'এক মিনিট, রানা,' বলল রেবেকা। 'কতক্ষণের মধ্যে পৌঁছুতে পারবে ? আমাদের ফার্মটা বিক্রি করার ব্যাপারে চূড়ান্ত আলোচনা হবে, পার্টিরা পক্ষা করছে আমার জন্যে, হাতে আর ঘণ্টার বেশি সময় নেই। কখন ফিরব ও বলতে পারছি না। কাল সকালের দিকে তোমার সাথে বেশ খানিকটা য় কাটাতে পারব, আশা করছি---'

কিছু একটা অনুমান করতে পারল রানা, 'পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে আমি, এর মধ্যে কোথাও বেরিয়ো না।' রেবেকাকে আর কোন কথা তে না দিয়ে রিসিভার রেখে বুথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ও।

খ্যাঁচ করে ব্রেক কষে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা ট্যাক্সি। বিনাবাক্যব্যয়ে জই হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ব্যাক সীটে উঠে বসল রানা। 'হোটেল য়্যাটোরিয়াল। কুইক!'

, ঠক! নক করে ধৈর্য ধরতে পারল না রানা। 'রেবেকা! রেবেকা, দরজা লো!'

রেবেকা নয়, কাশমা খুলে দিল দরজা। 'মেমসাব বাথরুমে, স্যার।'

কাশমার কথা শুনল কি শুনল না, হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকল রানা। টংরুম পেরিয়ে বেডরুমে গিয়ে ঢুকল ও।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রেবেকা। সংলগ্ন বাথরুমের দরজাটা লা, কেউ নেই সেখানে। পায়ের আওয়াজ পেয়েছে রেবেকা, ভাবল রানা, ু ফিরছে না তার দিকে। ইচ্ছা হলো ছুটে যায়, কিন্তু অদ্ভুত এক ধরনের ভমান উথলে উঠল বুকের ভিতর।

নিঃশব্দে রুমের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল রানা। চোখ দুটো রেবেকার ড়ের ওপর স্থির। অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে রেবেকা, একটু আড়াআড়ি বে, একটা হাত জানালার শার্সিতে। আঙুল দিয়ে কি সব দাগ কাটছে সে।

স্যামসনয়েড সুটকেসটা বিছানার ওপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল রানা। বার তাকাল রেবেকার দিকে। হাত দুটো আপনাআপনি মুষ্টিবদ্ধ হওয়ার সময় নুভব করল ও, তালু দুটো ঘেমে গেছে। 'রেবেকা?'

গায়ে যেন জোর নেই, মনে নেই উৎসাহ, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল বেকা। 'এসে গেছ! আমি বাথরুমে যাচ্ছিলাম।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন?' আরও নিচু গলায় বলল রানা, উৎকণ্ঠা পে রাখার জন্যে। 'কি হয়েছে তোমার?' ইচ্ছা হলো এগিয়ে গিয়ে রেবেকার খামুখি দাঁড়ায়, কিন্তু অদ্ভুত একটা অস্বস্তি আর অভিমান জোর করে দাঁড়

করিয়ে রাখল ওকে রুমের মাঝখানে।

'কি হবে, কিছুই হয়নি,' চোখের পানি লুকোবার জন্যে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রেবেকা। বাথরুমের দিকে পা বাড়াল, 'শাওয়ারটা সেরে নিই আমি, তুমি বসো।'

'রেবেকা, দাঁড়াও!' বলল রানা। 'দাতাকু---'

প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না রানা, রেবেকা বলল, 'না।'

আগেই সন্দেহ করেছিল রানা। রেবেকার এই উত্তরেই সব সন্দেহের নিরসন হলো। এসেছিল দাতাকু।

ক্লান্ত পায়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রেবেকা। পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। দরজার ওপরের অংশটায় কাঁচ, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা রেবেকার ঘাড় আর পিঠের খানিকটা। কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, নড়ল না রেবেকা। তারপর হাত দুটো পেছনে বাড়িয়ে দিয়ে ব্রাউজের হুক খুলতে শুরু করল সে।

উন্মুক্ত পিঠ দেখা গেল রেবেকার। নিচু হলো সে, কাঁচের ওধারে তাকে কয়েক মুহূর্ত দেখা গেল না। তারপর আবার সিধে হয়ে একপা এগিয়ে শাওয়ারটা খুলে দিয়ে তার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। তখনও সে রানার দিকে পিছন ফিরে।

রেবেকাকে দেখছে রানা, এমন সময় ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠতে চমকে উঠল ও। এগিয়ে গিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়াল। কি যেন ভাবল একমুহূর্ত। তারপর ক্র্যাডল থেকে তুলে নিল রিসিভারটা। 'হ্যালো!'

'সেলামাত দাতাং!' মালয়ান কায়দায় শুভেচ্ছা জানাল দাতাকু, 'আশা করি মধুর কোন ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে বিঘ্ন ঘটাচ্ছি না, রানা?'

উত্তর দেয়ার প্রয়োজনবোধ করল না রানা।

'মিস রেবেকার রূপগুণের বর্ণনা পেয়েছি আমি,' বলল দাতাকু। 'এক কথায় শ্বাসরুদ্ধকর ব্যাপার। ঠিক যেন সকাল বেলার তাজা গোলাপের ওপর দু'ফোঁটা শিশির।'

এবারও সাড়া দিল না রানা।

'লাইনে আছ, রানা?'

'আছি।' কাঁচ ভেদ করে চলে গেছে রানার দৃষ্টি বাথরুমে।

'একটা বিশেষ কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বন্ধু। একটা ব্যাপার ভুলে যাওয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছ তুমি। ব্যাপারটা বেশিরভাগ মানুষই ভুলে থাকতে চায়, ভুলে থাকতে চায় যে মৃত্যু সব সময় আমাদের ঠিক পিছনেই অপেক্ষা করে আছে। কখনও সে পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করে, আবার কখনও সে দু'মিনিটও অপেক্ষা করতে রাজি হয় না।'

'এসব কথার অর্থ কি তোমার?'

PROTECTED

~SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'মৃত্যু!'

'তোমার নয়তো?' বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা সশব্দে।

খুট করে একটা শব্দ হতে মুখ তুলতে যাবে, তার আগেই তীরবেগে ছুটে এসে রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রেবেকা।

'রেবেকা!'

বিছানায় পড়ল রেবেকা রানাকে নিয়ে। ওর গায়ের পানি ভিজিয়ে দিল রানার হাত, চোখমুখ। উন্মাদের মত চুমো খাচ্ছে ও রানার কপালে, গালে, ঠোঁটে। রেবেকার চোখের নোনাপানির স্বাদ পাচ্ছে রানা ঠোঁটে। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে পাশে নামিয়ে নিজের শরীর দিয়ে ঢাকা দিল রানা রেবেকাকে, 'এই, কি হচ্ছে এসব...'

অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল রেবেকা। রানার বুকে মুখ ঘষছে, মাথা কুটছে অবিরত। 'রানা। দাতাকু! দাতাকু তোমাকে ছিনিয়ে নিতে চায় আমার কাছ থেকে।'

কঠোর মুখ তুলে তাকাল রানা দেয়ালের দিকে। 'তোমার কাছ থেকে কেউ আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না, রেবেকা!'

রানার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, স্থির হয়ে গেল রেবেকা। রানার মুখটা দু'হাতে ধরে নিজের দিকে ফেরাল সে। 'সত্যি বলছ? সত্যি...'

'আমাদের সুখের পথে কাউকে বাদ সাধতে দেব না, রেবেকা। সে যেই হোক!'

লাল, হলুদ আর বেগুনী রঙের সিল্কের ছিট কাপড়ের কিমোনোয় অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে রেবেকাকে। রানার মুগ্ধদৃষ্টি অনুভব করে লজ্জা পেল ও, নাকের দু'পাশে গাল লাল হলো একটু। কাশমা ট্রে রেখে গেল। তাড়াতাড়ি পট থেকে দুটো কাপে দুধ চিনি আর কফি ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রেবেকা।

মুখে হাসির ছোঁয়া, কিন্তু মনের ভিতর গুমোট একটা ভার। কোনমতেই স্বস্তি আনতে পারছে না রানা। মুখে যাই বলুক, ও মানে, দাতাকুকে আঘাত করার মানসিকতা এই মুহূর্তে অন্তত নেই ওর। একবার ভুল করেছে ও, দ্বিতীয়বার ভুল করতে চায় না।

'সব বলো আমাকে, রানা,' কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রাখল রেবেকা। 'বিপদ আসলে কতটা ভয়ঙ্কর?'

প্রথমে দাতাকুর পরিচয়, তারপর নিজের ভুলটা ব্যাখ্যা করল রানা। পুয়েটোরিকো থেকে এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, কিছুই বাদ রাখল না বলতে। ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল রেবেকার মুখের হাসি। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটল কপালে। সবশেষে রানা বলল, 'রকিকে খুন করে আঘাত করেছে দাতাকু আমাকে। এই তার সূচনা, এখন থেকে সে সরাসরিই আঘাত করতে চেষ্টা

করবে। আমার প্রিয় যারা তাদেরকে...কষ্ট দেবে সে।' খুন শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে রানা।

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা।

'আমাকে সুখী করতে যাচ্ছ তুমি,' বলল রানা। 'তার মানে, তুমিই এখন তার প্রধান লক্ষ্যস্থল। আমার জীবনে তুমি কতটুকু স্থান দখল করে রেখেছ, যেভাবে হোক জানতে পেরেছে ও। এখন আমাদের মধ্যে সে বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইবে।'

'ওর সম্পর্কে যা বললে শুনে মনে হচ্ছে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই ওর। পাঁচ বছর জেল খেটে বাইরে বেরিয়ে নিজেকে একা, নিঃসঙ্গ দেখতে পাচ্ছে সে। তোমাকেই শুধু চেনে। সেই জীবনের সঙ্গে বর্তমান জীবনের একমাত্র যোগসূত্র তুমি। সেক্ষেত্রে, মুখে যাই বলুক, তোমাকে ও খুন করতে পারবে না।'

'কিন্তু...কিন্তু'...কথাটা উচ্চারণ করার সাহস হলো না রানার।

'হ্যাঁ,' বলল রেবেকা, 'সে হয়তো আমাকে...আমার ওপর আঘাত করতে চেষ্টা করবে। রানা, আমি চাই বিয়েটা দু'চার দিনের মধ্যে হয়ে যাক আমাদের।'

'তোমাকে সে অসুখী দেখতে চায়,' বোঝাবার ভঙ্গিতে আবার বলল রেবেকা, 'তাই চাইছে তোমাকে যেন আমি বিয়ে না করি। তাই আমাদের বিয়ে করাই উচিত।'

বিপদটা নিজের কাঁধে নেয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে রেবেকা, বুঝতে পারল রানা। বিয়ে করে দাতাকুর দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চাইছে ও, যাতে রানার দিক থেকে সে মনোযোগ হারায়।

'বেশ,' বলল রানা, 'কিন্তু বিয়েটা গোপনে হোক, এই আমি চাই, রেবেকা। দাতাকু যেন জানতে না পারে।'

'কেন? জানলে কি হবে? তোমাকে ও খুন করার চেষ্টা কোনদিনই করবে না, এ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, আমাকে হয়তো...কিন্তু আমাকে রক্ষা করার জন্য তুমি তো রয়েছই।'

বড় বেশি ভরসা করছে রেবেকা ওর ওপর, অনুভব করল রানা।

কিন্তু এ বিপদের সঙ্গে অন্য বিপদের তুলনা হয় না কোনভাবেই। দাতাকুর বেলায় সমস্যাটা অন্যরকম, বাধ্য না হলে পাল্টা আঘাত হানতে রাজি নয় ও।

কিন্তু বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাটাও হবে চূড়ান্ত বোকামি। এর মধ্যে এমন কিছু হারাতে পারে ও যা হয়তো কোনদিন আর ফিরে পাওয়ার নয়।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yaho...

ছয়

রেবেকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পায়রা কায়ান চুমু খেল একটা।

'কংগ্র্যাচুলেশনস, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড!' জোহর কায়ান সজোরে মুচড়ে দিল রানার হাতটা করমর্দন করার সময়। 'আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম, কোন মেয়ে কামান দেগে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি না দেওয়া পর্যন্ত বিয়েতে তুমি রাজি হবে না।' রানার কাঁধে হাত রেখে সোফার দিকে টেনে নিয়ে চলল সে, 'বসো, রানা। অনেকদিন পর পেয়েছি তোমাকে, সহজে ছাড়ছি না।'

শহর থেকে দূরে, পাহাড়ের ওপর জোহর কায়ানের মনোরম বাড়ি।

সোফায় বসে হেলান দিল রানা। উদ্বেগহীন।

রেবেকাকে পাশে নিয়ে অপরেক সোফায় বসল পায়রা। শালিক পাখির মত কিচিরমিচির থামছেই না তার। 'ডেট ঠিক হয়েছে? আরে, অমন হাঁ করে আছ কেন? বিয়ে, বিয়ের ডেট জানতে চাইছি। কবে? হানিমুন করতে যাচ্ছ কোথায়?'

'ও বলছে ইন্দোনেশিয়ায় যাবে, বালিতে,' আঙুল দিয়ে কপালে পড়া একগোছা চুল সরিয়ে দিতে দিতে বলল রেবেকা। 'কিন্তু আমরা এই চারজন ছাড়া বিয়ের কথা আর কাউকে জানাতে চাইছে না ও।'

'কেনাকাটা সারা হয়েছে?'

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রানা আর কায়ানকে রেখে গাড়ি নিয়ে নেমে গেল পায়রা আর রেবেকা। শপিং সেরে ফিরতে কম করেও রাত আটটা। ওরা এলেই আবার বেরুতে হবে, হোটেল রক্সিতে ডিনার রাত ন'টায়। রিস্টওয়াচ দেখল রানা।

কায়ান বলল, 'ইউনুস সাতটার মধ্যে আসছে, ফোন করে জানিয়েছে। খুব নাকি জরুরী ব্যাপারে আলাপ করতে চায় তোমার সঙ্গে।'

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সিঙ্গাপুর এজেন্ট ইউনুস খোখারী। ঠোঁট ওল্টাল রানা। 'বাজে কথা। ওদের সঙ্গে নেই আমি।'

'আচ্ছা, রানা,' কায়ান একটু ইতস্তত করে পাড়ল প্রসঙ্গটা, 'দাতাকু সম্পর্কে বলো এবার। তোমার ফোন পেয়ে আমি খবর সংগ্রহের জন্যে লোকজনকে বলে রেখেছি। ঘন্টাদুয়েক আগে একজন জানিয়েছে, বীচ হোটেলে দেখা গেছে তাকে লাঞ্চ খেতে। রানা, পুলিসের সাহায্য নিতে চাও তুমি?'

'সাহায্য?' অবাক হলো রানা। 'কিসের সাহায্য? দাতাকুকে জব্দ করার

জন্যে? না, কায়ান, ওর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই। তাছাড়া, সিঙ্গাপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছি দু'চার দিনের মধ্যে, এখানে কোনরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাই না।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্যাটার সমাধান কি, ভেবেছ কিছু?'

সেই পুরানো প্রশ্ন! হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হলো রানার। 'জানি না।'

'পাল্টা আঘাত যদি করতে না পারো, বিপদ ঘটবে,' বলল কায়ান। চিন্তিত দেখাল তাকে।

'কিন্তু পাল্টা আঘাত করা আমার পক্ষে কিভাবে সম্ভব?' বলল রানা। 'সম্পূর্ণ আলাদা স্তরের লোক সে। বেছে বেছে আমার প্রিয় জিনিসগুলোর ওপর আঘাত করছে, এটাই তার পদ্ধতি। ওই পদ্ধতি আমি গ্রহণ করতে পারি না, কায়ান। তাছাড়া, ওর কাছে প্রিয় এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে মনে করি না। একটা জিনিসই আছে ওর, তা হলো, আমার প্রতি চরম ঘৃণা।'

'কেমন মানুষ সে! কোন চুক্তিতে আসাও কি সম্ভব নয়?' বলল কায়ান। 'আমি বলতে চাইছি, ধরো, ফাঁদ পেতে ওকে যদি বিপদে ফেলা যায়, সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে যদি সে ভবিষ্যতে তোমাকে বিরক্ত না করার প্রতিজ্ঞা করে, প্রতিজ্ঞাটা পালন করবে?'

'না।' উত্তরটা দেয়ার পর, বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। কায়ুদানায় একটা ফাঁদ আছে---কিন্তু না, ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভাবনা-চিন্তা করা দরকার।

অ্যাশট্রেতে পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে কায়ান কিছু বলতে যাবে, রানা বলল, 'আমাকে আত্মহত্যা করার পরামর্শ দিয়েছে দাতাকু।'

'দেখো, রানা, শেষ পর্যন্ত ওকে...'

বাধা দিল রানা। বলল, 'আমি খুনী নই, কায়ান। আমি বিচারকও নই।'

'থাই পুলিসের হাতে ওকে তুলে দিতে পারো না?'

'কিভাবে? তারা তো বিশ্বাসই করতে রাজি নয় যে দাতাকু বেঁচে আছে। সে জীবিত, একথা প্রমাণ হলে বেশ কিছু অফিসারের চাকরি যাবে। দাতাকুকে ওরাই পালাবার রাস্তা করে দেবে, গ্রেফতার করা তো দূরের কথা।'

'বেড়ানো শেষ করে কোথায় যাচ্ছ তুমি, কিংস্টনের সেই খামার বাড়িতেই?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে তোমাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না ওর।'

রানা চুপ করে রইল।

'খামার-বাড়িতে আবার যদি ও যায়, কি করবে তুমি?'

চিন্তিতভাবে একটা সিগারেট ধরাল রানা, কথা বলল না।

'এই খামার-বাড়ি তোমার কাছে কতটা প্রিয়, বুঝতে সময় লাগবে না

PROTECTED

Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ওর,' বলল কায়ান। 'বীমা করিয়েছ খামার-বাড়ির, রানা?'

চমকে উঠল রানা। 'বীমা করা আছে,' অস্ফুটে বলল ও।

'বীমা করা থাকলেও, ক্ষতিপূরণই শুধু হবে তাতে, যেটা হারাবে সেটা আর ফিরে পাবে না। তাছাড়া, কে জানে, খামার-বাড়ির সঙ্গে আরও কি প্রিয় জিনিস হারাবে তুমি।'

'কি করতে বলো তুমি আমাকে?'

'যা তুমি করতে চাইছ না।'

উত্তর না দিয়ে রিস্টওয়াচ দেখল রানা। ঠিক সেই সময় ফ্রন্টডোরের বেল বেজে উঠল।

সোফা ছেড়ে উঠল কায়ান, 'সম্ভবত ইউনুস।' বেরিয়ে গেল সে সিটিংরুম থেকে। দু'জনের আলাপের সময় থাকতে চায় না সামনে।

ইউনুসের কণ্ঠস্বর পেল রানা করিডরে, কথা বলছে কায়ানের সঙ্গে। বছর তিনেক আগে কায়ানের সাথে রানাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তার। পরিচয়টা এতদিনে ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছে। কায়ানের বাড়িতে রানার মতই অবাধ যাতায়াত ইউনুসের।

'মর শালা, জ্যান্ত পাপ!' রানাকে অভ্যর্থনা জানাল ইউনুস, 'কি যাদু যে করেছিস, সিঙ্গাপুরে আসছিস শুনেই আনন্দে নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না, খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ।' দরজা টপকে ছুটে এসে সামনে একটা সোফায় বসল প্রকাণ্ডদেহী ইউনুস। 'হ্যাঁরে, শুনলাম একটা মেয়ে নাকি তোকে ইলোপ করেছে? সত্যি কে সে? কোথায়?' এদিক ওদিক তাকাল ইউনুস, 'দেখছি না কেন?'

রানা বলল, 'দুঃখিত, পরপুরুষের সামনে এখন যেতে মানা আছে ওর।'

'হোয়াট! কেন? কে মানা···'

'আমি। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কাউকে বিশ্বাস করতে রাজি নই।'

ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল ইউনুস।

রানা জানতে চাইল, 'তোদের সব খবর কি তাই বল।'

এক পলকে বদলে গেল ইউনুসের চেহারা। রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল সে, খাদে নেমে গেল গলা। মুখটা গম্ভীর। নিজের পায়ের জুতো জোড়ার ডগার দিকে ক'সেকেন্ড চেয়ে রইল, তারপর মুখ তুলল, 'রানা, বন্ধু হিসেবে নয়, আমি অফিশিয়ালি তোর সাথে দেখা করতে এসেছি। ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ কিছুই করতে পারছি না আমি। তোর সাহায্য দরকার।'

বিপদটা যে সত্যি গুরুতর, ইউনুসের বলার ভঙ্গিতেই বুঝল রানা। কিন্তু নির্মম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করল ও, 'তোদের অফিসের বিপদ তো আমার কি? এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছিস কি ভেবে? বি.সি.আই-য়ের সঙ্গে আমি নেই, জানিস না?'

'সে তো গুজব···'

'কোনটা গুজব? বি.বি.আই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে?' চাপা ক্রোধের সঙ্গে বলল রানা, 'হতে পারে। কিন্তু বি.সি.আইকে আমি ত্যাগ করেছি। এটা গুজব নয়।'

'এ তোর অভিমানের কথা, রানা,' বলল ইউনুস, 'বিলিভ মি, যে ঘটনাটা ঘটেছে, শুনলেই লাফ দিয়ে উঠবি তুই, অভিমান করে বসে থাকতে পারবি না।'

'প্লীজ, ইউনুস,' বলল রানা, 'অন্য কোন কথা থাকলে বল।'

'রফিকের কোন খবর নেই, রানা,' ইউনুস একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল, রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে সে। 'মাস তিনেক হলো নিখোঁজ। আমার ধারণা, রফিক খুন হয়েছে।'

ধড়াস করে উঠল বুকটা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট খুন হয়েছে! মুহূর্তের জন্যে সব ভুলে গেল রানা, শিরা উপশিরায় বেড়ে গেল রক্তের গতি। কিন্তু মুখ দেখে কোন প্রতিক্রিয়ারই হদিস পেল না ইউনুস।

'আমি কি করব?' ইউনুসের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। 'কোথা থেকে নিখোঁজ হয়েছে?' নিস্তেজ গলায় জানতে চাইল ও, 'জাস্ট কিউরিওসিটি!'

'ওর শেষ অ্যাসাইনমেন্ট ছিল ইন্দোনেশিয়ায়,' বলল ইউনুস। 'ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের মিত্রা সেনের অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিল কায়ুদানা দ্বীপে। শেষ মেসেজ পাঠায় ওখান থেকেই: গোটা এলাকার অবস্থা বিস্ফোরণোন্মুখ।'

'অর্থ?'

'আগের মেসেজগুলোর প্রেক্ষিতে সর্বশেষ মেসেজটার অর্থ হলো, রেড ড্রাগন ইন্দোনেশিয়ায় আবার একটা রাজনৈতিক ওলটপালট ঘটাবার জন্যে তৈরি হতে যাচ্ছে। তুই তো জানিস, রেড ড্রাগনের হেডকোয়ার্টার হলো ছোট্ট একটা দ্বীপ। আমার ধারণা, কায়ুদানাই হচ্ছে সেই দ্বীপ। দেশের কয়েক হাজার দ্বীপ থেকে নির্দিষ্ট ঘোষিত রেড ড্রাগনের প্রতিনিধিরা সম্ভবত মিলিত হতে যাচ্ছে ওখানে। গুজব হলো, মিত্রা ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস ত্যাগ করে রেড ড্রাগনের দলে ভিড়েছে।'

'মিত্রা সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?'

'না,' বলল ইউনুস, 'শুধু জানা গেছে তোর খোঁজ করছে সে।'

চিত্রার মুখ থেকে একথা আগেই শুনেছে রানা, সুতরাং এটা কোন খবর নয় ওর কাছে। গোটা ব্যাপারটা ভুলে যেতে চায় ও, এই ভাব দেখাল বটে কিন্তু রফিক নিখোঁজ, হয়তো খুন হয়েছে সে, কোনমতে মন থেকে তাড়াতে পারল না ব্যাপারটা। ও জানে, এই সাক্ষাৎকারের ঘটনাটা তার রিপোর্টে উল্লেখ

PROTECTED

Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

করবে ইউনুস, রাহাত খান বেশ খুঁটিয়ে পড়বেন সেটা। ইউনুসকে নিরাশ করার একটা তাগাদা অনুভব করল ও। বি.সি.আই-য়ের বিপদে ওর যে কিছুই এসে যায় না এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে বলল, 'কে নিখোঁজ হয়েছে, কে খুন হয়েছে এসব জানার দরকার নেই আমার। কায়ান অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে বাইরে, ওকে ডেকে দিয়ো যাস যাবার সময়।'

এভাবে বিদায় করে দেবে রানা, ভাবতেও পারেনি ইউনুস। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে কয়েক সেকেন্ড, তারপর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। 'দেখা করিস সময় পেলে---'

'আনঅফিশিয়ালি, যদি সময় পাই,' বলল রানা।

করমর্দন করে বেরিয়ে গেল ইউনুস।

সবুজ সিল্কের ওপর পায়েসের মত জ্বলজ্বলে সাদা জরির বুটি সেলাই করা গাউন, মাথা আর দু'কাঁধের ওপর কালো একটা নেটের শাল, অসংখ্য দামী পাথর দিয়ে তৈরি একটা হুড়া গলার চারদিকে এঁটে বসে আছে, ঝুরিগুলো কালো নেটের সাথে আটকানো।

রিজার্ভ করা টেবিলে পৌঁছুতে তিন মিনিট দেরি হলো পায়রার। সিঙ্গাপুরের অভিজাত সমাজে এমন কেউ নেই যে ওকে চেনে না, ওর সাজপোশাকের ভক্ত নয়। প্রায় প্রতিটি টেবিল থেকে আহ্বান আর অভিনন্দনের বৃষ্টি পড়তে শুরু করল।

নিজের হাতে সাজিয়েছে পায়রা রেবেকাকে। বাঙালী কনের সেই চিরাচরিত সাজ। জামদানী, নাকফুল, টায়রা থেকে শুরু করে তাগা, টিকলি–কোন গয়নাই বাদ রাখতে দেয়নি সে। প্রতিবাদ রানাও করেছিল, কিন্তু পায়রা ক্ষুণ্ন হবে ভেবে উৎসাহই দিয়েছে সে রেবেকাকে। বলেছে, 'বাংলাদেশীদের নিয়ম, বিয়ের সময় এইভাবে সাজতে হয়।'

টেবিলে এসে বসল পায়রা। রেবেকার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'জ্বী না, লজ্জাবতী কনে, আমাকে সবাই অমন ডাকাডাকি করছিল দেখে ভেবো না যে আমিই ওদের আগ্রহের কারণ। ওরা খুব ভাল করেই জানে, পায়রা কায়ান অন্যের জিনিস। ওরা টাটকা, তাজা ফুলটার কথাই জানতে চাইছিল। বিশ্বাস না হয়, চারদিকে তাকাও। দেখো, সবাই কেমন গিলছে তোমাকে।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই খিলখিল করে হেসে উঠল পায়রা।

সব কটা টেবিলে লোকজন ভর্তি। হোটেল রক্সি গভীর রাত পর্যন্ত এইরকম ঠাসা থাকে ধনীর দুলাল আর রূপের দুলালীদের ভিড়ে। হুইস্কি আর শ্যাম্পেনের পালা শেষ করে ডিনারের অর্ডার দেয়া হলো। এমন সময় রানার কানের কাছে ঠোঁট নেড়ে কায়ান বলল, 'এইমাত্র ভেতরে ঢুকল।'

কে? প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝে নিল কার কথা বলছে

কায়ান। মুখ তুলতেই তাকে দেখতে পেল ও।

দাতাকুর সঙ্গের লোকটাই আগে দৃষ্টি কেড়ে নিল রানার। চকচকে গোল একটা মাথা লোকটার, কামানো। অবাক একটা ভাব ফুটে রয়েছে মুখের চেহারায়, মুখটা হাঁ করা। রানার মনে হলো, এই ভঙ্গিটা চর্চা করে অর্জন করেছে সে। ছটফটে স্বভাব, দ্রুত এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে মস্ত মাথাটা, যেন খুঁজছে কাউকে। চোখ দুটোর মণি কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আছে একটু বাইরে, দূর থেকে দেখে মনে হলো। বার থেকে প্রচুর মদ গিলে এসেছে, টলতে টলতে এদিকেই আসছে দু'জন।

নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে ছিল রানা, হাতের ওপর একটা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল। রেবেকাও চেয়ে আছে দাতাকুর দিকে, নিজের অজান্তেই একটা হাত চেপে ধরেছে সে রানার।

রানাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দাতাকু। সাদা হ্যাটটা কপালের ওপর তুলে দিল। লোমহীন চোখের ওপরটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। হনুমানের মত লাগছে দেখতে। ঠোঁট মুচকে হাসল সে। গ্লাসটা মুখের সামনে তুলে রেবেকার দিকে তাকাল, তারপর চুমুক দিল দু'বার পরপর, দ্রুত। টলতে টলতে আরও এগিয়ে এল সে।

'গুড ইভনিং!' রানা আর রেবেকার দু'পাশের ফাঁকা জায়গাটায় এসে দাঁড়াল দাতাকু, 'আমার বন্ধুর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, রানা।'

কেউ যখন কোন জবাব দিল না, দাতাকু হাতের গ্লাসটা তুলে ধরে বলল, 'রানা, আমি চাই, তোমাদের পুনর্মিলন উপলক্ষে গলা ভিজিয়ে একটু আনন্দ স্ফূর্তি করতে। মিস রেবেকা, আপনাদের পুনর্মিলন দীর্ঘস্থায়ী হোক, এই কামনা করি। যদি কিছু মনে না করেন, আমার সাথে নাচবেন কি?'

উত্তরের প্রত্যাশায় না থেকে মুখের কাছে গ্লাস তুলে পেছন দিকে মাথাটা হেলিয়ে দিল দাতাকু, হাঁ করা মুখের ভিতর গ্লাসের তরল পদার্থ কলের পানির মত পড়তে লাগল। দেখাদেখি একই ভঙ্গিতে গলায় হুইস্কি ঢালল সঙ্গী লোকটা।

'এ আমার বন্ধু কারাচ,' বলল দাতাকু, 'ওর ধারণা আমার সঙ্গে নাচের প্রস্তাব পেলে যে-কোন মেয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠবে। আপনার কি মনে হয়, মিস রেবেকা? ওহ হো, ভুলেই গেছি, আপনি তো প্রস্তাব পেয়ে আতঙ্কিত হননি। লেটস গো,' হাত বাড়িয়ে দিল দাতাকু।

ঝট করে শরীরটা আপনা থেকেই চেয়ারের একধারে সরে গেল রেবেকার, স্পর্শের ভয়ে কুঁকড়ে গেল সে।

'হাত সরাও,' মৃদু-কণ্ঠে বলল রানা। টেবিলের একটা গ্লাস ধরে আছে ও, চাপ যেভাবে বাড়ছে, যে-কোন মুহূর্তে সেটা ভেঙে যেতে পারে।

PROTECTED

Sumon ~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

দ্রুত হাতটা সরিয়ে নিয়ে দাতাকু বলল, 'সুরখিত, ব্যাপারটা ঠিক অনুধাবন করতে পারিনি আমি, রানা। পুনর্মিলনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে এখানে এসেছ, মনে হচ্ছে।'

কি বলছে না বলছে ভেবে দেখার আগেই রেবেকার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি।'

'খুব তাড়াতাড়ি....' মাতালের মত বিড়বিড় করল দাতাকু। দশ সেকেন্ড চেয়ে রইল সে রেবেকার দিকে লাল চোখ মেলে, 'খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে আপনি, স্বীকার করি। জীবনের ঠিক-ঠিকানা নেই, কে কতদিন বাঁচে কে জানে, তাই না? আজ আছি, কাল হয়তো থাকব না, সুতরাং শুভ কাজগুলো সেরে ফেলাই ভাল-ঠিক।'

স্থির চোখে চেয়ে আছে রানা। গ্লাস ধরা হাতটা এক চুল নড়ল না কথা বলার সময়। শোরগোলের মধ্যেও ওর মৃদু কণ্ঠ পরিষ্কার শোনা গেল। 'বন্ধুদের সঙ্গে একটা উৎসবে আছি আমরা, দাতাকু। তুমি যাও।'

কেঁপে কেঁপে হাসল দাতাকু। 'ভয় পেলে নাকি? তাহলে চলেই যাই। কিন্তু হম্বিতম্বি করে মিস রেবেকাকে হয়তো মুগ্ধ করতে পারবে, আমাকে নড়াতে পারবে না।'

খুব সহজ ভঙ্গিতে, ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল রানা।

শ'দুই লোক কথা বলছে, হাসছে। চামচ, প্লেট-আর গ্লাস ঠোকাঠুকির শব্দ চারদিকে।

হাতের গ্লাসটা বুকের কাছে ধরা রানার। দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে আশপাশের দু'একটা টেবিলের লোকজন থমকে গিয়ে চেয়ে আছে ওদের দু'জনের দিকে।

'আর একটাও কথা নয়, দাতাকু,' বলল রানা।

দ্রুত বাড়ছে দর্শকের সংখ্যা। সাত-আটটা টেবিল পুরোপুরি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে এরই মধ্যে। সবাই ঘন ঘন তাকাচ্ছে, একবার দাতাকুর দিকে, আরেকবার রানার দিকে।

কায়ানকে দেখে বোঝার উপায় নেই কিছু। পিঠ-টান করে বসে আছে সে চেয়ারে। একটা হাত কোটের বটন হোলের কাছে নিশপিশ করছে, ভিতরের পকেটে পিস্তল আছে তার। পায়রার মুখের হাসি আগের মতই, একটুকু ম্লান হয়নি। রেবেকার দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করার ব্যর্থ প্রয়াস পাচ্ছে সে। তার সহাস্য কথা কানেই ঢুকছে না রেবেকার, ঘন ঘন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে সে রানার দিকে।

দাতাকুর চকচকে তামাটে মুখের সর্বত্র বিন্দু বিন্দু ঘাম। একজন ওয়েটার ড্রিঙ্ক ভর্তি গ্লাসসহ ট্রে নিয়ে পিছিয়ে গেল, তার রাস্তাটা রানা আর দাতাকুর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে দেখতে পেয়ে।

'তোমাকে রুখে দাঁড়াতে দেখে নাচতে ইচ্ছে করছে আমার,' বলল

দাতাকু। 'প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা জমবে তাহলে এবার। সবাই জানে, শত্রু যদি নির্জীব হয়, তাকে আঘাত করে মজা পাওয়া যায় না। তা, বাইরে কি তুমি যেতে রাজি হবে এই মুহূর্তে, রানা?'

আশপাশে এখন আর কোন শব্দই নেই। বাঁ হাতটা কেউ ধরে ফেলল, সম্ভবত রেবেকা। ডান হাতের গ্লাসটা শূন্যে ছেড়ে দিল ও। গ্লাসটা পড়ে যাচ্ছে, দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে গিয়ে চমকে উঠল দাতাকু। রানার ঘুসি পাকানো হাতটা মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল সে। ডান হাত তুলতে যাবে তার আগেই প্রচণ্ড ধাক্কা খেল মুখের ওপর।

ঘুসিটার ব্যথা নয়, জোর অনুভব করে বিস্মিত বোধ করল দাতাকু। পাঁচ গজ দূরত্ব পেরিয়ে চিৎ হয়ে পড়ল সে, দুটো টেবিল আর একজন ওয়েটারকে উল্টে দিয়ে। ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে ওকে উঠে বসতে সাহায্য করতে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক খেল একজন। কারাচ ওকে ধরে দাঁড় করাল, তাকে বাঁ হাত দিয়ে ঠেলে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে ম্যানেজারের মুখোমুখি হলো সে। অদ্ভুত বিনয়ের সঙ্গে হাসল। 'সব দোষ আমার, ম্যানেজার সাহেব। আমার বন্ধু মি. রানা নার্ভাস ব্রেকডাউনে ভুগছেন, ওর সঙ্গে কৌতুক করতে যাওয়াটা ভুল হয়ে গেছে আমার। ও যদি ক্ষমা চায়, আমি কৃতার্থ হব, আর যদি ক্ষমা না চায়,...' শ্রাগ করল সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে। ম্যানেজার কথা বলতে যাচ্ছে দেখে স্মিত হেসে একটা হাত তুলে থামিয়ে দিল তাকে, কারাচের কাঁধ ধরে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

প্ল্যানটা রেবেকার: বারোটা এক মিনিটে বিয়ে। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান, মাত্র দু'জনের উপস্থিতিই যথেষ্ট, বর এবং কনে। সাক্ষী? উকিল? ম্যারেজ রেজিস্ট্রার? পায়রার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই রেবেকা নিজেকে এবং রানাকে দেখিয়েছে চোখের ইশারায়, তারপর বলেছে, 'আমরাই সব।'

শহরের অভিজাত এলাকা কোপরা থাক্ক রোডের দোতলা বাড়িটা ক'দিনের জন্যে ধার দেয়ার প্রস্তাব দিল পায়রা, সাড়ে দশটায় সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের। টেলিফোনে পায়রা যখন ফুলের অর্ডার দিচ্ছে তখন বাজে পৌনে এগারোটা, কায়ানের কাছ থেকে বাড়ির ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে রেবেকাকে নিয়ে মার্কেটিঙে বেরুল রানা।

পথে ট্যাক্সি থামিয়ে পূর্ব পরিচিত ভি.আই.পি স্টোরে ঢুকল ও। ম্যানেজার কুয়ান লী, রানাকে দেখেই বেরিয়ে এল কাঁচঘেরা কেবিন থেকে। 'অনেকদিন পর আবার এলেন, স্যার। সব ভাল তো? আপনার প্রিয়...'

'না, কুয়ান, টাই কিনতে আসিনি,' বলল রানা, 'বিশেষ একটা সেন্ট খুঁজছি আমি। টয়োমেন।'

'টয়োমেন?' কুয়ানের ভুরু কুঁচকে উঠল, 'জাপানী সেন্ট, কিন্তু নিঃসন্দেহে

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

কেউ ব্যবহার করে বলে তো মনে হয় না। স্যার, আপনি দ্রন ফুঙের কাছে খোঁজ করে দেখতে পারেন, ঠিকানাটা দিচ্ছি। জাপানী জিনিসপত্রের ইমপোর্টার ও, ওর কাছে থাকলেও থাকতে পারে।'

মার্কেটের ভিতরই দ্রনের অফিস। ফুয়ান লীর নাম শুনেই সাদর অভ্যর্থনা জানাল সে। রানার প্রশ্ন শুনে তোবাকো পাইপের গোড়া কপালে ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'কি দুঃখের ব্যাপার ভাবুন একবার! গত ছয় মাস ধরে অর্ডার দেয়ায় মাত্র একডজন টয়োমেন আনিয়েছিলাম, গত কালই পাঠিয়ে দিলাম...'

'কার কাছে? কে অর্ডার দিয়েছিল?' উত্তেজনা চেপে রেখে জানতে চাইল রানা।

'বালির একজন ডীলার।'

'বালি?' রানা বলল, 'দু'একদিনের মধ্যেই বেড়াতে যাচ্ছি বালিতে। ডীলারের ঠিকানাটা যদি দিতে পারেন...'

'বুঝেছি! কেউ শখ করেছে, তাই না?' সবজান্তার মত হাসল দ্রন, 'কিম হো হোয়াং, জেন পাসার, এই হলো ঠিকানা। পার্সেলটা পৌঁছুতে দু'চার দিন দেরি আছে এখনও।'

ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল রানা। হীরের আঙটি, মুক্তো বসানো হার ইত্যাদি কিনতে কিনতে রেবেকা যখন মনে করিয়ে দিল বাজেটের চেয়ে অনেক বেশি খরচ হয়ে গেছে, তখন ফেরার জন্যে ট্যাক্সিতে চড়ল ওরা। পায়রাকে নিয়ে কায়ান তখন চলে গেছে। গোটা বাড়িটা ফুলের বিছানা দিয়ে মোড়া দেখল ওরা। জানালায়, দরজায় ফুলের ঝালর। টেবিলে গোলাপের স্তবক। সুগন্ধে দম আটকাবার যোগাড়।

সদ্য কর্ক খোলা জনি ওয়াকারের বোতল সামনে নিয়ে নিচের সিটিংরুমে মিনিট দশেক কাটাল ওরা। সকাল বেলার ফ্লাইটে জাকার্তা ছুঁয়ে জেন পাসারে যাবে, সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেল রেবেকাকে দোতলায় রানা। পায়রার বেডরুমের সামনে তাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'বিশটা মিনিট সময় দেবে?' ছোট্ট করে মাথা নেড়ে অনুমতি দিল রেবেকা, চোখে চোখ রেখে হাসল। করিডর পেরিয়ে গেস্টরুমে ঢুকল রানা, সেখান থেকে সংলগ্ন বাথরুমে। শাওয়ার খুলে দিয়ে নিচে দাঁড়াল ও।

দশ মিনিটেই তৈরি হয়ে গেল রানা। সিল্কের পাড় সবুজ ড্রেসিং-গাউন পরে বসল একটা ইজি-চেয়ারে। ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে বাগান থেকে। ফুলের গন্ধে নেশা ধরে যায়। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে রেডিওর শব্দ, আশপাশের কোন বাড়িতে ঘুম নেই একজনের চোখে। অদ্ভুত একটা শিহরণ অনুভব করছে রানা। প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো এমন মধুরও যে হয়, জানা ছিল না ওর।

রেবেকার দায়িত্ব কাঁধে নিতে যাচ্ছে ও। গর্ব অনুভব করল নিজের মধ্যে রানা। রেবেকার ভাল-মন্দের ভার সব এখন ওর উপর। গত ক'সপ্তাহ ধরে শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কথাই শুধু ভেবেছে ও, কিন্তু আজ থেকে পরিস্থিতির রদবদল ঘটতে যাচ্ছে। শুধু নিজেকে নয়, রেবেকাকেও রক্ষা করার দায়িত্ব এখন ওর কাঁধে।

রেডিওতে চড়া ভল্যুমে জাপানী পল্লী সঙ্গীত বাজছে।

রিস্টওয়াচ দেখে হেলান দিল রানা ইজি-চেয়ারে। এখনও পাঁচ মিনিট বাকি। কান পাতল ও। কিসের শব্দ? টেলিফোনের?

হয়তো। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে না রানা।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপন মনে হাসল ও। জেন পাসার হয়ে বালিতে যাবে ওরা। দশদিন থাকবে ওখানে। হানিমুন শেষ করে ফিরবে কিংস্টনের খামার-বাড়িতে। ওখানেই ওদের ভবিষ্যতের শুরু। রেবেকা, খামার-বাড়ি, রকি...

ছিন ছিন করে উঠল বুকটা। মনেই ছিল না রকি নেই। ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল মুখের হাসিটা।

দাতাকু। কালো অশুভ একটা ছায়া যেন। রানা হঠাৎ অনুভব করল, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে চলছে ওর।

অবস্থা সেই আগের মতই, এখনও জানে না রানা কিভাবে ক্ষান্ত করবে সে দাতাকুকে। পার্থক্য শুধু এইটুকু, আগের চেয়ে দায়িত্ব বেশি অনুভব করছে কাঁধে, সেই সঙ্গে নতুন আত্মবিশ্বাস! রেবেকার ভালবাসা, এটাই কারণ।

আটলান্টিকের হিমশীতল পানি থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিল রেবেকা, দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার। তারপর হিমবাহের ওপর কপ্টার নামাবার পর রেবেকার সেই আতঙ্ক, কখনও ভুলবে না ও। ভুলবে না রানাকে বাঁচাবার জন্যে স্যার ফ্রেডারিকের গুলি খেয়ে মরতে চাওয়ার সেই দৃঢ় মনোবলের কথা।

কেউ নেই রেবেকার, কথাটা নতুন করে মনে পড়ে গেল রানার। ও ছাড়া কেউ নেই ওর।

আরও তিন মিনিট।

অধীর উত্তেজনা, সেইসাথে মাদকতাময় রোমাঞ্চ অনুভব করতে শুরু করল আবার। সেই একুশ বছরের জীবনে যেন ফিরে গেছে সে, এবং জীবনে এই প্রথম যেন এ ধরনের রোমাঞ্চ আর উত্তেজনার স্বাদ পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। রিস্টওয়াচ থেকে চোখ তুলল না ও: আর মাত্র এক মিনিট বাকি।

সেকেন্ডের কাঁটা প্রথম অর্ধেক পথ পেরুতে ইজি-চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। বারোটার ঘরের দিকে সাবলীল গতিতে এগোচ্ছে সেকেন্ডের কাঁটা। ফুলের ঘ্রাণভরা একবুক বাতাস ফুসফুসে টেনে নিয়ে পা বাড়াল ও। কামরা

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

থেকে বেরিয়ে করিডর পেরোল, দাঁড়াল রেবেকার কামরার সামনে। ভিতর থেকে উপচে উঠছে আনন্দের ধারা, সুখের হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।

নক করল ও।

সাড়া নেই। হাতল ধরে ঘোরাল। কবাট ফাঁক করল এক ইঞ্চি, মৃদু গলায় ডাকল, 'রেবেকা, আসতে পারি?'

সাড়া নেই। ভেতরে ঢুকল রানা। জোড়া বিছানার ডান দিকের একটা টেবিল ল্যাম্প থেকে আলো আসছে, বাকি সব আলো নেভানো। বাথরুমের দরজা খানিকটা ফাঁক করা, এগিয়ে গিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। নেই। ড্রেসিং টেবিলের কাছে দৃষ্টি আটকে গেল। স্যান্ডেল জোড়া পাশাপাশি পড়ে আছে। তিন সেকেন্ড এক দৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন একটা সঙ্কেত পড়তে চেষ্টা করল রানা।

শূন্য বিছানার ওপর পড়ে আছে তোয়ালেটা। রেবেকার হাতঘড়িটা দেখতে পেল রানা টেলিফোনের পাশে। রেবেকার নাইটড্রেস বা ড্রেসিং-গাউনের কোন চিহ্নই নেই কোথাও।

'রেবেকা!'

বাড়ির সবখান থেকে চিৎকারটা শোনার কথা। কিন্তু সাড়া নেই তবু। একবার মনে হলো, ওর দেরি হবে ভেবে নিচের সিটিংরুমে বা বাগানে সময় কাটাতে যেতে পারে রেবেকা।

সিটিংরুমটা অন্ধকার। আলো জ্বালল রানা। তারপর চাঁদের আলোয় গিয়ে দাঁড়াল। বাগানেও নেই রেবেকা।

কোথাও নেই!

তীক্ষ্ণ চিৎকারে চারদিক কাঁপিয়ে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা পাখি।

একটা শব্দ হয়েছে মিনিট পাঁচেক আগে। রানা দ্রুত ভাবছে। কিসের শব্দ ছিল সেটা? কলিংবেলের? টেলিফোনের?

কেঁপে উঠল রানার বুক।

সাত

টেলিফোনের শব্দ। হেয়ারব্রাশ ধরা হাতটা মাথার চুলের ওপর স্থির হয়ে গেল রেবেকার। বিয়ের এই রাতে কে আবার···পরমুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল, এটা পামরা কায়ানদের বাড়ি, ওদের জানাশোনা কেউ হয়তো ফোন করছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে সরে এল সে বেডসাইড টেবিলের কাছে,

ব্রাশটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্রাডল থেকে তুলে নিল রিসিভার।

প্রশ্ন হলো, 'মিস রেবেকা? মানে, বলতে চাইছি, অদূর ভবিষ্যতের মিসেস রানা?'

হ্যাঁ বা না কিছুই বলতে পারল না রেবেকা। প্রশ্ন শুনেই বুঝতে পেরেছে লোকটা কে।

'কি চান?' ঢোক গিলে জানতে চাইল রেবেকা।

'নড়বেন না একচুল, বা চিৎকার করার চেষ্টা করবেন না,' দৃঢ় গলায় নির্দেশ দিল দাতাকু, 'আপনাকে এবং রানাকে, আপনাদের দু'জনকেই আমি দেখতে পাচ্ছি টেলিস্কোপের সাহায্যে। বলা বাহুল্য, টেলিস্কোপটা ফিট করা রয়েছে আমার অটোমেটিক রাইফেলের সঙ্গে। এই মুহূর্তে টেলিস্কোপ দিয়ে রানাকে দেখছি আমি, অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা করছে সে গেস্টরুমের একটা ইজি-চেয়ারে বসে। আপনি নিশ্চয়ই চান না ওর বুকটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিই ট্রিগারে চাপ দিয়ে? যদি চান তাহলে চিৎকার করে ওকে সাবধান করে দেয়ার চেষ্টা করুন।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঘাড় ফেরাল রেবেকা খোলা জানালাটার দিকে। বাগান, প্রাচীর, প্রাচীরের বাইরে সরু রাস্তা, তারপর দুটো পাশাপাশি বাড়ি, অন্ধকারে ঢাকা। ওই দুটো বাড়ির যেকোন একটার জানালার সামনে বসে আছে দাতাকু, অনুমান করল সে। 'মি. দাতাকু, আপনি কি ধরনের মানুষ···'

'মানুষ আমি ভাল নই,' বলল দাতাকু, 'এতদিনে তা বুঝে নেয়া উচিত ছিল আপনার। সে যাক, এখন আপনাদের আমি মুঠোর ভেতর পেয়েছি, যা বলব অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলুন। তা না হলে···বুঝতেই পারছেন।'

গলার কাছে ড্রেসিং-গাউনের কলার মুঠো করে ধরে আছে রেবেকা, ঘাড় ফেরাল পাশের জানালার দিকে। অন্ধকার বাড়ি দুটোর দিকে চেয়ে আছে ও।

'আমার কথা শেষ হলে রিসিভার নামিয়ে রাখবেন,' বলল দাতাকু, 'তারপর সাবধানে বেরিয়ে যাবেন করিডরে, দেখবেন পায়ের কোন শব্দ যেন না হয়। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে বাগানের গেট খুলে রাস্তায় বেরিয়ে আসবেন। দশ গজ হেঁটে বাঁক নিলেই দেখতে পাবেন গাড়িটা। আপনি উঠলেই গাড়ি ছুটতে শুরু করবে। কোন ভয় নেই, আপনার কোন ক্ষতি আমরা করতে যাচ্ছি না। কিছু আলোচনা আছে আপনার সাথে, তাই এই ব্যবস্থা। গাড়ি আপনাকে নিয়ে রওনা হলে আমি রাইফেল সরাব রানার পিঠের দিক থেকে, তার আগে নয়। বুঝতেই পারছেন, আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে যদি পালন করেন, রানার কোন বিপদই ঘটবে না। কিন্তু আপনি যদি অবাধ্যতা দেখান, ওকে যদি কোন ভাবে কিছু জানাবার চেষ্টা করেন, তাহলে শুধু আপনার বোকামির জন্যেই ওকে মরতে হবে।'

রেবেকা ভাবছে দ্রুত।

PROTECTED

mon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'আমার কথা কানে ঢুকছে?' তীব্র গলায় জানতে চাইল দাতাকু।

'কিন্তু আপনার একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি,' চাপা কণ্ঠে বলল রেবেকা, 'ওকে আপনি খুন করতে চান না। আমাকে ভয় দেখানোই আপনার উদ্দেশ্য…'

'ধারণাটা ভুলও তো হতে পারে? ভুল কি নির্ভুল তা যাচাই করতে চাইলে ঝুঁকি নিতে হবে আপনাকে। রানার প্রাণের ওপর ঝুঁকি—নেবেন আপনি?'

কি করা উচিত বুঝতে পারছে না রেবেকা। মাত্র দশ গজ দূরে রয়েছে রানা। একটা চিৎকার, মাত্র দু'সেকেন্ডের ব্যাপার। চেয়ার ছেড়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসবে ও। চিৎকার করার সঙ্গেই যদি সে টেবিল ল্যাম্পটা অফ করে দেয়, কি ঘটতে পারে? রানা চেয়ার ছেড়ে উঠতে শুরু করবে, সেই সঙ্গে ড্রইংরুমের আলো নিভে যাবে। অন্ধকারে তাকে গুলি করতে পারবে না দাতাকু। কিন্তু রানাকে? গুলি করার সিদ্ধান্ত নিতে ক'সেকেন্ড সময় নেবে দাতাকু? পাঁচ সেকেন্ড? না, পাঁচ সেকেন্ড লাগবে না তার। হয়তো দেড় কি দু'সেকেন্ড, বড় জোর। এই দু'সেকেন্ডে চেয়ার থেকে কতটা দূরে সরতে পারবে রানা? সরলেও, দাতাকুর দৃষ্টিপথের আড়ালে পৌঁছুতে পারবে ও?

হাতের তালু ভিজে গেছে ঘামে।

'দেখুন,' অস্বাভাবিক শান্ত লাগল রেবেকার কানে দাতাকুর কণ্ঠস্বর, 'ধ্বংসে ডেকে আনতে পারে এমন কিছু ভাববেন না, এটাই আমার অনুরোধ। স্বীকার করছি, আপনি ঠিকই ধরেছেন, রানাকে আমি খুন করতে চাইছি না। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, এই ধরনের একটা রাইফেল ব্যবহার করার আগের মুহূর্তে কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয় আঘাতটা কি রকম হবে! আমার হাতে এটা অটোমেটিক রাইফেল, প্রতিটি বুলেটকে আমি নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করব, তা আশা করতে পারি না। তাই, কি হয়, কিছুই বলা যায় না। গোনা শেষ হওয়ার পরও যদি দেখি আপনি বাড়ির বাইরে বেরুতে চাইছেন না, গুলি আমাকে করতেই হবে। ঠাট্টা যে করছি না, তখন প্রমাণ পাবেন, কথা দিচ্ছি। নিন, আমার সাথে সাথে আপনিও গুনতে থাকুন। এই…দুই…'

টেবিলে খুলে রাখা রিস্টওয়াচটার দিকে তাকাল রেবেকা। বিশ মিনিট সময় চেয়েছিল রানা, কিন্তু তখন ক'টা বেজেছিল দেখেনি সে। বিশ মিনিট কি পেরোয়নি এখনও? নাকি, দশ মিনিট মাত্র পেরিয়েছে?

ভয়ে শুকিয়ে আসছে গলা, কিন্তু ভয়ের চেয়ে বেশি রাগ লাগছে তার। কিছু একটা এই মুহূর্তে করা দরকার।

'তিন…চার…'

রানাকে কাছে পাওয়ার একটা ইচ্ছা হঠাৎ গ্রাস করল রেবেকাকে, নাম ধরে ডাকার জন্যে মুখ খুলল সে, কিন্তু সেই মুহূর্তে কানে 'পাঁচ'-এর আকারটা প্রলম্বিত হয়ে বাজতে শুরু করায় মুখ বুজে ফেলল আবার।

'ছয়…'

কিন্তু কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না এখনও রেবেকা। হয় রানা না হয় আমি! কোন বিকল্প? না, নেই।

'সাত…।' দাতাকু বলল, 'বেশি সময় নেই আর, মিস রেবেকা।'

চোখ বুজে ভাবতে চাইছে রেবেকা। হঠাৎ সে অনুভব করল, তার মাথা কাজ করছে না। শীত করছে তার। জানালার দিকে দৃষ্টি ফেলতে একটা জোনাকিকে শুধু জ্বলতে নিভতে দেখল সে।

দম বন্ধ করে দাতাকুর কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে তৈরি হচ্ছে রেবেকা আবার।

'এই শেষবার বলছি, মিস রেবেকা, ঠাট্টা করছি না আমি। আট…'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রেবেকা। তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল রিসিভারটা। ঘুমের মধ্যে হাঁটছে যেন সে, টলমল করতে করতে ঘুরে দাঁড়াল। পা বাড়াবার আগে ফুল দিয়ে ফুটিয়ে তোলা বেডরুমের সৌন্দর্যটুকু দেখে নিল একবার চোখ বুলিয়ে। দরজা খুলে করিডরে বেরুল সে। পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা। মাত্র সাত গজ দূরে স্টাডিরুমের দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিন সেকেন্ড। মাথা ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল সিঁড়ির দিকে। তারপর পা বাড়াল।

নিঃশব্দে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দশগজ হাঁটল সে, বাঁক নিতেই দেখতে পেল কালো গাড়িটাকে। মুহূর্তের জন্যে একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভাবল, ছুটে পালাবে নাকি অন্য কোন দিকে? দাতাকুর রাইফেল এখনও তাক করা আছে রানার পিঠের দিকে ভেবে আবার হাঁটতে শুরু করল সে। খুঁত খুঁত করছে মনটা। ভুল করছে না তো সে? সত্যিই কি রাইফেল তাক করে ধরে আছে দাতাকু?

গাড়ির দরজার কাছে পৌঁছুবার আগেই সামনের একটা দরজা খুলে গেল। স্টার্ট নিল গাড়ি।

সামনে স্টিয়ারিং নিয়ে বসে আছে লোকটা। কারাচ। চাঁদের আলোয় কোটর ছেড়ে অর্ধেক বেরিয়ে থাকা চোখের মণি জোড়া চকচক করছে। ইতস্তত করল রেবেকা, তারপর মরিয়া একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে গাড়িতে উঠে কারাচের পাশে বসল।

ছুটতে শুরু করল গাড়ি।

দু'জনেই চেয়ে আছে সামনের দিকে। যথাসম্ভব এক ধারে সেঁটে বসেছে রেবেকা। দু'বার মোড় নিয়ে শ'খানেক গজ দূরত্ব পেরোল গাড়ি, তারপর একটা গলিমুখের সামনে থামল। মিনিট দুয়েক পর অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে এল একটা কালো ছায়া। দাতাকু।

গাড়ির পেছনে সীটে উঠে বসল সে। সরাসরি তার দিকে তাকাল না রেবেকা। কিন্তু চোখের কোণ দিয়ে তার হাতে পিস্তল রয়েছে দেখতে পেল

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

সে।

অবশেষে মোড় ঘোরে পড়ল গাড়ি। স্পীড তখন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল।

নিজের বিপদের কথা এতক্ষণে ভাবছে রেবেকা। রানা এখন বিপদমুক্ত, বুকটা হালকা হয়ে গেছে তার। মাথা এখন পরিষ্কার, আবার চিন্তা করতে পারছে। কারাচের দিকে ফিরল সে, জানতে চাইল, 'আপনি কে? আপনি কেন...'

'ধৈর্য ধরুন,' বলল কারাচ, সামনের দিকে চোখ রেখে। 'জানতে পারবেন।'

বিপরীত দিক থেকে গাড়ি আসতে দেখলে সাহায্য চাইবার জন্যে কোনরকম চেষ্টা করবে না সে, ভাবল রেবেকা। কিন্তু পেছন থেকে যদি কোন গাড়ি ওদের ওভারটেক করছে দেখতে পায়, সুযোগটা নেবে। স্পীডোমিটারের দিকে তাকিয়ে নিরাশ হলো সে। মাঝের ঘরে কাঁপছে মিটারের কাঁটা। তাছাড়া, সময়টা এখন মধ্য রাত। নির্জন হাইওয়েতে গাড়ি দেখতে পাওয়ার আশা নিতান্তই কম।

রাস্তার ডান দিকে খাদ শুরু হলো। বাঁ দিকে পাহাড়ের খাড়া গা অনেক আগে থেকেই লক্ষ করছে রেবেকা। হঠাৎ শিউরে উঠল সে পেছন থেকে কাঁধের ওপর দিয়ে চকচকে সোনালী সিগারেট কেসটা মুখের সামনে এসে থামতে। দরজার দিকে আরও সরে গেল সে, সরিয়ে নিল মাথাটা। হাতটা ফিরিয়ে নিল দাতাকু। কাঠ হয়ে বসে আছে রেবেকা, ক'সেকেন্ড পর লাইটার জ্বলে ওঠার শব্দ পেল পিছন থেকে। ঘন ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী রেবেকার চুল আর কান ছুঁয়ে মন্থর গতিতে মুখের পাশ ঘেঁষে সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

'আমি সত্যি দুঃখিত,' রেবেকার সীটের দিকে ঝুঁকে পড়ে পেছন থেকে বলল দাতাকু, 'আপনার জীবনের এমন একটা মধুর রাত, সম্ভব হলে এই রাতের মাধুর্যটুকু এমন বেরসিকের মত নষ্ট হতে দিতাম না আমি, বিশ্বাস করুন। আপনার সাথে আমার কোন রেষারেষি নেই। রানার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, এটাই আপনার একমাত্র দুর্ভাগ্য। আগেই আপনাকে জানিয়েছিলাম, ওই লোকটার কাছ থেকে দূরে সরে থাকলে আপনার কোন বিপদ ঘটবে না।'

ঢোক গিলল রেবেকা। কি যেন বলতে চাইছে দাতাকু, কিন্তু তারিয়ে বলার মজাটুকু উপভোগ করতে চাইছে সেই সঙ্গে, মনে হলো তার।

'খানিক আগে যে প্রশ্নটা করেছেন আপনি আমার বন্ধুকে,' দাতাকু বলল সহজ গলায়, 'সে প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা আছে, অথবা একটু চেষ্টা করলে আপনি কল্পনা করে নিতে পারবেন, আমার বিশ্বাস। আপনি তো জানেন, রানাকে আমি খোঁচাতে চাই। যেখানে খোঁচা দিলে ওর ব্যথা লাগবে ঠিক সেইখানে...এবার বুঝে নিন।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'কারাচ জানে,' মৃদু শব্দে হাসল দাতাকু। 'যে জায়গা ওর পছন্দ হবে সেখানেই থামাবে গাড়ি। আজ সেরে রাত শেষ হবার আগেই অবশ্য ফিরব আমরা শহরে। আপনাকে আবার ফিরিয়ে দেয়া হবে রানার কাছে, কিন্তু সে আপনাকে গ্রহণ করবে কিনা...'

কারাচের কুৎসিত হাসিটা অশ্লীল, গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল রেবেকার।

'আমার সুপরামর্শগুলো যদি গ্রহণ করতেন,' দাতাকু বলল, 'এসব কিছুই ঘটত না। কথা শোনেননি তার জন্যে আপনার এই শাস্তি। ওর হাতে তুলে দিয়েছি, কারণ আপনাকে নাকি দারুণ পছন্দ হয়েছে ওর। কারাচ এখন কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে আপনার কাছ থেকে ওর মজুরি। রানা...'

তৈরি ছিল না তাই অপ্রত্যাশিত আক্রমণটা মুহূর্তের মধ্যে তছনছ করে দিল ওদের অনুকূল পরিস্থিতিটাকে। হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রেবেকা কারাচের ওপর। দু'হাত দিয়ে ধরে টান মারতেই স্টিয়ারিং হুইল থেকে হাত দুটো ছুটে গেল তার। গা ঝাড়া দিয়ে রেবেকাকে সরিয়ে দিতে গিয়ে সে দেখল গাড়িটা বিপজ্জনক ভাবে ছুটে যাচ্ছে খাড়া পাহাড়ের দিকে।

ছিটকে পড়ল রেবেকা ধাক্কা খেয়ে সীটের অপরপ্রান্তে।

'ধরো ওকে, সামলাও!' চিৎকার করে উঠল কারাচ দাতাকুর উদ্দেশে।

ঘাড়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা অনুভব করল রেবেকা। সুইচ অন করার মত প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল পরমুহূর্তে। আগুনের স্পর্শে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল রেবেকার শরীরে। দু'হাত তুলে দশটা আঙুল বাঁকা করল সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল কারাচের মুখের ওপর।

বাঁ হাতের তর্জনী সেঁধিয়ে গেল কারাচের চোখের মণির পাশ ঘেঁষে ভিতরে, উষ্ণতা অনুভব করল রেবেকা আঙুলটায়। বিকট আর্তনাদ করে উঠে শরীরটা এলিয়ে দিল কারাচ। হ্যাঁচকা টানে বাঁ হাতটা সরিয়ে নিল রেবেকা। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে দৃষ্টি পড়ল বাইরে, পাথর হয়ে গেল সে। দাতাকুর একটা লম্বা হাত কারাচের সীটের ওপর দিয়ে স্টিয়ারিং হুইল ধরার চেষ্টা করছে। কনুই দিয়ে হাতটাকে লক্ষ্যচ্যুত করে দিল রেবেকা, ততক্ষণে অপর হাত দিয়ে খুলে ফেলেছে সে দরজাটা।

গাড়ি নামছে খাদে। রাস্তার দিকের দরজাটা খোলা, কিন্তু তখনও সেটা পলে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি রেবেকা। খানিক নিচেই একটা বড় পাথর, তাতে লেগে উল্টে গেল গাড়িটা, ডিগবাজি খেতে খেতে খাদের নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

আট

'জায়গা ছেড়ে নোড়ো না,' ওরা বলল রানাকে, রেবেকা, দাতাকু—দুজনেই জানে তোমার এই ঠিকানা। তুমি এখানে না থাকলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হারাতে পারো। ফোনের পাশে বসে থাকো। যা কিছু করার আমরা করছি সব।'

সব প্রতিবাদ আর আপত্তি অগ্রাহ্য হওয়ায় মেনে নিল রানা ওদের কথা। জোহর কায়ান মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সাহায্য-কামনা করল ইউনুসের, রানার অজান্তেই। জানতে পারলে রানা অনুমতি দেবে না, এ ভয় তার ছিল। রানা যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না, এটুকু অন্তত জানে সে।

অফিশিয়ালি পুলিস বা সি.আই.ডি-কে জানাতে রাজি হলো না ব্যাপারটা ইউনুস। থানা হেডকোয়ার্টারে গেল সে জোহর কায়ানকে নিয়ে হাত এগারোটার দিকে, পুলিস চীফকে বলল, থাইল্যান্ডের একজন জেণ্ট ভাড়া আসামী সিঙ্গাপুরে অনুপ্রবেশ করেছে, তারা কি কিছু জানে এ সম্পর্কে?

আধ ঘন্টা পর ওরা থানা হেডকোয়ার্টার থেকে বেরুল। প্রায় সব থানা স্টেশনে দাতাকুর চেহারার বর্ণনা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ইতোমধ্যে।

দু'চোখ ভরা সহানুভূতি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে পায়রা, সান্ত্বনার নরম দুটো হাত রানার মুখটা ধরে আছে, কখনও পরম স্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওর। 'রানা,' টেবিল থেকে কালো কফি ভর্তি থার্মোসটা তুলে নিয়ে বলল পায়রা। 'এই বিপদের সময় ভেঙে পড়লে চলবে কেন তোমার? নাও, ধরো।'

বিড় বিড় করে কি বলল রানা ঠিক বোঝা গেল না, সম্ভবত ধন্যবাদ জানাল পায়রাকে। তার হাত থেকে কফির কাপটা নিল।

'নিচে রাম আছে, নিয়ে আসি এক ছুটে?'

মাথা নেড়ে নিষেধ করল রানা। যেদিকে তাকাচ্ছে ও, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আটকে থাকছে দীর্ঘক্ষণ, নিস্পলক। কিছুই ভাবতে পারছে না। ঘৃণা, ঘৃণা আর ঘৃণা, গোটা শরীর মন ঘী ঘী করছে ওর। দাতাকুর মত আর কোন মানুষকে এতটা ঘৃণা করেনি ও কখনও।

আর ভয়। রেবেকার জন্যে দম আটকানো ভয়। ঠাণ্ডা লাগছে ওর, ভয়ানক দুর্বল হয়ে উঠেছে হাত আর পা দুটো—ভয়ে। এ সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা।

'দাতাকু জানে রেবেকা তোমার জীবনের অর্ধেকেরও বেশি,' হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল পায়রা বিছানার ওপর রানাকে, দু'হাত রাখল কাঁধে, তারপর ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে শুইয়ে দিল ওকে। বালিশটা নেড়ে ঠিক করে দিল, মাথাটা ধরে বালিশের মাঝখানে সরিয়ে দিল সে। তারপর ঝুঁকে পড়ল রানার মুখের ওপর। একটা হাত রানার মাথায়, আরেকটা রানার বুকে, আড়াআড়ি ভাবে। 'রেবেকাকে খুন সেজন্যেই করবে না সে। করতে পারে না। রেবেকা যদি না থাকে, তোমাকে আতঙ্কিত করার একটা উপায় হারাতে হবে দাতাকুকে। তা তো সে চায় না, তাই না? তোমাকে ভয় পাওয়ানোতেই তার আনন্দ। তোমাকে অস্থির করে তোলার মধ্যেই তার প্রতিশোধ। সুতরাং বোকা তো সে নয় যে রেবেকাকে খুন করবে!'

ধীরে ধীরে চোখ বুজল রানা। সিধে হয়ে বসল পায়রা, হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর গ্যাস লাইটার তুলে নিল। একটা সিগারেট ধরাল সে। জ্বলন্ত সিগারেটটা হাত বাড়িয়ে গুঁজে দিল রানার ঠোঁটে। চোখ মেলল রানা। পায়রার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। 'মন খারাপ করে থেকো না, প্লীজ!' শার্টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে রানার বুকে হাত রাখল সে, বলল, 'আমি বলছি, রেবেকার চরম কোন ক্ষতি করবে না দাতাকু।'

'রেবেকাকে যদি ফিরে পাই,' অস্ফুটে বলল রানা, 'দ্বিতীয়বার এ ঘটনা আর ঘটবে না।' উঠে বসল বিছানার ওপর ও।

চেয়ে রইল ওরা পরস্পরের দিকে ক'সেকেন্ড।

'ফোন ছেড়ে নোড়ো না,' বিছানা থেকে নামল রানা, 'শেভ আর শাওয়ারটা সেরে নিই।'

ভোর হয়ে এসেছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে রানা দেখল ধূমায়িত কফির কাপ হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে পায়রা। একটু পরই ফোন এল জোহর কায়ানের।

'শহর থেকে দূরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে,' কায়ান জানাল, 'রাস্তা থেকে গড়িয়ে খাদের নিচে পড়ে গেছে একটা গাড়ি। ভেতরে তিনজন আরোহী ছিল। দু'জন পুরুষ, বেঁচে নেই। চেনবারও উপায় নেই লাশ দুটোকে। কিছুই পোড়াতে বাকি রাখেনি আগুন। মেয়েটি খাদের গায়ে আটকে ছিল বলে বেঁচে গেছে, তবে জ্ঞান ফেরেনি এখনও।'

'কোথেকে কথা বলছ তুমি?'

'একটা সংবাদ সংস্থার অফিস থেকে,' বলল কায়ান, 'এই মুহূর্তে আমরা রওনা হয়ে যাচ্ছি হাসপাতালের দিকে। দুশ্চিন্তা কোরো না, রানা,' একটু থেমে আবার বলল কায়ান, 'আমার ধারণা, পাল্টা আঘাত তোমার না করলেও চলবে। সে তার নিজের শাস্তির ব্যবস্থা নিজেই করে ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে। দেখা যাক, পনেরো মিনিটের মধ্যে জানতে পারব সব।'

অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল রানা। একটি মুহূর্ত যেন একটি শতাব্দী, ফুরাতেই চায় না। পায়রাও অপেক্ষা করছে রুদ্ধশ্বাসে। সত্যিই কি গাড়িটায় রেবেকা আর দাতাকু ছিল? অপর লোকটি কে? কায়ান?

PROTECTED

~SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com

ক্রিং! ক্রিং!

থমকে দাঁড়াল রানা। তারপর ঘুরল। রিসিভারটা পায়রার নাগালের মধ্যে। চেয়ে আছে সে রানার দিকে। হঠাৎ অভয় দিয়ে হাসল, 'কি হলো, রানা, রিসিভার তোলো! সুসংবাদটা তুমিই শোনো নিজের কানে, তারপর তোমার মুখ থেকে শুনব আমি।'

দ্বিতীয়বার বেল বাজছে। রানা দু'পা এগিয়ে তুলে নিল রিসিভার, 'হ্যালো!'

কায়ান নয়। শরীরে আনন্দের একটা স্রোত ধাক্কা মারল: রেবেকার গলা! 'রানা, রানা, আমি ভাল আছি! কিছুই হয়নি আমার, একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। আর···আর···' হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রেবেকা। কথাটা বলতে পারল না সে।

পরমুহূর্তে কায়ানের গলা শুনল রানা, 'আমার ধারণাই ঠিক। গাড়িতে ওরাই ছিল। তোমার সমস্যার সমাধান ঘটে গেছে চিরতরে। কঙ্গ্র্যাচুলেশনস! রেবেকাকে নিয়ে আসছি আমি।'

বলতে হলো না কিছু, রানার মুখ দেখে যা বোঝার বুঝে নিল পায়রা। রানা রিসিভার নামিয়ে রাখা শেষ করার আগেই সে বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মত রানার ওপর গিয়ে পড়ল। পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে রানার কপালে একটা চুমো খেয়ে ফেলল। 'কারও মৃত্যু সংবাদে এমন আনন্দিত হইনি কখনও আমি!'

কিন্তু আমি কেন বিষণ্নবোধ করছি? ভাবছে রানা। দাতাকু নেই, কেমন যেন খারাপ লাগছে। লোকটার প্রতি ভুল করে অবিচার করেছিল সে···কথাটা বারবার করে মনে পড়ছে এই মুহূর্তে।

সিগারেট ধরিয়ে পায়রার সঙ্গে নিচে নামল রানা। সিটিংরুমে বসল ওরা। নিচে থেকে ফোন করছে পায়রা ওদের দ্বিতীয় বাড়িতে। কাশমাকে সুসংবাদটা জানাচ্ছে সে।

বিশ মিনিট পর গাড়ির শব্দ পেল ওরা।

বালি। ইন্দোনেশিয়ার স্বর্গীয় দ্বীপ।

এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিল ওরা।

'বলেছিলাম না, ডেন পাসার ঘিঞ্জি এলাকা?' বলল রানা, 'কিন্তু ডেন পাসারকে দেখে বালি সম্পর্কে কোন ধারণা পোষণ কোরো না। বালি হলো সৌন্দর্য পূজারীদের তীর্থস্থান, খানিক পরই তার প্রমাণ পাবে। এক মিনিট,' ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল রানা, 'ওহে, চীনা মার্কেটের সামনে থামো একবার।'

কোর্টাকে দাঁড় করাল ড্রাইভার মার্কেটের সামনে। রেবেকাকে বসিয়ে রেখে নেমে গেল রানা। ঠিকানা মিলিয়ে কিম হোর দোকানে ঢুকল। ওর প্রশ্নের উত্তরে কিম হো জানাল, 'সিঙ্গাপুর থেকে টয়োমেনের একটা চালান

আসার কথা আছে বটে, কিন্তু দুঃখিত, ওটা কায়দানার সুলতানের অর্ডারের মাল। না, এই সেট এদিকে আর কেউ ব্যবহার করে বলে জানা নেই আমার।'

ডেন পাসারকে ছাড়িয়ে বালিতে পৌঁছুল ওরা। এর আগে তিনবার আসা হয়ে গেছে রানার, প্রায় প্রতিটি গ্রাম ওর চেনা। চীনা ড্রাইভারের পাশে বসা কাশমা নাকি সুরে চাঙ-চুঙ চোঙ চা করছে, বোঝা গেল চীনা ভাষা মোটামুটি জানা আছে তার।

আর রেবেকা, সে মেয়েই যেন নয়! সেই বিষণ্নতার ধূসর ছায়া সরে গেছে মুখের চেহারা থেকে। গাড়ির বাইরে আঙুল বের করে দিয়ে এটা কি ওটা কি জানতে চাইছে। হাসছে রানা, আর উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। রেবেকা যে কচি শিশুর মত এতটা আনন্দে আটখানা হয়ে উঠতে পারে, জানা ছিল না ওর। রানার উত্তরের সবটুকু শোনার অপেক্ষাতেও থাকছে না সে, খিলখিল করে হেসে উঠছে, কখনও আনন্দে হাততালি দিয়ে ফেলছে।

স্বচ্ছ, হলুদ সূর্যালোকে চিকচিক করছে খাল আর নদীর পানি। ধানখেতে কৃষকেরা কাজ করছে। দূর পাহাড়ের মাথায় ক্ষীণ ধোঁয়ার রেশ, বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

দু'পাশে বালিনিজ গ্রাম। হিন্দু আর বৌদ্ধদের মন্দির প্রতি একশো গজের মধ্যে একটা না একটা চোখে পড়ছেই, অমনি ড্রাইভারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠছে রেবেকা, 'থামাও, থামাও!'

'আর গ্রামগুলো যে এত সুন্দর তা তো বলোনি আমাকে?' বিস্ময় আর আনন্দের সাথে অভিযোগ করল সে।

'গিয়ানজারে থামব আমরা, রেবেকা,' বলল রানা, 'ওখানকার গ্রাম আর মন্দিরগুলো দেখতে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে ট্যুরিস্টরা আসে। এখন অবশ্য ট্যুরিস্টদের আসার সময় নয়, আমরা বেশ নিরিবিলিতে সময়টা কাটাতে পারব। বেদাবায় পৌঁছে গাড়ি ছেড়ে দেব, ওখান থেকে হাঁটা পথ। দর্শনীয় স্থান দেখতে হলে গাড়িতে বসে থাকলে চলবে না।'

'কোথায় যেন পড়েছিলাম, বালিকে নাকি হানিমুন আইল্যান্ড বলা হয়।'

'ঠিক,' বলল রানা, 'বালিনিজরা নব-দম্পতিদের বিশেষ চোখে দেখে। কোথাও যেতে বাধা নেই তাদের। প্রতিটি গ্রামে ব্রাইডাল চেম্বার আছে। বিদেশী হলেও নব-দম্পতিদের উপহার দেয়া বালিনিজদের একটা সামাজিক রীতি।'

'বালিনিজদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কৃষক হিসেবেও মনে করা হয়,' বলল রেবেকা, 'এখানে খানিক জায়গা না কিনলেই নয়, রানা।'

পাঁচিল দিয়ে ঘেরা গ্রাম, ভিতর দিয়ে চলে গেছে ইঁট বিছানো রাস্তা। গ্রামগুলোর আকারের কোন ঠিক ঠিকানা মিলবে না। কোন গ্রামে মাত্র একটি পুকুর, চার পাঁচটা কুঁড়ে ঘর, ছোট্ট একটা বাঁশঝাড়, দু'দশটা নারকেল বা সুপারি

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

গাছ—আর কিছু নেই। হয়তো একশো বর্গগজ তার আয়তন। আবার আট দশ মাইল জায়গা নিয়েও রয়েছে কোন কোন গ্রাম। গভীর বনভূমি, পাথরের পাহাড়, কাঠের তিন চারতলা বাড়ি, খরস্রোতা নদী এসবও রয়েছে সেই গ্রাম গুলোতে।

প্যাগোডা আর মন্দিরগুলোর পাথুরে শরীরে ধর্মীয় কাহিনীভিত্তিক ছবি খোদাই করা, কালের স্পর্শে কোথাও কোথাও সেগুলো অস্পষ্ট। সাদামাঠা শ্বেতপাথরের মসজিদগুলোকে ফাঁকা জায়গা বেছে দাঁড় করানো হয়েছে, উঁচু মিনারের মাঝামাঝি একটা করে ঝুল-বারান্দা, আযান দেয়ার জন্যে মুয়াজ্জিন ওখানে উঠে যান।

ঘন্টাকৃতি বেতের ঝাঁকা নিয়ে বসে আছে গ্রামবাসীরা উঠানের চারদিকে। ঝাঁকার ভিতর শিকারী মোরগ। মোরগের লড়াই বালিনিজদের নিত্যদিনের আনন্দের খোরাক, সেইসঙ্গে কারও কারও পেশাও বটে।

যুবতীদের মাথার খোঁপা একদিকের কানের ওপর বসানো, বিদেশী রানাকে দেখে সেই খোঁপার দিকটা সামনে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে কেউ কেউ। সকৌতুক হাসিতে ফেটে পড়ছে রেবেকা, যুবতীরা লজ্জা ভুলে চমকে ফিরে তাকাচ্ছে। ওদের নব দম্পতি ভেবে নিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গৃহস্বামী হাসছে, কোলে শিশু। একদল যুবক একদল কিশোরী ও যুবতীর পিছু পিছু হাততালি দিতে দিতে গ্রামে ঢুকছে, দু'দলই ভিজে কাপড়ে উঠে এসেছে নদী থেকে।

আর ধান খেতে সোনালী ফসল।

তারপর, দূর পাহাড়ের পাদদেশে সবুজ মখমলের মত কচি ঘাস, গরু-ছাগল-মোষ আর শূকরের পাল চরে বেড়াচ্ছে। রাখালের হাতে গাছের ভাঙা ডাল অথবা বাঁশের বাঁশি, বাতাসের সঙ্গে তাল রেখে সেই বাঁশি করুণ সুরে বিষণ্ণ করে তোলে কাঠফাটা রোদের আকাশ।

গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবীর দল ওদের বাক্স-পেটরা বয়ে নিয়ে চলেছে। কাছেই পাহাড়, ঘাসের ওপর দিয়ে পায়ে চলা পথ। চোখ গরম করে ওপর থেকে চেয়ে আছে সূর্য। গন্তব্যস্থান বেদাবা গ্রাম।

চোখ জুড়ানো দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়ে দু'মাইল দূরত্ব পেরোতে এতটুকু ক্লান্ত হলো না রেবেকা। তারপর সামনে পড়ল উপত্যকা, নিচে অগভীর নদী। ভাটার সময়, তাই হেঁটেই পার হওয়া গেল।

উঁচু সুপারি গাছের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা—বেদাবা। গ্রামের পেছন দিকে রাশভারী চেহারার একটা আগ্নেয় পাহাড় আয়েশের সঙ্গে ধোঁয়া ছাড়ছে একটু একটু। সামনে ঘাসবন আর ধানখেত। আরেক দিকে বিস্তীর্ণ বনভূমি, এমন কি বুনো হাতি পর্যন্ত বসবাস করে ওখানে। দক্ষিণে নদী, নদীর ওপারে অন্য গ্রাম, তারপর খেত আর পাহাড়, তার ওপারে সাগর।

খেত থেকে শোরগোল তুলল একদল কৃষক। গ্রামের প্রবেশ পথে মঞ্চের ওপর দেখা গেল আনাক অ্যাগাঙ কারাঙকে, গ্রামের মোড়ল সে। মঞ্চটা নব-দম্পতিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যেই তৈরি। টেলিগ্রামের স্বল্প পরিসরে কারাঙকে জানানো হয়নি যে ওদের বিয়ের তারিখ পিছিয়ে গেছে।

এর আগে দু'বার বেদাবায় একটা করে রাত কাটিয়ে গেছে রানা। মঞ্চ থেকেই সহাস্যে হাত নেড়ে কিছু দেখাবার চেষ্টা করছে কারাঙ।

'কি দেখাচ্ছে ও?'

রানা বলল, 'গতবার একটা গ্যাস লাইটার দিয়ে গিয়েছিলাম ওকে। আমাকে ভুলে যায়নি, সেটাই বোঝাতে চাইছে কারাঙ।'

ওদের ঘিরে ধরল গ্রামের মেয়েরা। চারদিকে হাসি খুশি, আনন্দ আর উচ্ছ্বাস। চেনা নয় জানা নয়, অথচ কেমন আপন করে নিচ্ছে। রেবেকা মিশে গেল ওদের সাথে, যেন বাড়ির স্বজনদের মধ্যে কতদিন পর ফিরে এসেছে সে।

বেদাবায় ঢোকার মুখেই বিশাল মন্দির। মন্দিরের ভিতর দিয়ে মোড়ল ওদের নিয়ে চলল আনন্দ-উল্লাসে। শাপলা ফুলে ঢাকা একটা পুকুরের সামনে থামল কারাঙ। পাথর দিয়ে বাঁধানো চারদিকের পাড়। পুকুরের একটা কোনার দিকে আঙুল তুলে দেখাল কারাঙ। পাথরের পাড়ের ওপর ছোট্ট একটা প্যাভিলিয়ন, ক্রমশ উঁচু হয়ে যাওয়া লাল টালির ছাদ দাঁড়িয়ে আছে চারটে মূল্যবান কারুকার্যখচিত পাথরের পিলারের ওপর। পুকুর ও তার বিপরীত দিকটায় কোন দেয়াল নেই। বাকি দু'দিকের দেয়ালের গায়ে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী ভিত্তিক দৃশ্য খোদাই করা। পুকুরের ওপারে নিচু উপত্যকা, সেখানে ছোট ছোট অসংখ্য ধানখেত। রোদ লেগে সোনার মত চকচক করছে ফসল, বাতাস লেগে ঢেউ জাগছে। নেপথ্যে আগ্নেয়গিরি, যার ভিতর থেকে বেদাবা গ্রামবাসীদের পূর্বপুরুষরা বেরিয়ে এসেছিল উন্মুক্ত উপত্যকায়। অন্তত প্রচলিত কিংবদন্তি তাই বলে। সবশেষে কারাঙ নিজের নামের অর্থটাও জানাল রেবেকাকে; পর্বতপুত্র।

'ওই যে প্যাভিলিয়নটা দেখছ, ওটাই বেদাবার ব্রাইডাল চেম্বার। বর-কনের নিভৃত আশ্রয়। এ সম্পর্কে কনের মতামত জানতে ইচ্ছে করে,' বলল রানা।

'কনের বলার আছেটা কি?' সুরের ঝঙ্কার তুলে হাসল রেবেকা, 'কনে আনন্দেই আত্মহারা!'

কারাঙ শাপলা ফুলগুলো দেখিয়ে রেবেকাকে বলল, 'ওগুলো কিন্তু দিনের শাপলা নয়, রাতের শাপলা। সূর্যের আলো রয়েছে, তাই ওদের এমন পাপড়ি মুড়ে থাকতে দেখছেন। রাতে যদি চাঁদ ওঠে, দেখবেন [illegible] মেলে দিয়েছে সব পাপড়ি। সকালে গুটিয়ে যাবে আবার।'

প্যাভিলিয়নের শ্বেত পাথরের সিঁড়ির ওপর বসল [illegible] থেকে [illegible]

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Website: http://anmsumon.tk

পাতার আধপোড়া চুরুট বের করে ছোট ছোট ছেলেরা ধূমপান করছে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে। ব্যাগ থেকে চারটে প্যাকেট বের করে সিগারেট অফার করল রানা। যুবতী মেয়েদের দল যার যার সিগারেট ধরিয়ে নিল রেবেকার হাতের লাইটার থেকে।

মেয়েদের দিকে তাকিয়ে মনটা উদাস হয়ে গেল রানার। চোখের সামনে ভেসে উঠল কিংস্টনের খামার-বাড়ি। মনে পড়ল, শস্যাগারের দোতলাটা মেরামত করতে হবে, মদ তৈরির কারখানায় ডাবল শিফটে কাজ চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে, জেয়ারী কার্গোর জন্যে মেশিনপত্রের অর্ডার দিতে হবে, বীজের স্টক বাড়াতে হবে আগামী বছরের জন্যে। হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল মনটা। একের পর এক কাজের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, ভেসে উঠছে প্রতিবার খামার-বাড়ির একটা না একটা অংশের ছবি। জোনাকজ্বলা রাত, ঝুল-বারান্দায় ফুরফুরে বাতাসের মধ্যে বসে আছে ও আরাম কেদারায়, পাশে রেবেকা, চাঁদের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে সব।

বাড়ির জন্যে মনটা কেমন করতে লাগল রানার।

চারটে দিন ঝটপট উড়ে গেল কিভাবে আনন্দ-উৎসবের মধ্যে ওরা টেরই পেল না। পঞ্চম দিন সকাল বেলা। আগ্নেয়গিরির কাঁধের ওপর সূর্যের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে, কচি রোদ লেগে চকচক করছে রেবেকার এলোমেলো চুল। পুকুরের পাড় ধরে হেঁটে আসছে কাশমা কফি নিয়ে। মাথার ওপর থেকে অদ্ভুত মিষ্টি বাজনার শব্দ নেমে আসতে ওরা দু'জনেই চোখ তুলে তাকাল। কারাঙের কবুতরের ঝাঁক, উড়তে শুরু করেছে আকাশে। ওদের পাখনার নিচে ছোট আকারের বাঁশি বাঁধা, গোত্তা দিয়ে নিচে নামার সময় হুইসেলের মত তীব্র শব্দে বাজে সেগুলো। লাল-সাদা পাখনাগুলো পাগড়ি বন্ধ করছে অতি সন্তর্পণে, সূর্যকে তাদের বড় লজ্জা।

নতুন আর একটা দিনের শুরু।

আজ রাতে বানর-নাচ, তারই প্রস্তুতি চলছে গ্রামের পেছন দিকে, বনভূমির কিনারায়। বেলা একটু চড়তে কারাঙ ওদের সাথে করে নিয়ে গেল আয়োজন দেখাতে। খুব বড় উৎসব, তাই ব্যাপক আয়োজন। গোটা গ্রাম আজ দেশী মদে সাঁতার কাটবে। দুপুর থেকেই বসল মেলা।

দুপুরটা সবচেয়ে আরামের। সুইমিং কস্টিউম পরে পুকুরের ঠাণ্ডা পানিতে ডুব সাঁতার। শুধু ওরা দু'জন।

তারপর হাত ধরাধরি করে মেলার ভিড়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলা। এক সময় তো রেবেকা বলেই ফেলল, 'যদি থেকেই যাই এই অজ পাড়াগাঁয়, মন্দ কি!'

তারপর কখন যেন ছেড়ে দিয়েছে ওরা পরস্পরের হাত। বাঁশের তৈরি

খেলনা, শৌখিন জিনিস কিনছিল ওরা, গ্রামবাসীদের উপঢৌকন দেবার জন্যে। পিছু পিছু ঘুরছিল মাথায় ঝাঁকা নিয়ে একটি কিশোর। তাকে ওরা হারিয়ে ফেলল। কিভাবে, তা দু'জনের কেউ বলতে পারবে না। এ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কোন কথা বিনিময়ও হলো না।

মেলা দেখাটা ক্লান্তিকর হয়ে উঠল। মশালের আলো জ্বলে ওঠার পর রেবেকার অস্থিরতা সংক্রামিত হলো রানার মধ্যেও।

কি হয়েছে, তা রেবেকা বলেনি রানাকে। রানাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, সে-ও নির্বাক। ওদের এই পরিবর্তন লক্ষ করে চিন্তিত হলো কারাঙ।

বানর-নাচ উপলক্ষে পঁচিশটা শুয়োর আর দশটা খাসীর ছাল ছাড়িয়ে গনগনে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। সিংহল দ্বীপ থেকে আমদানী করা মশলার গন্ধে বাতাস ভারী। সেখানে পৌঁছুতে ছুটে এল কারাঙ। 'কি হয়েছে মেমসাহেব আপনাদের?' সবজান্তার মত মাথা দোলাল সে, 'নিশ্চয়ই দুই মনের মধ্যে কঠিন প্যাঁচ লেগেছে। ঠিক হ্যায়, দুঃখ নিন, আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি প্যাঁচ।'

ইচ্ছা করেই রানার দিকে তাকাল না রেবেকা। হাসিটা ম্লান, 'না, মোড়ল, ঝগড়া হয়নি আমাদের। আমার শরীরটা খারাপ, তাই ওর মন খারাপ।'

রানা নির্বাক, উদাসীন। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, যেন প্রসঙ্গটা সম্পর্কে সচেতনই নয়।

রাতে শুরু হলো বানর-নাচ।

সারা গায়ে উজ্জ্বল লাল, নীল, বেগুনী, হলুদ রঙ মেখে তৈরি হলো পঞ্চাশজন নৃত্যশিল্পী, মুখে বানরের মুখোশ। সব মশাল নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারকে জায়গা ছেড়ে দেয়া হলো। কুকুর, শিয়াল আর মোরগের কণ্ঠস্বর নকল করে ডেকে উঠল ছেলেদের দল। কারাঙের হাতের ছয় ব্যাটারিওয়ালা টর্চটা জ্বলে উঠতে দেখা গেল আকাশের গায়ে একশো লাল হাত নাচছে। ঠিক সেই সময় কাশমা রেবেকার পাশ থেকে আঁৎকে উঠল।

পরিষ্কার উচ্চারণে কয়েকটা শব্দ আওড়াল কাশমা। শুনতে পেল রেবেকা। শুনতে পেল রানা।

দু'জনের কেউই কথা বলল না। এমন কি পরস্পরের দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

ঘন ঘন দু'জনের দিকে তাকাচ্ছে কাশমা। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে তার মুখটা। ঢোল আর করতাল বেজে উঠল এই সময়। একশোটা লাল হাত পঞ্চাশজন লোকের দু'পাশে নামছে, পরমুহূর্তে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে মাথার ওপর খাড়া হয়ে উঠছে, দ্রুত থেকে দ্রুততর ছন্দে। উদ্দাম হয়ে উঠল বাজনার তাল। বুড়ো-বুড়ীরা বাজনার সাথে তাল মিলিয়ে গান ধরল। অদম্য চিৎকারটা বেরিয়ে আসছিল কাশমার গলা চিরে। হঠাৎ তার দিকে ফিরল রেবেকা: 'চুপ!'

প্যাভিলিয়নে ফিরে এসেও রহস্যময় মৌন ভাঙল না রানা ও রেবেকার।

PROTECTED

anmSumon Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

খাটের ওপর শুয়ে মশারির ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে রানা। আকাশ পাড়ি দিচ্ছে রুপোলি চাঁদ, বড় একটা কালো মেঘ ধীরে ধীরে আসছে তাকে গ্রাস করতে।

বুকটা কেঁপে গেল রানার। রেবেকার একটা হাত চেপে ধরল ও।

থরথর করে কেঁপে উঠল রেবেকা।

খানিকপর মৃদু, প্রায় শোনা যায় না, রেবেকার ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ পেল রানা। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ও, কিন্তু সান্ত্বনার কোন কথা শোনাল না।

হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। রেবেকা দেখল চোখের পলকে উঠে বসেছে রানা। জানলের আলোয় চকচক করছে ওর হাতের পিস্তলটা।

সেফটি-ক্যাচ অফ করল রানা। সব মনোযোগ একত্রিত করে চেয়ে আছে ও পঞ্চাশ হাত দূরের একটা ঝোপের দিকে।

ঝোপটা নাড়া খেয়ে দুলছে এখনও।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রেবেকা, 'কারাঙের লোক দু'জন পাহারা তো দিচ্ছেই।'

উত্তর না দিয়ে শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। হাতের পিস্তল রেখে দিল বালিশের তলায়। রেবেকা বাইরে তাকাতে দেখল ঝোপটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সাদা একটা ইঁদুর। তবে দূর থেকে ঠিক চিনতে পারল না সে, ওটা খরগোশও হতে পারে।

বাকিটা জেগেই কাটিয়ে দিল রানা। মসজিদ থেকে মোয়াজ্জিনের আযানের শব্দ থামতে রেবেকা বলল, 'এভাবে জাগলে যে শরীরটার বারোটা বাজবে! খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নাও, আমি জেগে থাকব।'

চোখ বুজল রানা। কিন্তু ঘুমুতে পারল না। কখন যেন তন্দ্রা মত এসেছিল, কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে একটা বাজ পড়তে ধড়মড় করে উঠে বসল খাটে। মশারির বাইরে তাকিয়ে আকাশ দেখতে পেল না ও, দিগন্ত জুড়ে মেঘের কালো ছাদ আড়াল করে রেখেছে আলো।

সকালের বেশিরভাগটা কাটল প্যাভিলিয়নেই। বেলা সাড়ে দশটার দিকে পর্দার আড়ালে চলে গেল রেবেকা, পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এল সুইমিং কস্টিউম পরে। 'তুমি?' সংক্ষেপে জানতে চাইল সে রানার চোখে চোখ রেখে।

'না,' বলল রানা, 'চলো, তোমাকে ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

পৌঁছে দেয়ার নাম করে রেবেকা যতক্ষণ সাঁতার কাটল, পুকুর পাড় ছেড়ে নড়ল না রানা।

দিনটা কাটল ঢিমে তালে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলল না কেউ। ভুলক্রমেও কারও মুখে হাসি ফুটল না। নীরবতা অস্বস্তিকর, অনুভব করছে দু'জনেই, কিন্তু তা ভাঙবার উৎসাহ নেই কারও মধ্যে। প্রসঙ্গটা সম্পর্কে দু'জনেই অতিমাত্রায় সচেতন, কিন্তু উত্থাপন করতে আগ্রহী নয় দু'জনের কেউই।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যেতে ঘাসবনের ভিতর দিয়ে টর্চ হাতে বেরিয়ে এল কারাঙ। 'ওলাঙ আর নারাকুন সারারাত জেগে পাহারা দেবে, স্যাহেব। আপনি যদি বলেন, আরও ক'জনকে পাহারায় বসাতে পারি।'

রানা বলল, 'তার দরকার নেই, কারাঙ। দু'জনই যথেষ্ট। তবে, ওদেরকে বলো, আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করে যায়। পাশের গ্রামে লোক পাঠিয়ে খবর নিয়েছ তুমি?'

'জ্বী, সাহেব,' কারাঙ বলল, 'ওদের মোড়ল জানিয়েছে, নতুন কেউ রাতে ছিল না গ্রামে। তবে দিনের বেলা একজন...'

'তার মানে গত রাতেই সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে?' হঠাৎ সাগ্রহে জানতে চাইল রেবেকা।

'হাঁ,' বলল কারাঙ।

রেবেকা তাকাল রানার দিকে। দু'চোখে তার আশার আলো। কিন্তু রানা উল্লাসবোধ করছে না দেখে কালো হয়ে গেল ওর চেহারা। দূর আকাশের দিকে চেয়ে আছে রানা, এ জগতেই যেন নেই ও।

কারাঙ চলে যেতে কোমরে ধারাল জোজালি নিয়ে ওলাঙ আর নারাকুন এল। ওদের সঙ্গে মিনিট দশেক কথা বলল রানা। ওরা বিদায় নিয়ে চলে যেতে গ্যাসকৌভ জ্বেলে কেটলি চড়াল রেবেকা।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে রেবেকা দু'বার নীরবতা ভাঙার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। তৃতীয়বার প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতে পারল সে।

দাতাকুর নাম উচ্চারণ করল না ওরা কেউ। গতকাল মেলায় তাকে দেখা গেছে, কিন্তু দু'জনের মধ্যে কে প্রথম তাকে দেখেছে, এ-সম্পর্কেও পরস্পরকে কিছু জানাল না ওরা।

রেবেকা বলল, 'কোথাও গুরুতর একটা ভুল হয়ে গেছে, রানা। সে যাক, আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

রেবেকা এখন বুঝতে পেরেছে যুদ্ধটা করছে ওরা মৃত্যুর সঙ্গে।

ম্লান হাসল রানা। রেবেকা কি চাইছে, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। ওকে আড়াল করে রেখে বিপদটার সামনে দাঁড়াতে চাইছে সে। প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল রানা। 'আগামীকাল আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি,' বলল ও, 'লোমবুক অথবা ম্যাকাসারের একটা না একটা বোট পাওয়া যাবেই...'

'কি লাভ! ওই লোকটাও কি পিছু নেবে না? তোমার কি মনে হয়, রানা, এখানে সুবিধা করতে পারবে না ভেবে ফিরে গেছে সে?'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'না,' বলল রানা, 'ফিরে যাওয়ার লোক সে নয়। গতরাতে সে এই গ্রামেই ছিল, রেবেকা। পাশের গ্রামের মোড়ল তাই তাকে দেখতে পায়নি।'

'আজও তাহলে...?' কথাটা শেষ করল না রেবেকা। মাঝ পথে আপনা থেকে বুজে এল তার গলা।

উত্তর দিল না রানা। ভুলটা কোথায় হয়েছে তা বেদাবা গ্রামে দাতাকুকে দেখার পরই অনুমান করে নিয়েছে রানা। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায় রেবেকা। গাড়িটা গড়িয়ে খাদে পড়তে কারাচ মারা যায়। রেবেকার মত দাতাকুও সময় মতই লাফিয়ে পড়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে, কিন্তু জ্ঞান হারায়নি সে। গাড়িটি খাদে পড়লেও তাতে আগুন ধরেনি। হাইওয়ে দিয়ে কেউ যাচ্ছিল, খাদের নিচে ওল্টানো অবস্থায় একটা গাড়ি দেখে সে থেমে আহতদের উদ্ধার করার জন্যে নামে খাদে। দাতাকু এইরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, খুন করে সে লোকটাকে। তাকে নিজের গাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, তারপর তার গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঝম্ ঝম্ করে একনাগাড়ে তুমুল বৃষ্টি নামল রাতেও, মুখ দেখাবার সুযোগই পেল না চাঁদ।

মশারির ভিতর ঘুমন্ত রেবেকার পাশে বসে বাইরের দিকে চেয়ে অন্ধকারের নড়াচড়া দেখছে রানা।

বৃষ্টি থামল ভোরের দিকে। উপত্যকা থেকে কুল কুল শব্দে ধানক্ষেতে পানি নামছে, তারই একটানা আওয়াজের সাথে ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। গত পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা ঘুমায়নি রানা। বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজে একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করল ওর, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ল তা ও নিজেও জানে না।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। রেবেকার আর্তচিৎকার কানে ঢুকতেই ঘুম ভেঙে গেল রানার। ধড়মড় করে খাটের ওপর উঠে বসল ও। চোখের পলকে বালিশের তলা থেকে বের করে নিল পিস্তল আর টর্চটা।

'রানা!' রেবেকার দু'চোখ ভরা আতঙ্ক, 'কি যেন কামড় দিল আমাকে...'

সাপ? শিউরে উঠল রানা। 'কোথায়?' হঠাৎ টর্চ ধরা হাতটা কেঁপে গেল। আলো পড়তে মশারির দেয়াল ঘেঁষে কি যেন একটা চকচক করে উঠল, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল রানা।

'হাতে!' রেবেকা ঢোক গিলে বলল। ভয়ে নীল হয়ে গেছে মুখটা।

এটা কোত্থেকে এল এখানে? টর্চের আলোয় হাইপোডারমিক সিরিঞ্জটা দেখে ভুরু কুঁচকে গেছে রানার। সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল ও। খালি।

মাথাটা ঘুরে গেল রানার, কি ছিল সিরিঞ্জে?

'রানা, তুমি...!'

লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করল রানা সিরিঞ্জটা, কিন্তু দেখতে পেয়ে ছোঁ মেরে

সেটা কেড়ে নিল রেবেকা ওর হাত থেকে। 'কি এটা? কোত্থেকে এল...' কথা শেষ করতে পারল না রেবেকা, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল তার।

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা তিন সেকেন্ড। তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল রেবেকা, 'রানা!'

হিম হয়ে গেল রানার বুক। রেবেকাকে কাছে টেনে নিয়ে বাহুটা দেখল ও। সূচ ফোটার লাল বিন্দুটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাদা চামড়ার ওপর।

রেবেকাকে এক হাতে ধরে রেখে মশারি তুলে বাইরে তাকাল রানা, হাতে ওয়ালথার। অন্ধকারে মিশে গেছে দাতাকু। আবার সে ছোবল মেরে পালিয়েছে নাগালের বাইরে।

'শহরে যেতে হবে, এদিকে কোন ডাক্তার নেই।' দু'হাত দিয়ে রেবেকার মুখটা ধরল রানা। কাঁপছে হাত দুটো। রেবেকার কপালে চুমো খেল ও। 'ভয় পেয়ো না, রেবেকা,' নিজের কানেই নিজেকে শোনাল কথাটা। 'সিরিঞ্জের ভেতর হয়তো শুধু ডিসটিল্ড ওয়াটার ছিল। ভয় পাওয়াবার জন্যে...' কথাগুলো নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। খাট থেকে নেমে আকাশের দিকে পিস্তল তুলে পরপর দু'বার ফাঁকা আওয়াজ করল ও। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে গ্রাম থেকে শোরগোলের শব্দ ভেসে এল। ভুরু কুঁচকে সামনের অন্ধকার দেখল রানা পনেরো সেকেন্ড। ওলাড আর নারাঙ্গুন করছে কি?

একটা আশঙ্কার কথা মনে উদয় হতে মুখটা কঠোর হয়ে উঠল রানার। মশারি তুলে দিয়ে খাটের উপর বসল ও।

'আমি যদি মারা যাই...'

রেবেকার মুখে হাত চাপা দিয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে নিল রানা। 'মনটাকে শক্ত করে রাখতে হবে, রেবেকা,' কেঁপে যাচ্ছে রানার গলা। বৃষ্টিস্নাত গ্রামের ওপর ঠাণ্ডা বাতাস আসছে পাহাড় থেকে, তবু ফোঁটা ফোঁটা ঘামে রানার মুখটাকে দেখাচ্ছে জলবসন্তে আক্রান্ত রোগীর মত। 'মনে করো, কিছুই হয়নি তোমার।'

'রানা! রানা, আমি ভয় পাচ্ছি না!' মনের ভয়টাকে তাড়াবার জন্যেই যেন চিৎকার করে উঠল রেবেকা।

কি ছিল সিরিঞ্জের ভিতর? গন্ধ শুঁকে কিছুই বোঝেনি ও। বিষ?

রেবেকার মুখ থেকে দৃষ্টি সরাচ্ছে না রানা। এখন পর্যন্ত আতঙ্কের ছায়া আর ঘাম ছাড়া কোন প্রতিক্রিয়া নেই। দ্রুত ভাবছে রানা, দাতাকু ড্রাগ এডিক্ট, অনেক আগে এইরকম কি যেন একটা একবার শুনেছিল ব্যাঙ্ককে থাকতে। ড্রাগ এডিক্ট বলেই কি সে সঙ্গে সিরিঞ্জ নিয়ে এসেছে বেদাবায়? কোকেন...হেরোইন...না অন্য কিছু ইঞ্জেক্ট করেছে সে রেবেকার শরীরে? নাকি শুধু পানি?

অসম্ভব! দাতাকুর ছোবলে বিষ না থেকেই পারে না। তার সম্পর্কে এটুকু

Sumon - Email: ahmsumon@yahoo.com Web: http://ahmsumon.tk

জেগে উঠেছে গোটা গ্রাম। টর্চের আঁকাবাঁকা আলো ছুটে আসছে একটা। পেছনে মশাল হাতে আরও লোকজন।

কারাও হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল প্যাভিলিয়নে। 'কি হয়েছে, সাহেব। গুলির শব্দ শুনে...কিন্তু ওলাঙ আর নারাকুন কোথাও নেই, ব্যাপার কি কিছুই বুঝছি না, সাহেব।'

কারাঙের বউকে সাথে নিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে এল কাশমা। 'কড়া করে প্রচুর কফি তৈরি করো,' দ্রুত হুকুম করল রানা।

কারাঙকে সংক্ষেপে বিপদটা বুঝিয়ে দিতে যা দেরি, ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই দ্রুত স্বেচ্ছাসেবীদের একটা দল তৈরি করতে রওনা হয়ে গেল সে।

'কেমন বোধ করছ, রেবেকা?' অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

রানার একটা হাত আঁকড়ে ধরে নিজের বুকের সাথে চেপে রাখল রেবেকা। হু হু করে কেঁদে ফেলল সে। 'তো-মা-কে ছেড়ে আ-মি যাব-না!' কেঁপে গেল রানার গোটা অস্তিত্ব, এখন আবেগাক্রান্ত হলে চলবে না। কিন্তু রেবেকাকে অভয় দেয়ার ভাষাও খুঁজে পেল না ও। দ্রুত ভাবছে রানা, দাতাকু যদি কোকেন ইঞ্জেক্ট করে দিয়ে থাকে, রেবেকা তাহলে অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে উঠবে। তারপর ফ্যাকাসে হয়ে যাবে চেহারা আর ভয়ানক ছটফট করতে থাকবে, কেউ ধরে স্থির রাখতে পারবে না ওকে। হাঁপাবে। দু'তিন গজ দূর থেকেও শুনতে পাওয়া যাবে ওর হার্টবিটের শব্দ। বেতস পাতার মত কাঁপবে ও। এবং এ সবের মধ্যেই কোন একসময় হয়তো শেষ নিঃশ্বাস...

নিজেকে সামলে নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে রেবেকা। জোর করে হাসতে চেষ্টা করছে সে, তা কান্নারই নামান্তর হয়ে ফুটে উঠল চোখেমুখে। স্যান্ডেল জোড়া তার পায়ে গলিয়ে দিল রানা। কিন্তু ওর হাত সরিয়ে দিয়ে নিজেই স্ট্র্যাপ লাগাতে শুরু করল রেবেকা।

রানা ভাবছে, রেবেকার শরীরে যদি মরফিয়া ইঞ্জেক্ট করা হয়ে থাকে, ঘুম পাবে ওর। যে-কোন ভাবে জাগিয়ে রাখতে হবে ওকে, ঘুমুতে দেয়া চলবে না কিছুতেই, ডোজ যদি বেশি হয়ে থাকে, ঘুম মানেই তাহলে হবে মৃত্যু।

পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল কারাং। প্রত্যেকের হাতে একটা করে বাঁশের তৈরি মশাল। না, রানার প্রশ্নের উত্তরে জানাল কারাঙ, ওলাঙ আর নারাকুনের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই গ্রামের কোথাও। একদল লোক লাগিয়ে দিয়েছে সে, তারা খুঁজে দেখছে এখনও। সবশেষে সে বলল, 'দু'জন লোককে তামপুরাণ গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি, সাহেব। ওখানে গাড়ি আছে, ড্রাইভার আমাদের পৌঁছুবার অপেক্ষায় তৈরি হয়েই থাকবে। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে শহরে যেতে আর কোন অসুবিধা নেই।'

কাশমা বেরিয়ে এল পর্দার আড়াল থেকে। দিশেহারার মত তাকে। রানার সামনে এসে দাঁড়াল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি বাইরে অন্ধকারের দিকে। কি যেন আশঙ্কা করে কেঁপে উঠল সে।

থার্মোসটা কাশমার হাত থেকে নিয়ে রেবেকাকে কফি খাওয়াল রানা।

মাথার ওপর মেঘের ছাদ যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। ছোট্ট দলটা রওনা হলো তামপুরাণের উদ্দেশে।

মশাল হাতে গ্রামবাসীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে; একজন অচেনা শত্রুকে খুঁজছে তারা। কিন্তু রানা জানে, দাতাকুকে গ্রামের ভিতর তো নয়ই, আশপাশের কোথাও পাওয়া যাবে না। এরই মধ্যে শহরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে সে। জানে, রেবেকাকে নিয়ে রানাও শহরে যেতে বাধ্য।

রানার হাত ধরে হাঁটছে রেবেকা। তিনজন মশালধারী যুবক সামনে, দু'জন পেছনে। দু'পাশে কারাঙ ও কাশমা।

'হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না তো, রেবেকা?'

'না,' রেবেকা বলল, 'রানা, আর এক কাপ কফি খাব?'

সম্ভবত কোকেন, ভাবল রানা। কাজ শুরু করে দিয়েছে রেবেকার শরীরে। বুঝতে পারলেও কিছু বলল না ও। শঙ্কিত দৃষ্টিতে শুধু দেখল, কাশমার হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে থার্মোসটা কেড়ে নিল রেবেকা।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে কাশমা তাকাল রানার দিকে।

আবার হাঁটতে শুরু করে রেবেকা বলল, 'এখন যেন আগের চেয়ে ভাল লাগছে,' কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টানে হাতটা রানার মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের কণ্ঠনালী চেপে ধরল সে। টলে পড়ে যাচ্ছিল, কোনমতে সামলে নিল। তারপর বমি করে ফেলল হড়হড় করে।

ঘুম থেকে জেগে উঠল যেন রানা। কোকেন! এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝল ও, সত্যি সত্যি ওর সর্বনাশ করে গেছে দাতাকু।

***

dumon
A lonely man in the crowded planet